রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বসুমতী-কার্য্যালয়।

কলিকাতা,

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট "বসুমতী ইলেকট্রো মেসিন যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সূচীপত্র।

—:০:—

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ব্রহ্মোপাসনা	১
গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্	২
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ	৭
গায়ত্রীর অর্থ	৯
অনুষ্ঠান	১৩
সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার	১৭
কায়স্থের সহিত মদ্যপান-বিষয়ক বিচার	২০
বজ্রসূচী	২২
পাদরী ও শিষ্যসংবাদ	২৫
সংবাদ-কৌমুদী	২৭
„ বিবাদভঞ্জন	„
„ প্রতিধ্বনি	২৮
„ মকরমৎস্যের বিবরণ	৩১
„ বেলুনের বিবরণ	৩৩
„ মিথ্যাকথন	৩৬
„ বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস	৩৭
„ ইতিহাস	৩৮
ব্রহ্মসঙ্গীত	৩৯
ব্রাহ্মণ-সেবধি	৫৩
প্রার্থনাপত্র	৭৩
ক্ষুদ্রপত্রী	৭৫
ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার	৭৬
গোস্বামীর সহিত বিচার	৯৪
চারি প্রশ্নের উত্তর	১১১
রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত	১২৩

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁ তৎ সৎ।

মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এক এই যে, সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা; দ্বিতীয় এই যে, পরস্পর সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।

(১) পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে, তাঁহাকে আপনার আয়ুর এবং দেহের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে. যাহা করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।

(২) পরস্পর সাধু ব্যবহারে কাল হরণের নিয়ম এই যে, অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয়, সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব, আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয়, সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না।

পরমেশ্বরকে এক নিয়ন্তা প্রভু জ্ঞান করা, আর তাঁহার সর্ব্বসাধারণ জনেতে স্নেহ রাখা আমাদিগকে পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র করিতে পারে, ধনাদি যে তাঁহার সামগ্রী, সুতরাং তাহার আকাঙ্ক্ষিত তেঁহো নহেন।

"পরিনির্ম্মথ্যা বাগ্‌জালং নির্ণীতমিদমেব হি।
নোপকারাৎ পরো ধর্ম্মো নাপকারাদঘং পরম্‌।"

পরমেশ্বর সকল হইতে অধিক প্রিয় এবং প্রিয়কারী, ইহার প্রমাণ এক "আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ।" ৫৩। ৩। ৭।

পরমেশ্বর জীব হইতেও অধিক প্রিয় হয়েন, যেহেতু, পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান সর্ব্বদা শরীরে আছে অর্থাৎ সুষুপ্তি-সময়ে সকল লয় হইলেও পুনরায় জীবকে পরমেশ্বর প্রবর্ত্ত করেন।

"এষ হ্যেবানন্দয়তি।" কেবল পরমেশ্বর জীবকে আনন্দযুক্ত করেন।

পরমেশ্বর সকলের শাস্তা, তাহার প্রমাণ।—"মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্‌।" জগদ্ভক্ষক যে মৃত্যু, সেও পরমেশ্বরের শাসনেতে আছে।

"ন ধনেন ন চেজ্যয়া।" ধনেতে আর যজ্ঞেতে মুক্তি হয়, এমত নহে।

ব্রহ্মোপাসনায় সংক্ষেপ ক্রম এই।

ওঁ তৎ সৎ ॥১॥ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ॥২॥

সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্য।	এক মাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্য।

এই দুয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থক্যে শ্রবণ এবং চিন্তন করিবে।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।"

এই শ্রুতির পাঠ এবং অর্থ-চিন্তন কৃতার্থের হেতু হয়। অর্থ-চিন্তার ক্রম সংস্কৃতে এবং ভাষাতে জানিবেন।

"যস্মাল্লোকাঃ প্রজায়ন্তে যেন জীবন্তি জন্তবঃ; যস্মিন্ পুনর্লয়ং যান্তি তদেব শরণং পরম্॥ যদ্ভয়াৎ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। যস্মাদ্বিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে তদেব শরণং পরম্॥ তরবঃ ফলনো যস্মাদ্যেন পুষ্পান্বিতা লতাঃ। যচ্ছাসনে গ্রহা যান্তি তদেব শরণং পরম্॥"

যাহা হ'তে এই বিশ্ব জন্মে পরে পরে
জন্মিয়া যাহার ইচ্ছামতে স্থিতি করে॥
মরিয়া যাহাতে বিশ্ব রহে পুনঃ
জানিতে বাঞ্ছ তারে সেই ব্রহ্ম হয়॥

তন্ত্রোক্ত স্তব তান্ত্রিকাধিকারে হয়।

"নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্। ত্বমেকং জগৎকর্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ, ত্বমেকং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্॥ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণাম্॥৩॥ পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ নির্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব, জগদ্ব্যাপকাধীশ্বরাধীশ নিত্য॥৪॥ বয়ং ত্বাং স্মরামো বয়ং ত্বাং ভজামো, বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। বয়ং ত্বাং নিধানং নিরালম্বমীশং, নিদানং প্রসন্নং শরণ্যং ব্রজামঃ॥৫॥

এ ধর্ম্ম সুতরাং গোপনীয় নহে; অতএব ছাপা করান গেল, শেষ ছাপা হইল।

গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্।

গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্ (১)।

অথাহ ভগবান্ মনুঃ।—"ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥"

"যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্॥"

"ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥" (২)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ।—"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

---

(১) গায়ত্রীর দ্বারা পরমোপাসনার বিধান।

(২) ভগবান্ মনু এ প্রকরণে কহেন "প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন।

ভূর্ভুবঃস্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ।" (৩)

স পুনস্তদর্থং বিবৃণোতি শ্লোকৈস্ত্রিভিঃ।
"দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্।
ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥
চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ॥" (৪)

যে ব্যক্তি প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া জপ করে, সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হয় এবং পবনতুল্য বিভূতি-বিশিষ্ট হইয়া শরীর-নাশের পর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।"

"তৎসবিতুরিত্যাদি যে এই গায়ত্রী, তাঁহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন।"

(৩) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য এ স্থলে কহিতেছেন।—"প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা করিবে।

"যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাঁহাকে ঈশ্বরের দেহরূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন, সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায়; অতএব ঐ তিন শব্দ ত্রিলোকব্যাপক ঈশ্বরের প্রতিপাদক হন।"

(৪) সেই যোগিযাজ্ঞবল্ক্য তিন শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রীর অর্থকে বিবরণ করিতেছেন (যাহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যধৃত হয়) অর্থাৎ "সূর্য্যদেবের অন্তর্যামী সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী

এবমন্তেঽপি গায়ত্র্যাঃ প্রণবজপোঽবিহিত ইতে গুণবিষ্ণুধৃতস্মৃতিবচনেন। তদ্যথা—
"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। ক্ষরত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি॥" (৫)

আদ্যন্তোচ্চারিতস্য প্রণবস্য সাক্ষাদ্ব্রহ্ম-প্রতিপাদকত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ।—"ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্।" (৬)

মনুরপি স্মরতি তৎপ্রশংসার্থম্।—"ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরস্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ॥"

"জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র [illegible]

সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদীরা কহেন, সেই প্রার্থনীয়কে আমরা আমাদের অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন, যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপক হন আর যিনি জন্ম-মরণাদি সংসার হইতে যাঁহারা ভয়যুক্ত, তাঁহাদের প্রার্থনীয় হন।"

(৫) গুণবিষ্ণুধৃত বচন দ্বারা যেমন গায়ত্রীর প্রথমে প্রণব-জপ আবশ্যক হয়, সেইরূপ শেষেও আবশ্যক হইয়াছে। সে এই বচন।—"ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর প্রতিবার জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেন, যেহেতু, প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে ফলের ত্রুটি জন্মে।"

(৬) গায়ত্রীর আদ্য ও অন্তে উচ্চারিত হইয়াছেন যে প্রণব, তাঁহার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-প্রতিপাদকত্ব বেদে দর্শাইতেছেন।

মুণ্ডক-শ্রুতি।—ওঙ্কারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান কর।

সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥" (৭)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ।—"বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি॥" (৮)

ভগবদ্‌গীতায়াম্।—"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥" (৯)

গায়ত্র্যর্থোপসংহারে দর্শিতো নিষ্পন্নার্থঃ প্রাচীনভট্টগুণবিষ্ণুনা।—"যস্তথাভূতো ভর্গো ইস্মান্ প্রেরয়তি স জল-জ্যোতী-রসামৃত-ভূরাদি-লোকত্রয়াত্মক--সকল-চরাচর--স্বরূপ-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সূর্য্যাদি-নানা--দেবতাময়-পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি-সপ্ত-লোকান্ প্রদীপ-বৎ প্রকাশয়ন্ মদীয়-জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ॥" (১০)

তথোক্তং গৌড়ীয়স্মার্ত্তরঘুনন্দনভট্টাচার্য্যে প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদিবচনব্যাখ্যাপ্রকরণে —"প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্তং প্রসাদনীয়ম্"। (১১)

এবং মহানির্ব্বাণপ্রভৃতে তন্ত্রে চ।—"তথা সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা। জপে-দিমাং মনঃপূতং মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্॥ প্রণব-ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রী পঠিতা যদি। সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ভবেদাশু শুভপ্রদা॥ প্রাতঃ প্রদোষে রাত্রৌ বা জপেদ্‌ব্রহ্মমনা ভবন্। পূর্ব্বপাপবিমুক্তোঽসৌ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥ প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ব্যাহৃতিত্রিতয়ন্তথা। ততস্ত্রিপাদগায়ত্রীং প্রণবেন সমাপয়েৎ॥ যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততম্। সবিতুর্দৈবতস্যান্তর্যামি তদ্ভর্গমব্যয়ম্॥ বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্যামিনং বিভুম্।

---

(৭) ভগবান্ মনু সেই বেদার্থকে স্মরণ করিতেছেন অর্থাৎ "বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলই স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পাইবেন, কিন্তু জগতের পতি যে পরব্রহ্ম, তাঁহার প্রতিপাদক ওঁকারের নাশ স্বভাবতঃ কিংবা ফলতঃ কদাপি হয় না।"

"প্রণব-গায়ত্রী-জপের দ্বারা ব্রাহ্মণ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হন, অন্য কর্ম্ম করুন অথবা না করুন, তিনি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, বেদে কহিয়াছেন।"

(৮) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, "ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের প্রতিপাদক ওঙ্কার হন, অতএব পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা, তেঁহ প্রসন্ন হন।"

(৯) ভগবদ্গীতা।—"ওঁ তৎ সৎ এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়।"

(১০) গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে সমুদায়ের নিষ্পন্নার্থকে প্রাচীন বিবরণকার গুণবিষ্ণু লিখেন যে, "এ প্রকার সর্ব্বব্যাপী ভর্গ আমাদের অন্তর্যামী হইয়া প্রেরণ করিতেছেন, তেঁহ জল, জ্যোতিঃ, রস, অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় এবং সকল চরাচরময় আর ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বর-সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় হন, সেই বিশ্বব্যাপী পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত লোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন, তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করিয়া পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে আপন চিদ্রূপের সহিত এক ভাব প্রাপ্ত করেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।"

(১১) এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গায়ত্রীর অর্থ-প্রকরণে 'প্রণব-ব্যাহৃতিভ্যাং, ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে লিখেন, "ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে প্রণব-ব্যাহৃতি গায়ত্রী, তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ-জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করিবে।"

যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাম্॥ এবমর্থযুতং মন্ত্রত্রয়ং নিত্যং জপন্নরঃ। বিনাঽন্যনিয়মায়াসৈঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ একমেবাঽদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতম্। মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরম্॥ একধা দশধা বা যঃ শতধা বা পঠেদিমান্। একাকী বহুভির্বাঽপি সংসিদ্ধ্যেদুত্তরোত্তরম্॥ জপান্তে সংস্মরেদ্ভূয় একমেবাদ্বয়ং বিভুম্। তেনৈব সর্ব্বকর্ম্মাণি সম্পন্নান্যকৃতান্যপি॥ অবধূতো গৃহস্থো বা ব্রাহ্মণোঽব্রাহ্মণোঽপি বা। তন্ত্রোক্তেম্বেষু মন্ত্রেষু সর্ব্বে স্যুরধিকারিণঃ॥" (১২)

তত্রাদৌ "ওঁ" ইতি জগতাং স্থিতিলয়োৎপত্ত্যেককারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিশতি,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতিঃ।

তদোঙ্কারপ্রতিপাদ্যকারণং কিমেভ্যঃ কার্য্যেভ্যো বিভিন্নং তিষ্ঠতীত্যাশঙ্কায়ামনন্তরং পঠতি। "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রম্। ইদং লোকত্রয়ং ব্যাপ্যৈব তৎ কারণরূপং ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" ইতি শ্রুতিঃ।

কিং তর্হি তস্মাৎ কারণাৎ জগদন্তঃস্থিতানি স্থূলসূক্ষ্মাত্মকানি ভূতানি স্বাতন্ত্র্যেণ নির্ব্বহন্তি ন বেতি সংশয়ে পুনঃ পঠতি—"তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি তৃতীয়মন্ত্রম্। দীপ্তিমতঃ সূর্য্যস্য তদনির্ব্বচনীয়মন্তর্যামী জ্যোতীরূপং বিশেষেণ প্রার্থনীয়ং ন কেবলং সূর্য্যান্তর্যামী কিন্তু যোঽসৌ ভর্গঃ অস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণামন্তঃস্থো অন্তর্যামী সন্ বুদ্ধিবৃত্তীর্বিষয়েষু প্রেরয়তি—"যথাদিত্যমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি

---

(১২) মহানির্ব্বাণ-প্রদায়ি তন্ত্রে কহিতেছেন,—"সেই মতে সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠরূপে কহিয়াছেন। মনের পবিত্রতা যে কালে হইবে, তখন মন্ত্রার্থ চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার জপ করিবে। প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হন, তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা করিয়া গায়ত্রী ঝটিতি শুভপ্রদান করেন। প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় অথবা রাত্রিকালে পরমেশ্বরে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইহার জপ করিলে সে ব্যক্তি পূর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরে অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। প্রথমে প্রণবের উচ্চারণ করিবে, পরে তিন ব্যাহৃতি, তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে প্রণবে সমাপ্তি করিবে। যাঁহা হইতে স্থিতি, লয় ও সৃষ্টি হয়, যিনি ভুবনত্রয় ব্যাপিয়া রহেন, সূর্য্যদেবের সেই অন্তর্যামী অতি-প্রার্থনীয় অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিরূপ অব্যয় সর্ব্বান্তর্যামী বিভুকে আমরা চিন্তা করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিস্থ হইয়া আমাদের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। এইরূপ অর্থযুক্ত তিন মন্ত্রকে নিত্য জপ করিলে অন্য নিয়ম ও আয়াস ব্যতিরেকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। একমাত্র দ্বিতীয়রহিত যিনি সকল উপনিষদে কথিত হইয়াছেন, সেই নিত্য, মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের অগোচর, পূর্ব্বোক্ত এই তিন মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেন। একবার অথবা দশবার অথবা শতবার যে ব্যক্তি একাকী অথবা অনেকের সহিত হইয়া এ সকলের জপ করে, সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জপ সাঙ্গে পুনরায় সেই এক অদ্বিতীয় বিভুকে স্মরণ করিবে, ইহার দ্বারা তাবৎ বর্ণাশ্রম-কর্ম্ম না করিলেও সে সকল সম্পন্ন হয়। অবধূত অথবা গৃহস্থ সেইরূপ ব্রাহ্মণ কিংবা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সকলে অধিকারী হন।

শ্রুতিঃ। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইতি গীতাস্মৃতিশ্চ ॥ (১৩)

---

(১৩) তাহাতে আদৌ "ওঁ" এই শব্দ জগতের স্থিতি-লয়-উৎপত্তির কারণ পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছেন,—"যাঁহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা স্থিতি করিতেছে, ম্রিয়মাণ হইয়া যাঁহাতে পুনর্গমন করে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তেঁহ ব্রহ্ম হন" এই শ্রুতি।

সেই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য যে কারণ, তিনি কি এই সকল কার্য্য হইতে বিভিন্নরূপে স্থিতি করেন, এই আশঙ্কায় পুনরায় পাঠ করিতেছেন "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিন ব্যাহৃতি যাহা দ্বিতীয় মন্ত্র হয়। অর্থাৎ সেই কারণরূপ পরব্রহ্ম এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। "জ্যোতীরূপ-মূর্ত্তি-রহিত অর্থাৎ স্বপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণ ও অন্তর বাহ্যে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান এবং জন্মরহিত পরমাত্মা হন," এই শ্রুতি।

জগতের অন্তঃপাতী স্থূল সূক্ষ্ম ভূত সকল সেই কারণ হইতে স্বতন্ত্ররূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন কি না, এই সংশয়ে পুনরায় পাঠ করিতেছেন—"তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ," এই তৃতীয় মন্ত্র অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অন্তর্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ বিশেষমতে প্রার্থনীয় তাঁহাকে আমরা চিন্তা করি, তিনি কেবল সূর্য্যের অন্তর্যামী হন, এমত নহে, কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদের সর্ব্বদেহীর অন্তঃস্থিত অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন, "যিনি সূর্য্যের অন্তর্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিয়মে রাখিতেছেন, সেই অবিনাশী তোমার অন্তর্যামী আত্মা হন অর্থাৎ তোমার অন্তঃস্থিত হইয়া তোমাকে নিয়মে রাখিতেছেন" এই শ্রুতি। ভগবদ্গীতা—"সকল ভূতের হৃদয়ে হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর অবস্থিতি করেন।"

ত্রয়াণাং মন্ত্রাণামভিধেয়স্যৈকত্বাদেকত্র জপো বিধীয়তে।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তেষাময়ং সংক্ষেপার্থঃ।

সর্ব্বেষাং কারণং সর্ব্বত্র ব্যাপিনং আসূর্য্যাদস্মদাদি-সর্ব্বশরীরিণামন্তর্যামিনং চিন্তয়ামঃ ইতি। (১৪)

---

(১৪) এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হন, এ কারণ তিনের একত্র জপের বিধি দিয়াছেন।

সেই তিনের সংক্ষেপার্থ এই।

সকলের কারণ সর্ব্বত্র ব্যাপী সূর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহবন্তের অন্তর্যামী তাঁহাকে চিন্তা করি।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ।

—:•:—

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা তিন প্রকার হন ও তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ আবশ্যক অনুষ্ঠান হয়, ইহা ভগবান্ মনু চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থ-ধর্ম্ম-প্রকরণে তিন শ্লোকে বিধান করিয়াছেন; তাহার চরম প্রকারকে ঐ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে কহেন, যথা—

"জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা॥"

ভগবান্ কুল্লূক ভট্ট-সম্মত এই শ্লোকের ব্যাখ্যার ভাষা-বিবরণ এই,—"অন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চ-যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে, সে সকলকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, সে এই জ্ঞান যে, তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু যে উপনিষৎ, তাহার প্রমাণ দ্বারা জানেন যে, পঞ্চ-যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন" অর্থাৎ পঞ্চ-যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন, এইরূপ চিন্তনের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থেরা তত্তৎকর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন। এই প্রকরণের সমাপ্তিতে ভগবান্ কুল্লূক ভট্ট লিখেন :—

"শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ।"

"এই তিন শ্লোকেতে বেদ-বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগী যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, তাঁহাদের প্রতি এই সকল বিধি কথিত হইয়াছে।"

স্বশাখাদি বেদ-পাঠ, তর্পণ, নিত্যহোম, ইন্দ্রাদির উদ্দেশে অন্নাদি প্রদান এবং অতিথি-সেবন এই পাঁচকে পঞ্চযজ্ঞ কহেন।

পুনশ্চ দ্বাদশাধ্যায়ে ৯২ শ্লোক।

"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।"

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম-চিন্তনে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও প্রণব-উপনিষদাদি-বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। ইহাতে তাবৎ বর্ণাশ্রম-কর্ম্ম পরিত্যাগ অবশ্যই কর্ত্তব্য হয়, এমত তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু জ্ঞান-সাধনে ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও প্রণব-উপনিষদাদির অভ্যাসে যত্ন করা ব্রহ্মনিষ্ঠের আবশ্যক হয়, ইহাই বিধি দিলেন।

এই শেষের লিখিত মনুবচনে জ্ঞান-সাধন ও তাহার উপায় ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও বেদাভ্যাস, এই তিনে যত্ন করিতে বিধি দিয়াছেন; তাহার প্রথম, "পরব্রহ্ম-চিন্তন।" সে কিরূপ হয়, ইহা স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ "পঞ্চ-যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন," এইরূপ চিন্তন করিবেন, যেহেতু, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার যথার্থ স্বরূপ কদাপি বুদ্ধিগম্য নহে। প্রমাণ, মনু প্রথমাধ্যায়ে,—

"যত্তৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।"

"সকল জন্য বস্তুর কারণ এবং বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর ও উৎপত্তি-নাশ-রহিত এবং সৎস্বরূপ ও প্রত্যক্ষাদি তাঁহার হয় না। এ কারণ অলীক বস্তুর ন্যায় হঠাৎ বোধ হয় যে, এ প্রকার সেই পরমাত্মা হন।"

তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

"মনের সহিত বাক্য যাঁহার নিরূপণবিষয়ে অক্ষম হইয়া নিবৃত্ত হন।"

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

"অথাত আদেশো নেতি নেতি।"

"আদৌ 'বোধ-সুগমের নিমিত্ত' লৌকিক ও অলৌকিক বিশেষণ দ্বারা

পরব্রহ্মকে কহিলেন; কিন্তু তিনি এ সমুদায় বিশেষণ হইতে অতীত হন, এ নিমিত্ত বিশেষণের নিষেধ দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, 'তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন, তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন' অর্থাৎ কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহার নিরূপণ হইতে পারে না।"

ঐ মনু-বচনে প্রথম উপায়, "শম" ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়কে চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, কর্ণ ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ করিতে যত্ন করিবেন, যাহাতে পরপীড়ন না হয় ও স্বীয় বিঘ্ন না জন্মে।

দ্বিতীয় উপায়, প্রণব-উপনিষদাদি-বেদাভ্যাস অর্থাৎ প্রণব এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যের অভ্যাস ও তদর্থ-চিন্তন, ইহাতে যত্ন করিবেন।

প্রণব-প্রকরণে, মনু দ্বিতীয় অধ্যায়, ৮৪ শ্লোক

"ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ।
অক্ষরন্তু ক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।"

"তাবৎ বৈদিক কর্ম্ম—কি হবন, কি যজন, স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পায়, কিন্তু প্রজাদের পতি যে পরব্রহ্ম, তাঁহার প্রতিপাদক যে প্রণব, ইঁহার কি স্বভাবতঃ কি ফলতঃ ক্ষয় হয় না।"

অতএব প্রণব একাক্ষরস্বরূপে অভিপ্রেত হইয়া পরব্রহ্ম-সাধনের উপায় হন। মনু ২ অধ্যায়, ৮৩ শ্লোক।

"একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম।"

"একাক্ষর যে প্রণব, তিনি পরব্রহ্মের প্রাপ্তির হেতু হন; এ-কারণ পরব্রহ্ম শব্দে কহা যায়।" কিন্তু ত্র্যক্ষররূপে প্রণব অভিপ্রেত হইলে তিন অবস্থা, বেদত্রয়, ত্রিলোক ও ত্রিদেব, ইত্যাদি প্রতিপাদক হন।

উপনিষদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ।

"তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।"

"সেই উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে আত্মা, তোমাকে তাঁহার প্রশ্ন করিতেছি।"

প্রয়োজন।

বেদ-দ্বেষকারি জৈনী ও যবনাদির আক্রমণ প্রযুক্ত ভারতবর্ষে নানা শাখাবিশিষ্ট বেদের সমুদায়-প্রাপ্তি হইতেছে না, কিন্তু এই দৌভাগ্য-প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন যে,—

"যদ্বৈ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজম্।"

"যাহা কিছু মনু কহিলেন, তাহাই পথ্য হয়" অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয় প্রকার বেদার্থ মনু গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে অনুষ্ঠানে বেদ বিহিত অনুষ্ঠান-সিদ্ধি হয়। অতএব এ স্থলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি ভগবান্ মনু যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পংক্তি সকলে লিখিলাম, অভীষ্টমতে অনুশীলন করিবেন।

গায়ত্রীর অর্থ।

—ঃ০ঃ—

ওঁ তৎ সৎ।

ভূমিকা।

বেদেতে এবং বেদান্তাদি দর্শনেতে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্গীতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরব্রহ্মোপাসনার ভূরি বিধিবাক্য আছে, তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। প্রথমতঃ শ্রুতিঃ।—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।" সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্ম হয়েন, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর। বৃহদারণ্যকে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীর প্রতি কহিতেছেন।—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবে। 'আত্মানমেবোপাসীত।' কেবল আত্মার উপাসনা করিবে। মুণ্ডকোপনিষৎ।—"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।" কেবল সেই এক আত্মাকে জান, অন্য বাক্য ত্যাগ কর। ছান্দোগ্যে।—"কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য আসন্" ইত্যাদি। বেদাধ্যয়নানন্তর গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিত করিয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।—"তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়। কেবল আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয়, আত্মজ্ঞান বিনা মোক্ষের আর উপায় নাই। মনুঃ।—"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥" পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও প্রণবাদি-বেদাভ্যাসে যত্ন করিবে। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—"অনন্তবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ম্। ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোঽসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ।" মন, বুদ্ধি, চিত্ত আর ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত প্রকাশস্বরূপ যে পরমাত্মা, তাঁহার চিন্তন করিবে। ভগবদ্গীতা।—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।' হে অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানীদের নিকট প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন ও সেবা করিয়া সেই আত্মতত্ত্বকে জান। কুলার্ণবে।—"করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি। সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥" হস্ত-পাদ-উদর-মুখাদি-রহিত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাঁহার ধ্যান, হে ভগবতি, লোকে করিবে। অতএব এ পর্য্যন্ত বাহুল্যমতে বিধিবাক্য সকল বর্ত্তমান থাকাতে স্বার্থপর ব্যক্তিসকলের এমত সাহস হঠাৎ হয় না যে, এ সাধনকে অনাবশ্যক কিংবা অকর্ত্তব্য কহেন, কিন্তু আপন লাভার্থে অনুগত লোকদিগকে এ উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন যে, এ সাধন শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াও এ দেশে পরম্পরাসিদ্ধ নহে। ঐ অনুগত ব্যক্তিরা কি সিদ্ধপরম্পরা, কি অন্ধপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া আত্মোপাসনা হইতে বিমুখ হইয়া লৌকিক ক্রীড়া, যাহাতে হঠাৎ মনোরঞ্জন হয়, তাহাকেই পরমার্থ-সাধন করিয়া নিশ্চয় করিয়া-

ছেন ; অতএব ব্রহ্মোপাসনা যেমন ব্রাহ্মণাদির প্রতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ পরম্পরাতেও সিদ্ধ হয়, ইহা বিশেষরূপে সকলকে জ্ঞাত করা এই এক প্রয়োজন হইয়াছে। প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী ইহাঁকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং অনেকে ইহাঁর পুরশ্চরণও করিয়া থাকেন অথচ তাঁহাদের গায়ত্রীপ্রদাতা আচার্য্য অথচ পুরোহিত কিংবা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হইতে তাঁহাদিগকে পরাঙ্মুখ রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ, তাহা অনেকে কহেন না এবং ঐ জপকর্ত্তারাও ইহার কি অর্থ, তাহা জানিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথার্থ ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। এ কারণ ইহার অর্থজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের জপের সাফল্য হয়, এই দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর অর্থ যাহা বেদে এবং মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে লিখিয়াছেন, তাহার বিবরণ করিতেছি এবং সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণু ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি, যাহার দ্বারা তাঁহাদের নিশ্চয় হইবে যে, প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মই জপকর্ত্তাদের অজ্ঞাতরূপে পরম্পরায় উপাস্য হয়েন। তখন তাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে, পরমাত্মার শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন। অর্থচিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ। স্মার্ত্তধৃতব্যাসস্মৃতিঃ।—"জপিত্বা প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ। সোঽহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ।" গায়ত্রীর অর্থ যে ব্রহ্ম হইয়াছেন, সে অর্থের সহিত উচ্চারণ পূর্ব্বক এইরূপে তাঁহাকে জানিয়া যে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য যিনি ঈশ্বর, তেঁহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকারের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা, তাঁহার সহিত অভিন্ন হয়েন, উপাসনা করিবে। আর গায়ত্রীর অর্থ-প্রকরণে 'প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং' ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন—"প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ম্।" ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে প্রণবব্যাহৃতি গায়ত্রী, তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। ভট্ট গুণবিষ্ণুও গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে লিখেন,—"যস্তথাভূতো ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জল-জ্যোতী-রসামৃত-ভূরাদি-লোকত্রয়াত্মক-সকল-চরাচর-স্বরূপ-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সূর্য্যাদি-নানা-দেবতাময়-পরব্রহ্ম-স্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ।" যে সর্ব্বব্যাপী ভর্গ আমাদের অন্তর্যামী হইয়া প্রেরণ করিতেছেন, তেঁহ জল, জ্যোতিঃ, রস, অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় হয়েন এবং সকলচরাচরস্বরূপ হয়েন, আর ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশর-সূর্য্যাদি নানা দেবতা হয়েন, তেঁহই বিশ্বময় পরব্রহ্ম, তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন, তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত করিয়া চিদ্রূপ পঃ ব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে একত্বপ্রাপ্ত করেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবে। বিশেষতঃ গায়ত্রীতে ধীমহি শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব গায়ত্রী-জপকালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। যে তন্ত্রানুসারে এতদ্দেশে দীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাতেও লিখেন যে, মন্ত্রার্থ না জানিলে জপের বৈফল্য হয়।

ওঁকারশব্দে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কারণ এবং জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরব্রহ্ম, তেঁহ প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহা সমুদায় বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।—"ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিতি ব্রহ্ম।" ওঁকারের প্রতিপাদ্য যে আত্মা, তাহাতে চিত্তনিবেশ করিবে। ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম হয়েন। মুণ্ডক।—"ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্।" ওঁকারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান কর। মাণ্ডুক্য।—"সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরমোঙ্কারঃ।" সেই পরমাত্মার তেঁহ ওঁকার যে অক্ষর, তৎস্বরূপে কথিত হইয়াছেন। এইরূপ ভূরিপ্রয়োগ আছে। মনুঃ।—"ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।" বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম. কি যাগ, সকলেই স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পাইবেন, কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।—"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যাত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের উচ্চারণ ও অর্থজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা করিবে। "বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি॥" ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঁকারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা,তেঁহ প্রসন্ন হয়েন। ভগবদ্গীতা।—"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" ওঁ, তৎ, সৎ, এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়। দ্বিতীয়—ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ পরব্রহ্মময় হয়েন। শ্রুতিঃ।—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। পুরুষ এবেদং বিশ্বঃ।" তাবৎ সংসার পরব্রহ্মময় হয়েন। মনুঃ।—"ওঁকারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥" প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছে। যোগযাজ্ঞবল্ক্যঃ।—"ভূর্ভুবঃ স্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ।" যেহেতু, পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তাহাকে জ্ঞানদেহরূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন. সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায়; অতএব ঐ তিন শব্দ ঈশ্বরের প্রতিপাদক হয়েন। তৃতীয়—গায়ত্রী যাহা গায়ত্রী ছন্দেতে পঠিত হইয়াছেন। গায়ত্রীপ্রকরণে শ্রুতিঃ।—"যদ্বৈতদ্ব্রহ্ম।" গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য সেই পরব্রহ্ম হয়েন। যজুঃশ্রুতিঃ।—"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মীতি।" সূর্য্যমণ্ডলস্থ যে ভর্গরূপ আত্মা, সে আমি হই অর্থাৎ সূর্য্যের যিনি অন্তর্যামী, তেঁহ আমার অন্তর্যামী হয়েন। মনুঃ।—"ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।" তৎসবিতুরিত্যাদি যে গায়ত্রী,তাঁহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন। যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্।" যে ব্যক্তি প্রণব, ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন জপ করে, সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া শরীরনাশের পর সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—"দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ

পুনঃ॥ বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্ত চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ॥" সূর্য্যদেবের অন্তর্যামী সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদীরা কহেন, তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করি. যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম. মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন. যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগৎ হয়েন. আর যেঁত জন্মমরণাদি সংসার হইতে যাহারা ভয়যুক্ত, তাহাদের প্রার্থনীয় হয়েন। গায়ত্রীর প্রথমে যেমন প্রণবোচ্চারণের আবশ্যকতা, সেইরূপ অন্তেতেও ওঁকারোচ্চারণের আবশ্যকতা হয়। প্রমাণ গুণবিষ্ণুধৃত মনু-বচন।—"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। স্রবত্যনোঁঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি।" ব্রাহ্মণেতে গায়ত্রীর প্রতিবার জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবে। যেহেতু, প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে ফলের ক্রটি জন্মে। এখন ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের অনুসারে এবং প্রাচীন সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যানুসারে এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার স্মার্ত্ত ভটাচার্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও লেখা যাইতেছে।—"দেবস্য সবিতুস্তৎ ভর্গরূপং অন্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তন্নিরাসায়োপাসনীয়ং ধীমহি পূর্ব্বোক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি।" সূর্য্যদেবের অন্তর্যামী যে তেজঃস্বরূপ ব্রহ্ম জন্মমৃত্যুসংসারভয়-নিবারণের নিমিত্ত সকলের প্রার্থনীয় হয়েন, তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামিস্বরূপ জানিয়া চিন্তা করি, যে ঈশ্বর আমাদের অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেতে প্রেরণ করিতেছেন। এরূপ অভেদ চিন্তনের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বাধিক তেজস্বী ও প্রকাশক এবং মহান্ যে সূর্য্য, তাঁহার অন্তর্যামী আত্মা আর অতি সাধারণ জীব যে আমরা, আমাদের অন্তর্যামী আত্মা একই হয়েন, কিন্তু বিকারময় যে নামরূপ, তাহার মধ্যে পরস্পর উপাধি-ভেদে উত্তম-অধম-ভেদ আছে, বস্তুতঃ আত্মার ভেদ নাই। কঠশ্রুতিঃ।—"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" পরমেশ্বর এক সমুদায় জগৎকে আপন বশে রাখেন, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের অন্তরাত্মা হয়েন।

নিরুষ্টার্থঃ।

১। ২।
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো-
৩।
দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রথম ওঁকার এক মন্ত্র। দ্বিতীয় ভূর্ভুবঃ স্বঃ এক মন্ত্র। তৃতীয় তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ এই এক মন্ত্র। এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হয়েন, এ নিমিত্ত তিনকে একত্র করিয়া জপ করিবার বিধি দিয়াছেন।

১।
সমুদায়ের মিলিতার্থ। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা, তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময়
২।
হয়েন, সূর্য্যদেবের অন্তর্যামী সেই প্রার্থনীয় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে আমাদের অন্তর্যামি-
৩।
রূপে আমরা চিন্তা করি, যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির বৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন।

অনুষ্ঠান।

—:*:—

অবতরণিকা।

উপনিষদে কথিত শুদ্ধ-স্বভাব-প্রাপ্ত সনাতন উপাসনাকে প্রশ্নোত্তর-প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন। প্রত্যেক বিষয়ের প্রমাণকে অঙ্কানুসারে নিম্নের পত্র সকলে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে এ প্রকরণকে বোধ-সুগমের নিমিত্ত প্রায় প্রশ্নোত্তরক্রমে উপদেশ করেন, এ কারণ এ স্থলেও তদনুরূপ প্রশ্নোত্তরের দ্বারা লিখিত হইল।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

১ শিষ্যের প্রশ্ন। কাহাকে উপাসনা কহেন?

১ আচার্য্যের প্রত্যুত্তর। তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

২ প্রশ্ন। কে উপাস্য?

২ উত্তর। অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি-সংবলিত অচিন্তনীয় রচনা-বিশিষ্ট যে এই জগৎ ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি-যুক্ত যে এই জগৎ ও নানাবিধ স্থাবর-জঙ্গম শরীর, যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে, সেই সকল শরীর ও শরীরেতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি, তিনি উপাস্য হন।

৩ প্রশ্ন। তিনি কি প্রকার?

৩ উত্তর। তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা, তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি, কি যুক্তি সমর্থ হন না।

৪ প্রশ্ন। কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না?

৪ উত্তর। তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে, কি বাক্যেতে, নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন, এবং যুক্তিসিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু, এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়?

৫ প্রশ্ন। বিচারত এই উপাসনার বিরোধী কেহ আছে কি না?

৫ উত্তর। এ উপাসনার বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু, আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা, এই উপলক্ষ্য করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ-সম্ভব হয় না, কেন না, প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা, এই বিশ্বাস পূর্ব্বক উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসকরূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিংবা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিংবা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তারূপে চিন্তনের বিরোধী হইতে পারিবেন না, এবং চীন ও ত্রিবৃৎ ও-

ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন, তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

৬ প্রশ্ন। বেদে কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দ্দেশ্য শব্দে কহিতেছেন এবং অন্যত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমাধান কি?

৬ উত্তর। যে স্থলে অগোচর অজ্ঞেয় শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন, সে স্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন, ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে। যেমন শরীরের ব্যাপারের দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্য, যাঁহাকে জীব কহেন, তিনি আছেন, ইহা নিশ্চয় হয়, কিন্তু সেই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ও শরীরের নির্ব্বাহক জীবের স্বরূপ কি, অর্থাৎ সেই জীব কি প্রকার হন, ইহা কদাপি জানা যায় না।

৭ প্রশ্ন। আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কি না?

৭ উত্তর। কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাঁহার যাঁহার উপাসনা করেন, সেই সেই উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিংবা তাঁহার আবির্ভাব-স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবে?

৮ প্রশ্ন। যদি আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন এবং অন্য অন্য উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি?

৮ উত্তর। তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়। প্রথমতঃ, তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয় বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা যিনি জগৎকারণ, তিনি উপাস্য, ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়তঃ, এক প্রকার অবয়ববিশিষ্টের যে উপাসক, তাঁহার সহিত অন্য প্রকার অবয়ববিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই, যাহা পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছি।

৯ প্রশ্ন। কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয়?

৯ উত্তর। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন, তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয়-দমনে ও প্রণব-উপনিষদাদি-বদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। ইন্দ্রিয়-দম নেযত্ন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন, যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে। বস্তুতঃ যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন, তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব-উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন, অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস-সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব-ব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা, তাঁহার

পচক্রম করিবেন এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ইঁহাদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে, আর ব্রীহি, যব, ওষধি ও ফল-মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয়, এই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্যকথন, ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।

১০ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে আহার-ব্যবহারাদিরূপ লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্ত্তব্য?

১০ উত্তর। শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়, অতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার-ব্যবহার যে করে, তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়, আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রত ও যুক্তিত উভয়থা বিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরি প্রয়োগ আছে। যুক্তিতেও দেখ, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন না করিয়া আহার ও ব্যবহার আপন আপন ইচ্ছামতে করেন, তবে লোক-নির্ব্বাহ অতি অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়, কেন না, খাদ্যাখাদ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও গম্যাগম্য ইত্যাদির কোন নিয়ম তাঁহাদের নিকটে নাই, কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার নির্দ্দোষ হইবার প্রতি কারণ হয়, ইচ্ছাও সর্ব্বজনের এক প্রকার নহে, সুতরাং পরস্পর-বিরোধী নানা প্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বদাই কলহের সম্ভাবনা এবং পুনঃ পুনঃ পরস্পর কলহ দ্বারা লোকের বিনাশ শীঘ্র হইতে পারে। বাস্তবিক বিদ্যা ও পরমার্থ-চর্চ্চা না করিয়া সর্ব্বদা আহারের উত্তমতা ও অধমতার বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত হয়, যেহেতু, আহার যে কোন প্রকারের হউক, অর্দ্ধপ্রহরে সেই বস্তুরূপে পরিণামকে পায়, যাহাকে অত্যন্ত অশুদ্ধ কহিয়া থাকেন, এবং ঐ অত্যন্ত অশুদ্ধ সামগ্রীর পরিণামে আহারের শস্যাদি স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইতেছে, অতএব উদরের পবিত্রতার চেষ্টা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা জ্ঞাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়।

১১ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে দেশ, দিক্, কাল, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম আছে কি না?

১১ উত্তর। উত্তম দেশাদিতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত বিশেষ নিয়ম নাই, অর্থাৎ যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, সেই দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করিতে সমর্থ হয়।

১২ প্রশ্ন। এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে?

১২ উত্তর। ইহার উপদেশ সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্তু যাঁহার যে প্রকার চিত্তশুদ্ধি, তাঁহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয়।

সৎ এই শব্দ প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত লেখা যায়। প্রমাণ ভগবদ্গীতা।—
"সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সৎশব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥"

১ উত্তরের প্রমাণ। "আত্মেত্যেবোপাসীত।" (বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ)। "ন স বেদেতি বিজ্ঞানং প্রস্তুত্য আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যভিধানাৎ বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাঽবগম্যতে।" (ইতি ভাষ্যম্)। "আত্মানমেব লোকমুপাসীত।" (বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ)

২ উত্তরের প্রমাণ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ (বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র) যতো বা

ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।" (তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ)। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতৎ ব্রহ্মনাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে।" (মুণ্ডক-শ্রুতিঃ)। "যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে।" (মনুবচন)। যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি। যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্মলক্ষণম্। কালং কলয়তে কালে মৃত্যোর্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ম্। বেদান্তবেদ্যং চিদ্রূপং যত্তৎশব্দোপলক্ষিতম্।" (মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রবচন)। "অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেক-কর্তৃ-ভোক্তৃ-সংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকাল-নিমিত্ত-ক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য "জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ।" (ইতি পূর্ব্ব-লিখিতদ্বিতীয়সূত্রভাষ্য)।

৩ উত্তরের প্রমাণ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ)। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" (কেন-শ্রুতিঃ)

৪ উত্তরের প্রমাণ। "অথাত আদেশো নেতি নেতি।" (বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ)। "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" (কেনোপনিষৎ-শ্রুতিঃ)। "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ।" (গীতাস্মৃতিঃ)

৫ উত্তরের প্রমাণ। "আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। এবংবিৎ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি।" (ইতি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ)। "নামরূপাদি-নির্দ্দেশৈর্বিভিন্নানামুপাসকাঃ। পরস্পরং বিরুদ্ধন্তি ন চৈবেতদ্বিরুদ্ধ্যতে।" (ইতি গৌড়পাদাচার্য্য-কারিকা)। প্রথম ব্যাখ্যানে ইহা বিস্তাররূপে লেখা গিয়াছে।

৬ উত্তরের প্রমাণ। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতো-ঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। অস্তীত্যেবোপ-লব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপ-লব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।" (কঠ-শ্রুতিঃ)। "নামরূপাদি-নির্দ্দেশ-বিশেষণবিবর্জ্জিতঃ। অপ-ক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তি-জন্মভিঃ। বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্।" (বিষ্ণুপুরাণম্)। দ্বাদশ ব্যাখ্যানে বিস্তার পাইবেন।

৭ উত্তরের প্রমাণ। "তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি" (কঠশ্রুতিঃ)। ব্রহ্ম দৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।" (বেদান্তসূত্রম্)। "ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিষু স্যাৎ কস্মাৎ উৎকর্ষাৎ এবমুৎকর্ষেণাদিত্যাদয়ো দৃষ্টা ভবন্তি উৎকৃষ্টদৃষ্টিস্তেষ্বধ্যাসাৎ।" (ঐ সূত্রের ভাষ্য)। "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।" (ইতি গীতাস্মৃতিঃ)।

৮ উত্তরের প্রমাণ। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্।" (ইতি ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ)। পঞ্চম উত্তরের লিখিত প্রমাণেও দেখিবেন।

৯ উত্তরের প্রমাণ। প্রথমতঃ পরমেশ্বরের চিন্তনের প্রকার। "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে" (কঠশ্রুতিঃ)। তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ। তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ। অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ

সর্ব্বে তস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা।" (ইতি মুণ্ডকশ্রুতিঃ)। "জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।" (চতুর্থাধ্যায়ে মনুবচনম্)। "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" (ইতি মুণ্ডকশ্রুতিঃ)। দ্বিতীয়তঃ এ উপাসনার আবশ্যক সাধনে প্রমাণ। "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসেন যত্নবান্।" (দ্বাদশাধ্যায়ে মনু-বচনম্)। 'যথৈবাত্মাপরস্তদ্বদ্ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥" (ইতি স্মার্ত্তধৃত-দক্ষ-বচনম্)। 'সত্যমায়তনম্।' (কেনশ্রুতিঃ)। দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ ব্যাখ্যানে বিস্তার পাইবেন।

১০ উত্তরের প্রমাণ। শাস্ত্রই ক্রিয়ার নিয়ামক, ইহার প্রমাণ। "চাতুর্ব্বর্ণং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বার আশ্রমাঃ পৃথক্। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি।" (৯৭) 'সেনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ। সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদ শাস্ত্রবিদর্হতি।' (১০০) দ্বাদশাধ্যায়ে মনু-বচনম্)। ঐ উত্তরে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে প্রমাণ। 'ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ। যথেষ্টাচরণস্যাহুর্মরণান্তমশৌচকম্।' উদরের পবিত্রতা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার নিমিত্ত যত্নের আবশ্যকতার প্রমাণ। 'মলে পরিণতে শস্যং শস্যে পরিণতে মলম্। দ্রব্যশুদ্ধিং কথং দেবি মনঃশুদ্ধিং সমাচরেৎ।' (তন্ত্র-বচনম্)।

১১ উত্তরের প্রমাণ। শুচি দেশাদির প্রাশস্ত্যে প্রমাণ। 'কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ ইত্যাদি।' (ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ)। শুচি দেশাদির বিশেষ আবশ্যকতার অভাবে প্রমাণ। 'যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।' (বেদান্ত-দর্শন-সূত্রাণি) ৪। ১। ১১। 'যত্রৈবাস্য দিনে কালে বা মনসঃ সৌকর্য্যেণৈকাগ্রতা ভবতি তত্রৈবোপাসীত প্রাচীদিক্ পূর্ব্বাহ্ণ প্রাচীপ্রবণাদিবৎ বিশেষশ্রবণাৎ।' (ভাষ্যম্)।

১২ উত্তরের প্রমাণ। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকটে সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিরোচন অশুদ্ধস্বভাব প্রযুক্ত উপদেশের ফল প্রাপ্ত হইলেন না, প্রমাণ। 'স হ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচ আত্মৈবেহ মহয্য আত্মাপরিচর্য্য আত্মানমেবেহ মহয়ন্ আত্মানং পরিচরন্ উভৌ লোকাববাপ্নোতি ইমঞ্চামুঞ্চেতি।' (ছান্দগ্যোপনিষৎ)। অথচ ইন্দ্র ক্রমশঃ কৃতার্থ হইলেন, প্রমাণ। 'অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা ইত্যাদি।' (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার।

—:•:—

ওঁ তৎ সৎ।

সাঙ্গবেদাধ্যয়নভাবাদ্ব্রাত্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষতা সুব্রহ্মণ্যেন শ্রীমতা সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রিণানেকানানধীতসাঙ্গবেদান্ গৌড়ান্ ব্রাহ্মণান্ প্রতি প্রেরিতায়াং তদ্বিষয়িকায়াং পত্রিকায়াং তদ্বিষয়াপ্রযোজকানি "বেদবিহীনস্যাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সয়োরসিদ্ধিরেব এবমধীতবেদস্যৈব ব্রহ্মবিচারেঽপ্যধিকারঃ প্রাগ্‌ব্রহ্মবিজ্ঞানান্নিয়মেন কর্ত্তব্যানি, শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণি" ইত্যেতানি বাক্যান্যবলোক্য তৈর্বাক্যৈর্ব্রহ্মবিদ্যা

স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মযজ্ঞদেবযজ্ঞাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণ্যবশ্যমপেক্ষন্তে ইতি তৎপ্রতিপিপাদয়িষিতং সমালোচ্য চ বয়ং ক্রমঃ ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বাভিব্যক্ত্যনুকূলত্বাৎ অধ্যয়নাদীনি বর্ণাশ্রমকর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যন্তে ইতি তু বেদাদিশাস্ত্রাবিরোধিত্বাদস্মাভিরপি মন্যতে ন তু মন্যতে এতৎ যৎপ্রতিপিপাদয়িষিতং আশ্রমকর্ম্মাণি স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মবিদ্যয়াবশ্যমপেক্ষ্যন্ত ইতি বাদরায়ণেন আশ্রমকর্ম্মরহিতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য সূত্রিতত্বাৎ তথা চ ভগবদ্বাদরায়ণপ্রণীতে সূত্রে "অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টে" "অপি চ স্মর্য্যতে" ইত্যেতে। বিবৃতে চৈতে সূত্রে ভগবদ্ভাষ্যকারপূজ্যপাদৈঃ"বিদুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানামন্তরালবর্ত্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি কিংবা নাস্তীতি সংশয়ে নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তং আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্ম্মাসম্ভবাচ্চৈতেষাং ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমাহ অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেরিতি অন্তরা চাপি তু অনাশ্রমিত্বেন বর্ত্তমানোঽপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে কুতঃ তদ্দৃষ্টেঃ রৈক্কবাচক্নবীপ্রভৃতীনামেবম্ভূতানামপি ব্রহ্মবিত্বশ্রুত্যুপলব্ধে অপি চ স্মর্য্যতে ইতি। সংবর্ত্ত-প্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্মণামপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যতে ইতিহাসে" ইতি।

কিঞ্চ বেদাধ্যয়নাধিকারাসম্ভবাদেবানধীতবেদানামপি ব্রহ্মবাদিমৈত্রেয়ীপ্রভৃতীনাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য "তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবোধিতত্বাৎ সুলভাদীনামপি স্ত্রীব্যক্তীনাং ব্রহ্মবাদিত্বস্য স্মৃতৌ ভাষ্যে চ প্রদর্শনাৎ শূদ্রযোনিপ্রভবত্বেনানধীতবেদানামপি বিদুরধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তেরিতিহাসে অধীতবেদস্যৈব ব্রহ্মবিচারেঽপ্যধিকার ইতি নিয়মোক্তিস্তত্তচ্ছ্রুতিস্মৃতি-পর্য্যালোচনপরৈর্নৈব শ্রদ্ধেয়া।

অপি চ "শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ" ইতি সূত্রং বিবৃণ্বন্তো ভাষ্যকারপাদাঃ শূদ্রাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যাধিকারসংশয়ে "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানিতি" চেতিহাসপুরাণাগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ॥" ইতিহাসপুরাণাগমানাং সামান্যতঃ সর্ব্বেভ্যো বর্ণেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদাতৃত্বমিতি সিদ্ধান্তয়াঞ্চক্রুঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মযজ্ঞাদ্যাশ্রমকর্ম্মরহিতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য ভগবতা বাদরায়ণেন সিদ্ধান্তিতত্বাৎ অনধীতবেদানামপি বিদ্যাধিকারস্য শ্রুতিস্মৃতিবোধিতত্বাৎ ভাষ্যকারপাদৈর্নির্ণীতত্বাচ্চ ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বোৎপত্তিনিমিত্তত্বাদধ্যয়নাদ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নিয়মেনাপেক্ষ্যন্তে ইত্যুক্তির্বৈয়াসিকতন্ত্রসিদ্ধান্ত--তত্তন্ত্রব্যাখ্যাতৃ--ভগবৎপূজ্যপাদরাদ্ধান্তশ্রদ্ধালুভির্নাদরণীয়া। এতেন অধীতকেবলেশ্বরগীতাশাস্ত্রঃ পরাং শান্তিং প্রাপ্তবানিতি ব্রুবন্নিহিহাসশ্চরিতার্থীভূতঃ। শিষ্টপরিগৃহীতপ্রসিদ্ধাগমোক্তাত্মতত্ত্বশ্রবণ--মননাদেনিঃশ্রেয়সাবাপ্তিরৈকান্তিকীতি পরমারাধ্যস্য মহেশ্বরস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপি সফলাসীৎ। আত্মানাত্মনোঃ সত্যানৃতত্বে প্রদর্শয়ন্তো লোকানাত্মশ্রবণমননিদিধ্যাসনেষু প্রবর্ত্তয়ন্তো বেদান্তগ্রথিতশব্দা যথা নিঃশ্রেয়সহেতবো ভবন্তি তথৈব তমেবার্থং প্রবদতাং স্মৃত্যাগমপ্রভৃতীনাং তত্তচ্ছ্রোতৃভ্যো নিঃশ্রেয়সপ্রদাতৃত্বং যুক্তমপীত্যলমতিজল্পনেন। ইতি॥

ওঁ তৎ সৎ।

যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন না করেন, তাঁহারা ব্রাত্য অর্থাৎ অব্রাহ্মণ হয়েন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণধর্ম্মতৎপর শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী যে পত্র সাঙ্গবেদপাঠহীন অনেক এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদের নিকটে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম যে, তেঁহ লিখিয়াছেন, "বেদাধ্যয়নহীন

ব্যক্তিদের স্বর্গ এবং মোক্ষ হইতে পারে না, আর যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়াছে, তাহারই কেবল ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার এবং ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য হয়," আর এ সকল বাক্য যাহা অব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে সম্পর্ক রাখে না, তাহার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিতে ইর্চ্ছা করিয়াছেন যে, অশ্বমেধ, দেবযজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা উত্তর দিতেছি, ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশের নিমিত্ত বর্ণাশ্রম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বটে, যেহেতু, এ কথা বেদাদি শাস্ত্রের সহিত বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং অমারাও ইহা স্বীকার করি, কিন্তু ইহা সর্ব্বথা অমান্য হয় যে, বর্ণাশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, যেহেতুক ভগবান্ বেদব্যাস বর্ণাশ্রম-কর্ম্মহীন ব্যক্তিদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা সূত্রে লিখিয়াছেন। সে এই দুই সূত্র—

"অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।"

"অপি চ স্মর্য্যতে।"

এবং এই দুই সূত্রের বিবরণ ভগবান্ ভাষ্যকার করিয়াছেন, "অগ্নিহীন ব্যক্তি সকল এবং দ্রব্যাদি-সম্পত্তি-রহিত ব্যক্তি সকল, যাহাদের কোন বর্ণাশ্রম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, এমতরূপ অনাশ্রমী ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার আছে কিংবা নাই, এই সংশয়ে আপাততঃ জ্ঞান এই হয় যে, আশ্রম-কর্ম্মহীন ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার নাই, যেহেতু, বিদ্যার প্রতি আশ্রম-বিহিত কর্ম্ম কারণ হয়; আর ঐ সকল ব্যক্তিদের আশ্রম-কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই, এই পূর্ব্বপক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অনাশ্রমী ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারী হয়, যেহেতু, রৈক্ক, বাচক্নবী, প্রভৃতি আশ্রমকর্ম্মহীন ব্যক্তি সকলেরও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা বেদে দেখিতেছি; আর সর্ব্বদা বিবস্ত্র থাকিতেন, এ প্রযুক্ত বর্ণাশ্রমকর্ম্মহীন যে সংবর্ত্ত প্রভৃতি তাঁহাদেরও মহাযোগিত্ব ইতিহাসে দেখিতেছি," এবং ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রী সকল, যাঁহাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার কদাপি সম্ভব নহে, তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা—

'তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব।

এবং আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ।'

ইত্যাদি শ্রুতিতে বুঝাইয়াছে; আর সুলভাদি স্ত্রী সকল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, ইহা স্মৃতিতে ও ভাষ্যতে দেখিতেছি এবং শূদ্র-যোনিতে জন্মিয়াছিলেন, এ প্রযুক্ত বেদাধ্যয়নহীন যে বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি, তাঁহারাও জ্ঞানী ছিলেন, ইহা ইতিহাসে দেখিতেছি, অতএব যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই ব্রহ্মবিচারে অধিকার, এই যে নিয়ম আপনি করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল শ্রুতি-স্মৃতির আলোচনা করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না, আর শ্রবণাধ্যয়ন ইত্যাদি এই সূত্রের বিবরণেতে শূদ্রাদির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্তে ভগবান্ ভাষ্যকার লিখেন যে, "ইতিহাস-পুরাণ-আগমেতে চারি বর্ণের অধিকার আছে, ইহা স্মৃতিতে লিখেন," অতএব ইতিহাস, পুরাণ, আগম সামান্যতঃ চারি বর্ণেতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতে পারেন, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মজ্ঞাদি বর্ণাশ্রম-কর্ম্মহীন ব্যক্তিদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা ভগবান্ বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত দ্বারা, আর বেদাধ্যয়নহীন ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা শ্রুতি

স্মৃতিতে প্রাপ্তি হইবার দ্বারা এবং ভগবান্ ভাষ্যকারেরও এই প্রকার নির্ণয় করিবার দ্বারা নিশ্চয় হইল, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা আপন প্রকাশের নিমিত্ত বেদাধ্যয়নাদি আশ্রম-কর্ম্মকে অবশ্যই অপেক্ষা করেন, এ কথাকে বেদব্যাসের সিদ্ধান্তে এবং তাঁহার শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃ ভগবান্ পূজ্যপাদ ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না, অতএব ইতিহাসে লিখেন যে, কেবল ঈশ্বর গীতা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরম-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাও সুসঙ্গত হইল এবং শিষ্ট-পরিগৃহীত যে সকল প্রসিদ্ধ আগম, তাহাতে কথিত যে আত্মতত্ত্বের শ্রবণমননাদি, তাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা অবশ্যই পরমপদপ্রাপ্তি হয়, এই যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ঐ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও সফল হইল। আত্মা সত্য, আত্মা ভিন্ন তাবৎ মিথ্যা, ইহা দেখাইয়া আত্মার শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে বেদান্ত-গ্রথিত শব্দ সকল যেরূপ লোককে প্রবৃত্ত করিয়া তাহাদের শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির কারণ হয়েন, সেইরূপ ঐ সকল অর্থ কহেন যে, স্মৃতি আগম প্রভৃতি শাস্ত্র সকল তাঁহার আপন শ্রোতাদের প্রতি মোক্ষপ্রাপ্তির যে কারণ হয়েন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ হয়। অধিক কথনে প্রয়োজন নাই।

কায়স্থের সহিত মদ্যপান-বিষয়ক বিচার।

পরমেশ্বরায় নমঃ।

কোন বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ কহিয়া থাকেন যে, "এ কি কাল হইল, আমাদের বর্ণের মধ্যে অনেকেই মদ্যপান করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতেছে; ইহারা অতি নিন্দনীয়, সুতরাং এ সকল লোকের সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য নহে।" অতএব ঐ কায়স্থ মহাশয়কে নিবেদন করি যে, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ইহার নিয়ম শাস্ত্রে করেন। বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ বিশেষ পুণ্যজনক ও নদীর মধ্যে গঙ্গা অনন্ত শুভদায়ক, ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ হন; লোকদৃষ্টিতে অন্যাপেক্ষা বিশেষ চিহ্ন প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও শাস্ত্র প্রমাণ হন; শূদ্রের প্রতি মদ্যপানে অধর্ম্ম নাই, তাহার প্রমাণ মনু, যথা,—

"তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ।"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইঁহারা সুরা পান করিবেন না।

বৃহদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যঃ।—

"কামাদপি হি রাজন্যো বৈশ্যো বাপি কথঞ্চন।
মদ্যমেবাসুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে।"

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ ব্যতিরেকেও সুরা * ভিন্ন অন্য মদ্য পান করেন, তত্রাপি দোষ প্রাপ্ত হন না।

দ্বিতীয় প্রমাণ;—মিতাক্ষরা ও প্রায়শ্চিত্তবিবেক, যাহার মতে সমুদায় ভারতবর্ষে এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা মান্য হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে। মিতাক্ষরা, যথা—

"ত্রৈবর্ণিকানাং জন্মপ্রভৃতি পৈষ্টীনিষেধঃ ব্রাহ্মণস্য তু মদ্যমাত্রনিষেধোঽপ্যুৎপত্তিপ্রভৃ

* এ স্থানে সুরা শব্দে পৈষ্টী মদিরাকে কহি।

ত্যেব রাজন্যবৈশ্যয়োস্তু ন কদাচিদপি গৌড়্যাদিমদ্যনিষেধঃ শূদ্রস্য তু ন সুরাপ্রতিষেধো নাপি মদ্যপ্রতিষেধঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্ম অবধি পৈষ্টী সুরা নিষিদ্ধ হয়, আর ব্রাহ্মণের প্রতি জন্ম অবধি মদ্যমাত্রের নিষেধ, * ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি গৌড়ী প্রভৃতি মদ্যের কদাপি নিষেধ নাই অর্থাৎ রাগতও নিষিদ্ধ নহে; আর শূদ্রের প্রতি সুরা এবং মদ্য এ দুইয়ের একও নিষিদ্ধ নহে।

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক, যথা—

"তদেবং পৈষ্টীনিষেধস্ত্রৈবর্ণিকানাং গৌড়ীমাধ্বী-নিষেধস্তু ব্রাহ্মণানামেব। তথা, রাজন্যাদীনান্তু গৌড়ীমাধ্বী-প্রভৃতি-সকলমদ্যপানে ন দোষঃ।"

ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পৈষ্টী সুরাপান নিষিদ্ধ হয়; আর কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি গৌড়ী-মাধ্বীর নিষেধ হয়; কিন্তু গৌড়ী-মাধ্বী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মদ্যপানে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের দোষ নাই।

এই সকল দেদীপ্যমান শাস্ত্রের প্রমাণ মান্য কি ঐ কায়স্থ মহাশয়ের অযোগ্য জল্পনগ্রাহ্য হইবে? আর এরূপ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার নিন্দনীয় হয়, কি এ ব্যবহারকে যে নিন্দা করে, সে নিন্দনীয় হয়?

* এ স্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি যে মদ্য নিষেধ করিলেন, তাহা অবিহিত মদ্য বিষয়ে জানিবে। যে হেতু, "সৌত্রামণ্যাং সুরাং গৃহ্নীয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ন মাংসভক্ষণে দোষো" ইত্যাদি মনু-বচন ও নানাবিধ তন্ত্র-বচনের সহিত একবাক্যতা করিতে হইবে।

বিশেষতঃ ঐ কায়স্থ মহাশয় কহিয়া থাকেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জে ছিলেন। তথা হইতে গৌড়-রাজ্যে আইলেন; অতএব প্রত্যক্ষ কেন না দেখেন যে, কান্যকুব্জস্থ কায়স্থেরা এই শাস্ত্রপ্রমাণে পরম্পরানুসারে মদ্যপানে কদাপি পাপ জানে না।

যদি কেহ স্বলাভের উদ্দেশে মূর্খ ভুলাইবার নিমিত্ত শূদ্র কমলালয় ইত্যাদি গ্রন্থের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক শূদ্রের মদ্যপান-নিষেধবিষয়ে স্বকপোল-কল্পিত শ্লোক পাঠ করেন, তবে বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ মহাশয়কে বিবেচনা করা উচিত হয় যে, এরূপ শ্লোক যদি সমূল হইত, তবে প্রায়শ্চিত্ত বিবেককার ও মিতাক্ষরাকার যাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া ব্যবস্থা সকল স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহার উল্লেখ করিয়া সমাধান করিতেন।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ধৃত যে বচন নহে, তাহার অর্থ-দৃষ্টিতে ইদানীন্তন কোন নূতন ব্যবস্থার কল্পনা যদি প্রমাণ হয়, তবে এক দুই শ্লোক কিংবা কতিপয় পত্রের কোন এক গ্রন্থ রচনা করিতে যাহার শক্তি আছে, সেও নানাবিধ নূতন ব্যবস্থার প্রচার করিতে পারে; কিন্তু তাহা বিজ্ঞ লোকের নিকট প্রথমতঃ গ্রাহ্য হইবে না এবং তাহার যোগ্য উত্তর ঐ প্রকার স্বকপোল-রচিত শ্লোক ও গ্রন্থের দ্বারা অন্য ব্যক্তিও কোন্ দিতে না পারেন।

এখন এই প্রতীক্ষায় রহিলাম যে, ঐ কায়স্থ মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর শীঘ্র লিখিবেন, কিংবা নিন্দা হইতে বিরত হইবেন।

বজ্রসূচী।

—:০:—
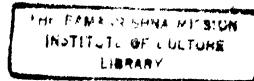
পরমাত্মনে নমঃ।

বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনম্।
দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাম্॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাশ্চত্বারো বর্ণা ব্যবহ্রিয়ন্তে তেষাং "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" ইতি বচনাৎ ব্রাহ্মণস্বরূপং বিচার্য্যতে। কোঽসৌ ব্রাহ্মণো নাম, কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং বর্ণঃ কিং ধর্ম্মঃ কিং পাণ্ডিত্যং কিং কর্ম্ম কিং জ্ঞানমিতি।

তত্র জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি সর্ব্বস্য জনস্য জীবস্যৈকরূপত্বে স্বীকৃতে সর্ব্বজনস্যৈব হি ব্রাহ্মণত্বাপত্তিঃ শরীরভেদাত্তস্যানেকত্বাভ্যুপগমে ইদানীং ব্রাহ্মণরূপো যো জীবস্তস্যৈব কর্ম্মবশাচ্ছূদ্রাদিদেহসম্বন্ধে অন্যবর্ণত্বং নোপপদ্যেত অথবা ব্রাহ্মণত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণদেহস্থো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ব্রাহ্মণত্বং কেবলং ব্যবহারমূলকমেব ন তু পরমার্থতঃ কিঞ্চিদস্তীত্যঙ্গীকৃতং স্যাৎ, এবমজ্ঞাতজাতিকুলস্য ব্রাহ্মণচিহ্নধারিণঃ কস্যাপি শূদ্রস্য ব্রাহ্মণত্বেন পরিগৃহীতস্য ব্রাহ্মণত্বং কেন বার্য্যেত তেন সহ নিষিদ্ধৈকপংক্তিভোজনৈকশয্যাশয়নোপবেশনাদিভ্যঃ পাপোৎপত্তিঃ কেন বাধ্যেত তস্মাজ্জীবো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি চণ্ডালপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং দেহস্য ব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেত মূর্ত্তত্বেন জরামরণাদিধর্ম্মবত্ত্বেন চ তুল্যত্বাৎ ব্রাহ্মণঃ শতবর্ষং জীবতি ক্ষত্রিয়স্তদর্দ্ধং বৈশ্যস্তদর্দ্ধং শূদ্রস্তদর্দ্ধমিতি নিয়মাভাবাচ্চ, অপি চ দেহস্য ব্রাহ্মণত্বে পিতৃমাতৃশরীরদহনাৎ পুত্রাণাং ব্রহ্মহত্যাপাপমুৎপদ্যেত তস্মাদ্দেহো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অন্যচ্চ জাত্যা ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি অন্যেঽপি ক্ষত্রিয়াদ্যা বর্ণাঃ পশবঃ পক্ষিণশ্চ জাতিমন্তঃ সন্তি, কিন্তেষাং ন ব্রাহ্মণত্বং? যদি চ জাতিশব্দেন শাস্ত্রবিহিতং ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীভ্যাং জন্মোপলক্ষ্যেত তর্হি বহূনাং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ-মহর্ষীণামব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেত, যস্মাৎ ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যা কৌশিবং কুসুমস্তবকেন বাল্মীকির্বল্মীকৈঃ মাতঙ্গো মাতঙ্গীপুত্রঃ অগস্ত্যঃ কলসোদ্ভবঃ মাণ্ডূক্যো মণ্ডূকোদরোৎপন্নঃ হস্তিগর্ভোৎপত্তিরচরঋষেঃ শূদ্রাণীগর্ভোৎপত্তির্ভারদ্বাজমুনেঃ ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াং বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়ায়ামিতি এতেষাং তাদৃশজন্মব্যতিরেকেণাপি সম্যক্ জ্ঞানবিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং শ্রূয়তে তস্মাজ্জাত্যা ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

বর্ণেন ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ সত্বগুণত্বাৎ, ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ সত্বরজঃস্বভাবত্বাৎ, বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ রজস্তমঃপ্রকৃতিত্বাৎ, শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণস্তমোময়ত্বাচ্ছূদ্রস্য। ইদানীং পূর্ব্বস্মিন্নপি চ কালে শ্বেতাদিবর্ণানাং ব্যভিচারদর্শনাৎ বর্ণো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অন্যচ্চ ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়াদয়োঽপীষ্টাপূর্ত্তাদিধর্ম্মকারিণো নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়ানুষ্ঠায়িনো বহবো দৃশ্যন্তে, তে কিং ব্রাহ্মণা ভবেয়ুঃ? তস্মাদ্ধর্ম্মো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অন্যচ্চ পাণ্ডিত্যেন ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি জনকাদি-ক্ষত্রিয়প্রভৃতীনাং মহাপাণ্ডিত্যং শাস্ত্রেষূপলভ্যতে, অধুনাপ্যন্যজাতীয়ানাং সতি কারণে পাণ্ডিত্যং সম্ভবত্যেব কিন্তু ন ব্রাহ্মণত্বং, তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

৺ভূচ্চ কর্ম্মণা ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়-বৈশ্যশূদ্রাদয়োঽপি কন্যাদানগজপৃথিবীহিরণ্যাশ্বমহিষীদানাদ্যনুষ্ঠায়িনো বিদ্যন্তে ন তেষাং ব্রাহ্মণত্বং, তস্মাৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

কিন্তু করতলামলকমিব পরমাত্মাঽপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদিষট্‌কশীলো দয়ার্জ্জবক্ষমাসত্যসন্তোষবিভবো নিরুদ্ধমাৎসর্য্যদম্ভসম্মোহো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে। তথা হি—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ। বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।" ইতি। অতএব ব্রহ্মবিদ্ব্রাহ্মণো নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। তদ্ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি," "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তীতি" "একমেবাদ্বিতীয়ং" "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধম্। তজ্‌জ্ঞানতারতম্যেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ তদভাবেন শূদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ।

ইতি শ্রীভগবৎপূজ্যপাদমৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য-বিরচিতে প্রথমনির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ।

পরমাত্মনে নমঃ।

বজ্রসূচীনাম গ্রন্থের ভাষা-বিবরণ।

অজ্ঞানের নাশ করেন, এমতরূপ বজ্র-সূচী নামে শাস্ত্র কহিতেছি, যে শাস্ত্র অজ্ঞানীদের দূষণ আর জ্ঞানীদের ভূষণ হন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি, ইহা প্রথমতঃ বিচারণীয় হয়, যেহেতু, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু, ইহা শাস্ত্রে কহেন। ব্রাহ্মণ শব্দে কাহাকে কহি, কি জীবাত্মা, কি দেহ, কি জাতি, কি বর্ণ, কি ধর্ম্ম, কি পাণ্ডিত্য, কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান?

যদি বল, জীবাত্মা ব্রাহ্মণ হন, তাহাতে সর্ব্বপ্রকারে দোষ হয়। প্রথমতঃ, সর্ব্ব-প্রাণীর জীবকে একস্বরূপ স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রাণীর ব্রাহ্মণত্ব সম্ভব হইল। দ্বিতীয়তঃ, শরীর-ভেদে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন হন, ইহা অঙ্গীকার করিলে, ইহজন্মে যে জীব ব্রাহ্মণ আছেন, তেঁহ কর্ম্মাধীন জন্মান্তরে শূদ্র-দেহ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার শূদ্রত্ব তবে না হউক। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মণরূপে যে দেহকে ব্যবহার করা যাইতেছে, তাহাতে যে জীব আছেন, তিনি ব্রাহ্মণ হন, এমত কহিলে, ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহারমূলক হইল, পরমার্থতঃ কিছুই নহে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর ব্রাহ্মণবেশধারী কোন এক শূদ্র, যাহার জাতি ও কুল জ্ঞাতসার নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-রূপে আপনাকে ব্যবহার করাইয়াছে, তাহার ব্রাহ্মণত্ব কেন না হয় এবং তাহার সহিত একপঙ্‌ক্তিভোজন ও একশয্যা-শয়ন-উপ-বেশনাদি যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা করিলে পাপোৎপত্তির বাধক কি? অতএব জীবাত্মার ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বল, দেহ ব্রাহ্মণ হয়, তবে আঁচণ্ডাল মনুষ্য সকলের দেহ ব্রাহ্মণ হইল, যেহেতু, মূর্ত্তিতে ও জরা-মরণাদি ধর্ম্মেতে সকল দেহ তুল্য হয়। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ এক শত বর্ষ বাঁচেন, তাহার অর্দ্ধেক ক্ষত্রিয়, তাহার অর্দ্ধেক বৈশ্য, তাহার অর্দ্ধেক শূদ্র বাঁচেন, এমত নিয়মও নাই, যাহার দ্বারা অন্য দেহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-দেহের বৈলক্ষণ্য জানা যায়। আর দেহকে ব্রাহ্মণ কহিলে পিতা-মাতার মৃত দেহকে দাহ করিলে পুত্রের ব্রহ্মহত্যা-পাপের উৎপত্তি হউক; অতএব দেহের ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি জাতিকে ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষী সকলও এক এক জাতিবিশিষ্ট হয়, কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে।

যদি জাতি শব্দে জন্ম কহ অর্থাৎ শাস্ত্র-বিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম যাহার হয়, সেই ব্রাহ্মণ, তবে শ্রুতি-স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষিদের ব্রাহ্মণত্বে ব্যাঘাত হইল, যেহেতু, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী হইতে জন্মেন এবং পুষ্পস্তবক হইতে কৌশিব মুনি, উই-ঢিবি হইতে বাল্মীকি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ মুনি, কলস হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভে মাণ্ডুক্য, হস্তিগর্ভে অচর ঋষি, শূদ্রা-গর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, কৈবর্ত্তকন্যাতে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মেন। ইঁহাদের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক্‌প্রকার জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনিতেছি; অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বর্ণবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, এমত কহ, তবে সত্ত্বগুণপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণের শুক্লবর্ণ হওয়া আর সত্ত্বগুণ ও রজোগুণস্বভাব প্রযুক্ত ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ ও রজোগুণ-তমোগুণ হেতুক বৈশ্যের পীতবর্ণ আর শূদ্র তমোময়, এই হেতু তাহার কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত হয়, এক্ষণে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালেও শুক্লাদি বর্ণের স্থানে স্থানে বিপরীত দেখিতেছি; অতএব বর্ণবিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি ধর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপীকূপাদি-প্রতিষ্ঠা ও অন্য নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ হইবেন? অতএব ধর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, এমত কহ, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অনেকের মহা-পাণ্ডিত্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে এবং এক্ষণেও কারণ সত্ত্বে অন্য জাতীয়দেরও পাণ্ডিত্য হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে; অতএব পাণ্ডিত্য কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, এমত কহিলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতিও কন্যাদান, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব, পৃথিবী ও মহিষী-দানাদি কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব নাই; অতএব কর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ নহে।

কিন্তু করতলস্থিত আমলকীফলে যেমন নিশ্চয় হয়, তাহার ন্যায়, পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম-দমাদি-সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান্ যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়, যেহেতু, শাস্ত্রে কহে, "জন্ম প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বসাধারণ শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন;" অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অন্য নহে, ইহা নিশ্চয় হইল। "যাঁহা হইতে এই সকল ভূতের জন্ম হয়, জন্মিয়া যাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করে এবং ম্রিয়মাণ হইয়া যাঁহাতে পুনর্গমন করে, তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।" "সকল বেদ যে ব্রহ্ম পদকে কহিতেছেন," "ব্রহ্ম একমাত্র দ্বিতীয়-রহিত হন" "নামরূপ হইতে যিনি ভিন্ন হন, তিনি ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্ম, যাঁহাকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র হয়, এই সিদ্ধান্ত।

ইতি শ্রীভগবৎপূজ্যপাদ মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য-কৃত বজ্র-সূচী গ্রন্থের প্রথম নির্ণয় সমাপ্ত।

পাদরী ও শিষ্য-সংবাদ।

এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরী ও তাঁহার তিন জন চীনদেশস্থ শিষ্যের পরস্পর কথোপকথন।

পাদরী তিন জন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে ভাই, ঈশ্বর এক কি অনেক?"

প্রথম শিষ্য উত্তর করিল, "ঈশ্বর তিন।"

দ্বিতীয় শিষ্য কহিল, "ঈশ্বর দুই।"

তৃতীয় শিষ্য উত্তর দিল, "ঈশ্বর নাই।"

পাদরী।—হায়, কি মনস্তাপ, সয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারীর ন্যায় উত্তর করিলে?

সকল শিষ্য।—আমরা জ্ঞাত নহি, আপনি এ ধর্ম্ম যাহা আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন, কিন্তু আমাদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় জানি।

পাদরী।—তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড।

সকল শিষ্য।—আপনার উপদেশ আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াছি এবং যাহাতে আপনার নিন্দাকর হয়, এমত বাঞ্ছা রাখি না। কিন্তু আপনার উপদেশে আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে।

পাদরী ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ. তাহাতে কিরূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ?"

প্রথম শিষ্য।—আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি-গোষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন, ইহাতে আমাদিগের গণনামতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন হয়।

পাদরী।—আহা, আমি দেখিতেছি, তুমি অতি মূঢ়। আমার অর্দ্ধেক উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছ, আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে, এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য।—যথার্থ, আপনি ইহাও কহিয়াছিলেন. কিন্তু আমি অনুমান করিলাম যে, আপনার ভ্রম হইয়া থাকিবে, এ নিমিত্তে যাহা আপনি প্রথমে কহিয়াছিলেন, তাহাকেই সত্য করিয়া জানিয়াছি।

পাদরী।—হা, এমত নহে, তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখন বিশ্বাস করিবে না এবং তাঁহাদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে, এমত জানিও না, কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য।—এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীনদেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

পাদরী।—ওহে ভাই, এ এক নিগূঢ় বিষয়।

প্রথম শিষ্য।—এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয় মহাশয়?

পাদরী।—এ নিগূঢ় বিষয়, কিন্তু আমি জানি না, কিরূপে তোমাকে বুঝাই এবং আমি অনুমান করি, এ গুপ্ত বিষয় কোমরূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না?

প্রথম শিষ্য হাস্য করিয়া কহিল, "মহাশয়! দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম্ম আমাদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।

পাদরী।—"আহা! স্থূলবুদ্ধির বাক্য এই বটে, চীনের দেশে প্রবল কলি আপন কর্ম্ম প্রকৃতরূপে করিতেছে।" পরে দ্বিতীয় শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন যে, "কিরূপে তুমি দুই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে?"

দ্বিতীয় শিষ্য।—অনেক ঈশ্বর আছেন, আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি সংখ্যার ন্যূন করিয়াছেন।

পাদরী—আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে,ঈশ্বর দুই হয়েন ? সে যাহা হউক, তোমাদিগের মূঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমাদিগের নিস্তার-বিষয়ে নিরাশ হইতেছি।

দ্বিতীয় শিষ্য।—সত্য বটে, আপনি স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে, ঈশ্বর দুই, কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই হয়।

পাদরী।—তবে তুমি এই নিগূঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় শিষ্য।—আমরা চীনদেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি, আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে, তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে, পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন বহু কাল হইল মারা গিয়াছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে, এক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন।

পাদরী।—"কি বিপদ্! এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হয়।" পরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে তোমরা দুই ভাই পাষণ্ড বটে, কিন্তু তুমি উহাঁদিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ, কোন্ আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে, ঈশ্বর নাই ?"

তৃতীয় শিষ্য।—আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি ; কিন্তু তাঁহারা কেবল এক হয়েন যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম। ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম, অন্য কথা আমি বুঝিতে পারি নাই ; আপনি জানেন যে, আমি পণ্ডিত নহি, সুতরাং যাহা বুঝা যায়, তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে ; অতএব এই অন্তঃকরণবর্ত্তী করিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খৃষ্টিয়ান নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

পাদরী।—এ যথার্থ বটে ; কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর করিয়াছ, তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

তৃতীয় শিষ্য এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিল যে, 'দেখ, এই এক বস্তু বর্ত্তমান আছে, ইহাকে স্থানান্তর করিলে এ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবে।'

পাদরী।—এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এ স্থলে সঙ্গত হইতে পারে ?

তৃতীয় শিষ্য।—আপনারা পশ্চিমদেশীয় বুদ্ধিমান্ লোক, আমাদিগের বুদ্ধি আপনাদিগের ন্যায় নহে, দুরূহ কথা আমাদিগের বোধগম্য হয় না, কারণ, পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খৃষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন, কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল, আরবের সমুদ্র-তীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই, ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি ?

পাদরী।—আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করিব, কারণ, তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্ম্মকে স্বীকার করিলে না ; অতএব তোমাদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল।

সকল শিষ্য।—এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, এমত ধর্ম্ম মহাশয় উপদেশ করেন, পরে কহেন যে, তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে, যেহেতু, বুঝিতে পারিলে না।

সংবাদ কৌমুদী।

—:.:—

বিবাদ-ভঞ্জন।

পূর্ব্বপক্ষ পরপক্ষ কর নিরীক্ষণ।
পক্ষপাতশূন্য হয়ে কহিবে বচন॥

এক স্থানে এক মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, সে স্থান চারিদিকে পথের সহিত সংলগ্ন, ঐ মূর্ত্তির হস্তে একখান ঢাল ছিল, তাহা সম্মুখে স্বর্ণময় এবং পশ্চাৎ রৌপ্যময়।

এক দিন দৈবাৎ দুই জন ঘোড়সওয়ার দুই দিক্ হইতে ঐ মূর্ত্তির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তি দেখে নাই। কতক্ষণ অবলোকন করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল যে,'এই ঢাল স্বর্ণময়,' দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তির অন্যদিকে দেখিতেছিল, সে তাহার কথা শুনিবামাত্র কহিল যে, 'এ কি স্বর্ণঢাল? যদি তোমার চক্ষু থাকে, তবে এ ঢাল রৌপ্যময়।' প্রথম ব্যক্তি কহিল যে, 'যদি আমি কখনও স্বর্ণ দেখিয়া থাকি, তবে এ অবশ্য স্বর্ণ-ঢাল।' দ্বিতীয় তাহাকে উপহাস পূর্ব্বক কহিল যে, 'এমন মাঠে অবশ্য স্বর্ণ-ঢাল রাখিবে বটে, আশ্চর্য্য এই যে, পথিকেরা কেন রৌপ্য-ঢাল লইয়া যায় নাই? যেহেতু, ইহার উপরে যে লিখিত আছে, তাহার দ্বারা জানা যায় যে, এই ঢাল তিন শত বৎসর এইখানে আছে।' স্বর্ণঢালবাদী দ্বিতীয় ব্যক্তি উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে দুই জন আপন আপন ঘোটক ফিরাইয়া ধাবনোপযুক্ত আয়ত স্থানে গেল ও আপন আপন অস্ত্র লইয়া পরস্পর আক্রমণ করিল, তাহাতে উভয়কে এমত আঘাত লাগিল যে, দুই জন আঘাতী কাতর হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রহিল। এই কালে একজন অতি শিষ্ট মনুষ্য পথে যাইতেছিল, সে তাহাদিগকে সেরূপ দুর্দ্দশা-প্রাপ্ত দেখিল, সে ব্যক্তি বনৌষধিতে পণ্ডিত ছিল ও আপনি এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল, সে ঔষধ তাহার সহিত ছিল, তাহা তাহাদের ক্ষততে লাগাইয়া তাহাদিগকে সজীব করিল। যখন তাহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল, তখন সে তাহাদিগকে বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। এক জন বলিল যে, 'এই ঘোড়সওয়ার কহে যে, এই ঢাল রৌপ্যময়।' দ্বিতীয় কহিল যে, 'এই ব্যক্তি কহে যে, ঢাল স্বর্ণের, এ কি চমৎকার!' তখন সে পথিক খেদ করিয়া কহিল যে, 'হায়! হে ভ্রাতারা! তোমরা দুই জন সত্য বুঝিয়াছ ও দুই জনই মিথ্যা বুঝিয়াছ, তোমরা একজনও যদি আপনার অ-দৃষ্ট দিক্ দেখিতে, তবে এত ক্রোধ ও রক্তারক্তি হইত না, যেহেতু, এই ঢালের এক দিকে স্বর্ণ ও অন্য দিকে রৌপ্য আছে। অতএব অদ্য তোমাদের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, ইহার দ্বারা তোমরা শিক্ষিত হও যে, তোমরা কোন বিষয়ের দুই দিক্ না দেখিয়া কদাচ বিরোধ করিও না, অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী এ উভয়ের যথার্থ অভিপ্রায় না বুঝিয়া এক পক্ষের প্রশংসা এবং অন্য পক্ষের নিন্দা করা মহতের নিকট কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হয়।'

—

প্রতিধ্বনি।

গুরু। এমত স্থান আছে যে, যেখানে অনেক প্রাচীর ও পর্ব্বত আছে, সেখানে শব্দ করিলে সেই শব্দ প্রথম প্রাচীরে কিংবা পর্ব্বতে ঠেকিয়া অন্য প্রাচীরে কিংবা পর্ব্বতে লাগে, তাহার মধ্যে যে লোক থাকে, তাহাদের সমসূত্রপাতে যে কয়েকবার গমনাগমন করে, সেই কয়েকবার প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়। স্কটলণ্ড দেশে এক প্রতিধ্বনি আছে যে, সেখানে তুরী দ্বারা শব্দ করিলে প্রতিশব্দের তিনবার প্রতিধ্বনি হয়। রোম নগরের নিকটস্থ দেশে যে প্রতিধ্বনি হয়, সে প্রতি কথায় পাঁচ বার প্রতিধ্বনি জন্মে। ইংলণ্ডে এক স্থান আছে, সেখানে দশ এগারবার এক শব্দের প্রতিধ্বনি হয়, ব্রসেল্‌স নগরে এক প্রকার প্রতিধ্বনি আছে, সে পোনের বার হয় এবং জর্ম্মণীর অন্যস্থানে অন্য হইতে এক আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি আছে, সে সামান্য প্রতিধ্বনিতে শব্দ নির্গত হইবার দুই তিন পল পরে প্রতিধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু সেখানে মুখ হইতে শব্দ নির্গত হইবামাত্র অতি স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনি হয় এবং পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কোন কোন সময়ে এমন বোধ হয় যে, ঐ প্রতিধ্বনি যে তোমার নিকটে আইসে ও কোন কোন সময়ে বোধ হয় যে তোমার নিকট হইতে যায়। কোন কোন সময়েতে যেখানে শব্দকালে প্রতিধ্বনি শুনা যায় ও অন্য সময়েতে প্রায় শুনা যায় না এবং সেখানে শব্দ করিলে তাহার নিকটবর্ত্তী জন এক প্রতিধ্বনি শুনে ও অন্য লোক সে শব্দ হইতে অনেক প্রতিধ্বনি শুনে।

ইংলণ্ড দেশে এক পণ্ডিত প্রতিধ্বনি দ্বারা স্থানের দূরত্ব মাপিয়াছিল, সে ব্যক্তি নদীর এক তীরে দাঁড়াইয়া শব্দ করিল ও দেখিল যে, সে শব্দের প্রতিধ্বনি কত পলের মধ্যে ফিরিয়া আইসে, তাহাতে সে নদীর আয়ততা নিশ্চয় করিল।

অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি।

চুম্বকমণি এক প্রকার লৌহ, তাহার আশ্চর্য্য যে যে গুণ, তাহার স্থূল বিবরণ শুন।

যদি চুম্বকমণি কোন লৌহের অথবা ইস্পাতের নিকটবর্ত্তী হয়, তবে সেই লৌহ চুম্বকমণির অভিমুখে আইসে এবং যদি আর কোন ব্যবধান না থাকে, তবে সে মণি ও লৌহ কিংবা ইস্পাত উভয়ে একত্র মিলাইলে পুনর্ব্বার পৃথক্ করিতে বল অপেক্ষা করে।

চুম্বকমণিতে স্পৃষ্ট লৌহ-শিক যদি এমত রাখা যায় যে, সে মধ্যদেশে বদ্ধ থাকে, অথচ চতুর্দ্দিকে অবাধে ঘোরে, তবে কতকক্ষণ পরে সে এইমত স্থির হইয়া থাকিবে যে, এক মুখ উত্তরদিকে ও অন্য মুখ দক্ষিণদিকে হইবে, এই তাহার যে দুই মুখ, তাহার নাম, সে চুম্বক-লৌহের দুই কেন্দ্র, যেহেতু, সে দুই মুখ পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের অভিমুখে থাকে।

এই চুম্বকমণির উত্তর-দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকা যে স্বভাবসিদ্ধ গুণ, তাহার কেন্দ্রাভিমুখ্য মণির যে কেন্দ্রাভিমুখ্য স্বভাব, তাহার মধ্যে দুই আশ্চর্য্য বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ, চুম্বক-লৌহের উত্তর-মুখ নিশ্চয় উত্তরে থাকে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলে। দেড় শত বৎসর হইল, নিশ্চয় উত্তরে না গিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হেলিয়াছিল, তদবধি ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত পশ্চিমে চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যদি চুম্বক-লৌহ আলের উপরে এমত রাখা যায় যে, সে সমানে খেলে, তবে সে লৌহ আড়ে সমভাবে

থাকিবে না, কিন্তু উর্দ্ধগামী হয় ও আর মুখ অধোগামী হয়।

চুম্বকলৌহ উত্তর আর দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া থাকে, এই স্বাভাবিক গুণ। তাহাতে এমত দৃঢ়রূপে আছে যে, তাহার দক্ষিণমুখ কখনও উত্তরে যায় না ও উত্তরমুখ কখনও দক্ষিণে যায় না। দুই চুম্বকলৌহ যে স্বচ্ছন্দে রাখে, সে দুই পরস্পর যদি এইমত রাখা যায় যে, একটার দক্ষিণমুখ ও আর একটার উত্তরমুখ নিকটবর্ত্তী হয়, তবে দুই মুখ সংলগ্ন হইবে, কিন্তু যদি এমত রাখা যায় যে, দুইটার উত্তর-মুখ পরস্পর আসন্ন হয়, তবে দুইটাই অপদ্রাবক হয়।

চুম্বকমণির কেন্দ্রাভিমুখ্যরূপ যে গুণ, তাহার অন্য অন্য সকল গুণ হইতে সপ্রয়োজনক, যেহেতু, ইহার দ্বারা নাবিকেরা পথহীন সমুদ্রে পথ নিশ্চয় করিয়া জাহাজ চালাইতে পারে। ইহার গুণ জানিবার পূর্ব্বে নাবিকদের তারা ভিন্ন কোন পথ-নিশ্চায়ক বস্তু ছিল না এবং সমুদ্রের তীর হইতে অনেক দূর যাইতে তাহাদের সাহস ছিল না। যাহারা পৃথিবী খনন করিয়া ধাতু বাহির করে, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যায় ও ঐ চুম্বকমণির দ্বারা তাহাদের পথ নিশ্চয় হয় এবং চুম্বকমণির দ্বারা পথিকেরা দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আপনাদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে। যদি চুম্বকমণি লুপ্ত হইত, তবে পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমাতে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা একবারে ভ্রষ্ট হইত এবং ঐ বাণিজ্য দ্বিরা পৃথবীস্থ লোকদের যে মহোপকার হইতেছে, সে এককালে লুপ্ত হইত।

চুম্বকমণি সকল লৌহ ও লৌহনির্ম্মিত সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে এবং যত কোমল ও শুদ্ধ লৌহ হয়, চুম্বকমণি তত অধিক আকর্ষণ করে। চুম্বকমণির যে আকর্ষণ-শক্তি, সে তাহার সর্ব্বাবয়বে তুল্য নহে, কিন্তু তাহার দক্ষিণ ও উত্তর-মুখে অর্থাৎ তাহার দুই কেন্দ্রে অধিক আকর্ষণ-শক্তি; তাহার দুই মুখ হইতে মধ্যস্থানে আকর্ষণ-শক্তি ন্যূন, ইহার দ্বারা চুম্বকমণির দুই কেন্দ্রাভিমুখ্য জানা যায়, নতুবা যখন অসংস্কৃত প্রকৃত চুম্বকমণি পাওয়া যায়, তখন তাহার কেন্দ্রাভিমুখ কোন্ স্থান, তাহা জানা যাইত না।

চুম্বকমণি কতক লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিতে পারে এবং যে যে চুম্বকমণি সমান গঠন ও সমান পরিমাণ, তাহারা যে সমান লৌহ নিত্য আকর্ষণ করিতে পারে এমত নহে। নিউটন নামে পণ্ডিতের একটি চুম্বকমণি ছিল, সে আপন পরিমাণ হইতে আড়াই শত গুণ ভারী লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিত। কিন্তু সামান্য চুম্বকমণি যদি পরিমাণে এক সের হয়, তবে দশ সেরের অধিক প্রায় তুলিতে পারে না। যদি একটা ক্ষুদ্র লৌহের এণ্টাল চুম্বকমণি আকর্ষণ করে, তবে সে এণ্টাল আপন নীচে আর এক লৌহের এণ্টালকে আকর্ষণ করে এবং কোন কোন সময়ে ঐ নীচের এণ্টাল তৃতীয় এণ্টালকে আকর্ষণ করে।

চুম্বকমণি ও লৌহ এই দুইয়ের মধ্যে যদি লৌহহীন কোন বস্তু ব্যবধান হয়, তথাপি মণির আকর্ষণশক্তির হানি হয় না। চুম্বকমণি হইতে একাঙ্গুল দূরে যদি লৌহ থাকে এবং ঐ উভয়ের মধ্যে কাঁচ ব্যবধান হয়, তবে অব্যবধানে যেমন চুম্বকমণি লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন সে ব্যবধান থাকিলেও করে। ইহার বিষয় আর এক আশ্চর্য্য কথা শুন, যদি চুম্বকমণির নিকটে কোন লৌহ থাকে, তবে চুম্বকমণির কিঞ্চিৎ গুণ ঐ লৌহে প্রবেশ করে এবং এইমত চুম্বকমণির গুণ লৌহে প্রবেশ করিলেও

চুম্বকমণির সে শক্তি হয় না। যে প্রকরণেতে চুম্বকমণির গুণ লৌহেতে আনা যায়, সে অতি দুর্জ্ঞেয় এবং অন্যকে বুঝান ভার, অতএব আমাদের এই পর্য্যন্ত নির্ব্বাচ্য যে, চুম্বকমণির গুণ লৌহেতে এমত জানা যায় যে, ঐ লৌহ চুম্বকমণির তুল্য কর্ম্মোপযোগী হয়। চুম্বকমণি যে আপন গুণ সামান্য লৌহকে দেয়, ইহাতেই চুম্বকমণি অতিশয় সপ্রয়োজনক হইয়াছে, যেহেতু, প্রকৃত এত চুম্বকমণি দুর্লভ। ২৩,১২৫

চুম্বকমণির গুণ-হানি হইতে পারে। যদি অতি সুন্দর চুম্বকমণি যত্নপূর্ব্বক না রাখা যায়, তবে তাহার গুণ-হানি অবশ্য হয়। চুম্বকমণির উত্তরের মুখ যদি অনেক ক্ষণ দক্ষিণ-দিকে রাখা যায়, তবে তাহার সে গুণ নষ্ট হয় এবং যদি সে প্রকৃত চুম্বক-মণি না হয়, কিন্তু তাহা হইতে প্রাপ্ত-গুণ লৌহ হয়, তবে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। আরও উষ্ণ জলে চুম্বকমণি নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ হানি হয় এবং অত্যন্ত জ্বলদগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। যদি দুই চুম্বকমণি একত্র এমত রাখা যায় যে, একটার দক্ষিণ-মুখ ও অন্যের উত্তর-মুখ নিকটে থাকে, তবে উভয়ের শক্তি-হানি হয়।

চুম্বকমণির এই এই আশ্চর্য্য গুণের প্রকৃত কারণ অদ্যাপি কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। অনেক জ্ঞানবান্ লোক ইহাতে যত্নপূর্ব্বক মনোযোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় কোন অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। সম্প্রতি সকলের মনে এই উদয় হয় যে, পৃথিবীর উপরের মধ্যে দক্ষিণ-ভাগে ও উত্তরভাগে এমন দুই স্থান অর্থাৎ কেন্দ্র আছে যে, তাহার আকর্ষণ-শক্তিতে চুম্বকমণির দুই মুখ দুই দিকে স্থির থাকে। চুম্বকমণির যে এই দক্ষিণ-উত্তরাভিমুখ্য গুণ, সে পৃথিবীর উপরে নহে, কিন্তু পৃথিবীর বাহিরেও তাহাদের এই স্বভাব। যাঁহারা বেলুন দ্বারা আকাশে উঠেন, তাঁহারাও এই নিশ্চয় করিয়াছেন, উর্দ্ধে যত দূর পর্য্যন্ত উঠা যায়, সেখানেও চুম্বকমণির শক্তিহানি হয় না এবং উত্তরদক্ষিণাভিমুখ্য গুণের কিছুই হানি হয় না।

এই চুম্বকমণি রোমান লোক কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অনুভূত এবং বহুকালাবধি হিন্দু লোক কর্ত্তৃকও জ্ঞাত ছিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণ-উত্তরাভিমুখ্য গুণ কেহই পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল না, সে গুণ কেবল পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। পাচ শত পঞ্চাশ বৎসর হইল,মার্কোপোল নামে এক ব্যক্তি চীন দেশে গিয়াছিল ও সেখানে চুম্বক-যন্ত্র দেখিয়া সেখান হইতে চুম্বকমণি ইউরোপে আনিয়া-ছিল, এইমত লোকে কহে, কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই। যেহেতু, চীনীয়েরা ইউরোপীয় লোক হইতে কি ইউরোপীয়েরা চীনীয়-দের হইতে এই বিদ্যা পাইয়াছে এই বিষয়ে বিবাদ আছে। নাবিক ও আকরখনক ও পথিকদের উপকারার্থে চুম্বকমণি চুম্বক-যন্ত্রেতে দেওয়া যায়, তাহার আকার এক ফর্দ্দ কাগজের উপরে পৃথিবীর সকল দিক্ ও বিদিক্ ও উপদিক্ নিশ্চয় লিখিত থাকে, সেই কাগজের মধ্যস্থানে একটা ক্ষুদ্র আল রাখা যায়, পরে চুম্বকমণি স্পষ্ট এক সূচির মত করিয়া ঐ আলে এমত রাখা যায় যে, সে বদ্ধ অথচ অনায়াসে চারিদিকে খেলে এবং চতুর্দ্দিকের বায়ু তাহার উপরে না লাগিবার কারণ তাহার উপরে, একটা কাঁচ দেওয়া যায়। যখন ঐ চুম্বক-সূচি উত্তরমুখে দুলিয়া দুলিয়া কাগজে লিখিত উত্তরদিকের উপরে স্থির হয়, তখন কোন্ স্থান কোন্ দিকে, তাহা নিশ্চয় জানা যায়। প্রত্যেক জাহাজে বড় এক চুম্বক-যন্ত্র সর্ব্বদা থাকে

এবং জাহাজের যে স্থানে অত্যন্ন দোলান আছে, ঐ স্থানে চুম্বক-যন্ত্র রাখে। যখন নাবিকেরা কোন দিকে জাহাজ লইয়া যাইতে নিশ্চয় করে, তখন ঐ চুম্বক-যন্ত্র দ্বারা তাহারা অগম্য অথচ পথহীন সমুদ্রের মধ্যে উপরে গ্রহ, নীচে জলমাত্র দেখিয়াও নয় দশ হাজার ক্রোশ পৌঁছে।

যাহারা স্বীকার করে যে, ইউরোপের মধ্যে প্রথম চুম্বকযন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা বলে যে, ইউরোপের মধ্যে নাপল্‌স দেশে ফ্লাবিও জৈয়া নামে এক ব্যক্তি ১৩০২ সনে চুম্বক-যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই হেতু সে দেশের পতাকার স্বরূপ ঐ চুম্বক-যন্ত্র হইয়াছে।

মকর মৎস্যের বিবরণ।

মকর মৎস্য আমাদের জ্ঞানবিষয় তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বৃহৎ। তাহার মধ্যে কোন কোন মৎস্য পঞ্চাশ হাত লম্বা এবং শরীরের তৃতীয়াংশ তাহার মস্তক, তাহার পুচ্ছ নয় হাত লম্বা এবং তাহার ডানা চব্বিশ হস্ত আয়তন। তাহার চক্ষু বড় গরুর চক্ষুর মত এবং এমত স্থানে স্থাপিত যে, সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে পারে; মকরী নয় দশ মাস গর্ভবতী হইয়া অন্য মৎস্যের মত ডিম্ব প্রসব না করিয়া পশুর ন্যায় একটি শাবক প্রসব করে, ঐ শাবক আপন মাতার দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়। সমুদ্রে এক প্রকার শ্যামবর্ণ ও একাঙ্গুলি-পরিমাণ কীট আছে, মকর মৎস্য সেই কীট ভক্ষণ করে।

সমুদ্রের এই বৃহৎ জন্তুর অনেক অরি আছে। প্রথম উকুনের মত সমুদ্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহারা ঐ মৎস্যের চর্ম্মে সংলগ্ন হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও তাহার তৈল পান করে। তাহার দ্বিতীয় শত্রু কাঁকিলা মৎস্য, সে সর্ব্বদা মকরের পশ্চাৎ দৌড়ে ও যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই ক্ষুদ্র জন্তুকে দেখিলে ভয়ে মকর মৎস্য দূর হইতে অন্য দিকে পলায়, যেহেতু, মকরের আত্মরক্ষার্থ পুচ্ছ ব্যতিরেকে আর কোন উপায় নাই। ঐ পুচ্ছ দ্বারা সে শত্রুকে মারিতে চেষ্টা করে ও তাহাকে একবার পুচ্ছাঘাত করিলে তাহার সংহার হয়, কিন্তু কাঁকিলা মৎস্য সহজরূপে তাহার আঘাত নিষ্ফল করে। কাঁকিলা মৎস্য উল্লম্ফন করিয়া মকরের উপর পড়িয়া আপনার সধার চঞ্চু দ্বারা তাহার শরীর বিদারণ করে; তৎক্ষণাৎ মকরের ঘায়ের রক্তেতে সমুদ্রের জল রক্তবর্ণ হয় এবং ঐ মহা জন্তু আপনার শত্রুকে আঘাত করিতে বৃথা চেষ্টা পূর্ব্বক আপন পুচ্ছ দ্বারা জলে আস্ফালন করে, তাহার প্রতি আঘাতে তোপের শব্দ হইতেও অধিক শব্দ হয়।

কিন্তু এই বৃহৎ মৎস্যের তাবৎ শত্রু হইতে মনুষ্য তাহাদের প্রধান শত্রু। তাহার অন্য শত্রুরা শত বৎসরের মধ্যে যত সংহার করিতে না পারে, মনুষ্য সংবৎসরের মধ্যে একাকী তত সংহার করে। মকর মৎস্য উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকটে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। মকর মৎস্য ধরিবার প্রথম উপক্রমেতে ঐ মৎস্যেরা বহুকাল পর্য্যন্ত অকুতোভয় হইয়া সমুদ্রের খাড়িতে আসিত এবং তাহারা তীরের নিকটেই প্রায় মারা যাইত; কিন্তু দেনমার্ক ও হলাণ্ড ও ইংলণ্ড হইতে ঐ মৎস্য ধরিবার কারণ প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ যাওয়াতে সে মৎস্য ন্যূন হইয়াছে এবং এখন বরফময় ও গভীর জলে সর্ব্বদা থাকে।

এ মকর মৎস্য ধরার বিবরণ অত্যাশ্চর্য্য ও পৃথিবীতে অসম্ভব বিষয়। তাহার প্রকরণ এই,

—ঐ মৎস্য ধরিবার কারণ প্রতি জাহাজের সহিত ছয়খানি নৌকা থাকে, সেই প্রতি নৌকাতে ছয় জন দাঁড়ী ও অস্ত্র দ্বারা মৎস্য মারিবার কারণ একজন বর্শাধারী থাকে, দুই নৌকা জাহাজ হইতে কতক দূরে বরফের উপরে লাগান করিয়া ঐ মৎস্যের চৌকীতে থাকে এবং নৌকার বদলী চারি ঘড়ী অন্তর হয়। মকর মৎস্য দেখিবামাত্র ঐ দুই নৌকা তাহার পশ্চাতে দৌড়ে, ঐ মৎস্য জলে মগ্ন হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি এক নৌকা তাহার নিকটে পৌঁছে, তবে বর্শাধারী অস্ত্র তাহার উপরে নিক্ষেপ করে। সে মৎস্য যখন জলের নীচে যায়, তখন পুচ্ছ উর্দ্ধ করে, তাহাতে তাহার নীচে গমন অবধারিত হয়। ঐ মৎস্যকে আঘাত করিবামাত্র ঐ নৌকার লোকেরা জাহাজের লোকদিগকে জানাইবার কারণ আপনাদের এক দাঁড় নৌকাতে গাড়িয়া দেয়, ইহাতে ঐ জাহাজের চৌকীদার অন্য অন্য নৌকা সকলকে ঐ নৌকার সাহায্য করিতে শীঘ্র পাঠাইয়া দেয়।

ঐ মকর মৎস্য আপনার উপর অস্ত্রাঘাত হইলে অতি বেগে দৌড়িয়া যায়। যে রজ্জু ঐ বর্শাতে বদ্ধ আছে, সে রজ্জু দুই শত বাম লম্বা ও নৌকাতে অতি সুন্দররূপে চক্রাকার করিয়া রাখে যে, সে অবাধিতরূপে যাইতে পারে। প্রথমে মকর মৎস্য এমত বেগে যায় যে, নৌকার ঘর্ষণে অগ্নি জন্মিবার ভয়ে ঐ রজ্জুতে জলাভিষেক করে: কিন্তু সে মৎস্য দুর্ব্বল হইলে নাবিকেরা আর রজ্জু না ছাড়িয়া ঐ ক্ষিপ্ত রজ্জু আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে এবং ঐ দুই শত বাম লম্বা রজ্জু যদি ফুরায়, তবে অন্য নৌকার রজ্জু আনিয়া তাহার সহিত সংলগ্ন করে। কোন কোন সময় এমত হয় যে, ঐ ছয় নৌকার রজ্জুর আবশ্যক হয়, কিন্তু প্রায় তিন নৌকার রজ্জুর অধিক অপেক্ষা হয় না। সে মৎস্য অধিকক্ষণ জলের মধ্যে থাকিতে পারে না, নিশ্বাস ত্যাগ করিবার কারণ জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং শ্রান্তিপ্রযুক্ত জলের উপরেই থাকে, সেই সময়ে অন্য নৌকা তাহার নিকট আসিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপরে সেই অস্ত্রক্ষেপ করে, সে তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার জলের নীচে যায়, কিন্তু পূর্ব্বকার হইতে অল্প বেগে চলে। যখন সে দ্বিতীয়বার উপরে উঠে, তখন আবার জলে প্রবেশ করিতে অপারগ হয় এবং অস্ত্র দ্বারা নাবিকেরা আঘাত করিয়া বধ করে। যখন তাহার মুখ হইতে সজল রক্ত নির্গত হয়, তখন তাহার আসন্ন মৃত্যু অবধারিত হয়।

মকর মরিলে তাহাকে জাহাজের সঙ্গে স্থূল রজ্জু দিয়া বান্ধে, আর এক দিকে উল্টাইয়া তাহার মস্তকে এক রজ্জু ও পুচ্ছে এক রজ্জু দিয়া বদ্ধ করে ও তাহার পৃষ্ঠ হইতে পিছলিয়া না পড়ে, এই নিমিত্ত আপন আপন পায়ে লৌহের কাঁটা বান্ধিয়া তিন জন লোক তাহার উপরে চড়ে ও তাহাকে কাটে এবং তিন হাত স্থূল ও আট হাত লম্বা তাহার চর্ব্বি কাটিয়া জাহাজের উপরে উঠায়। তাহার সকল বাহির করিলে ওষ্ঠের রোম কুঠার দ্বারা ছেদন করে। এক মৎস্য হইতে আশী পিপা তৈল পাওয়া যায়, তাহার মূল্য আড়াই হাজার টাকা। সভ্য লোকেরা তাহার মাংস ভক্ষণ করেন না, উত্তর কেন্দ্রের নিকটে যে যে বন্য লোকেরা আছে, তাহারা পাইলে অতিশয় তুষ্ট হয় এবং তাহার তৈল অতিশয় মিষ্টজ্ঞানে পান করে। তাহারা যেখানে মৃত মৎস্য পায়, সেই স্থানে স্ত্রী-পুত্র-সমেত বাস করিয়া ভক্ষণ করে, তাহা ফুরাইলে সেখান হইতে উঠিয়া যায়। এই মৎস্য-ব্যবসায়ার্থ প্রতিবৎসর ইংলণ্ড হইতে তিন শত জাহাজ যায় এবং এই ব্যবসায়ী লোকেরা প্রায় সকলেই লাভ করিয়া আইসে।

বেলুনের বিবরণ।

তাবৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে যে, লোকেরা আকাশপথে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এই অসম্ভব বিষয় যে সত্য হইবে, সে কেবল এই কালের কারণ। পূর্ব্বকালে যে বিষয় অদ্ভুত ও অবিশ্বসনীয়ত্বরূপে গণিত ছিল, সে বিষয় এতৎকালীন বিদ্যা প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বসনীয় হইয়াছে। যে যন্ত্র দ্বারা এই আশ্চর্য্য আকাশযাত্রা হয়, তাহার নাম বেলুন।

সন ১৭৬৬ সতর শত ছেষট্টি সালে কাবেণ্ডিস সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে, আগ্নেয় আকাশ সামান্য আকাশ হইতে সাত গুণ লঘু। ইহার পর আর এক সাহেবের মনে হইল যে, এক পিতল থৈলী আগ্নেয় আকাশে পূর্ণ করিলে সে অবশ্য উপরে উঠিবে, কিন্তু পরীক্ষাতে সে উত্তীর্ণ হইল না।

ইংলণ্ড দেশে এই নূতন সৃষ্টি সমাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে করিতে হঠাৎ শুনা গেল ফ্রান্স দেশে সমাপ্ত হইয়াছে। ১৭৮২ সালে স্তিফন ও জন মঙ্গলফো নামে দুই ভ্রাতা এই বিষয় সিদ্ধ করিতে অতিশয় মনোযোগ করিলেন।

ধূম ও মেঘ এই উভয়ের আকাশ-গমন দেখিয়া বেলুনের কথা তাঁহাদের মনে আইল ও তাঁহারা এই ভাবিলেন যে, এক থৈলী ধূমে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে আকাশে উঠাইব। তাঁহারা অক্টোবর মাসে এক রেশমের থৈলী দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা প্রথম করিলেন, সে থৈলীর নীচে ছিদ্র করিয়া তাহার নীচে কাগজ লাগাইলেন, তাহাতে থৈলীর মধ্যস্থিত আকাশ পাতল হইল এবং ঐ থৈলী উঠিয়া গৃহের ছাদে ঠেকিল। সেইরূপ পরীক্ষা বাহিরে করিলে থৈলী পঞ্চাশ হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল। অনন্তর ইহা হইতে বড় থৈলীর পরীক্ষা করিলে তাহা যে রজ্জুতে বদ্ধ ছিল, সে রজ্জু ছিঁড়িয়া চারি শত হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল, ইহা হইতেও বড় আর একটা করা গেলে সে সাড়ে সাত শত হস্ত উঠে ও যেখানে উঠিয়াছিল, সেখান হইতে আট শত হস্ত অন্তরে গিয়া পড়িল। তাহার পর বৎসর দেখা গেল যে, ১৭৬৬ সনে অগ্নিধারী বেলুন আপন ভার ভিন্ন আর আড়াই শত সের ভার লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। এইমত এক বেলুন নির্ম্মাণ করিয়া দেখা গেল যে, পঁচিশ পলের মধ্যে চারি হাজার হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল এবং যে স্থান হইতে উঠিল, সে স্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক দূরে পড়িল।

এই বিষয় জনরব হইলে ঐ দুই ভ্রাতা রাজধানী নগরে আহূত হইলেন এবং সেখানে তাঁহারা অনেক প্রকার পরীক্ষা করিতে করিতে শেষে রাজাকে দেখাইবার কারণ চল্লিশ হস্ত উচ্চ ও আটাইশ হস্ত আয়তন অতি বড় এক বেলুন প্রস্তুত করিলেন; ঐ বেলুনের সহিত এক টুকরি সংলগ্ন করিয়া বান্ধিল ও তাহাতে এক মেষ ও এক কুক্কুট ও এক হংস রাখিল। এই তিন পশু প্রথম আকাশযাত্রী হয়। ঐ বেলুন উঠিবার পূর্ব্বে বৃহৎ বায়ু দ্বারা তাহার বস্ত্র ছিন্ন হইল, কিন্তু সে এক সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল এবং বিশ পলে আকাশ ভ্রমণ করিয়া যেখান হইতে উঠিয়াছিল, সেখান হইতে এক ক্রোশ দূরে পড়িল, ঐ তিন পশুর কিছু ক্ষতি হইল না।

এই এই পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে, বেলুনে মনুষ্য নির্ভাবনায় আকাশ-পথে গমন করিতে পারে; অতএব পিলাতর সাহেব আকাশযাত্রা করিতে সসজ্জ হইলেন; তন্নিমিত্ত এক বেলুন প্রস্তুত হইল ও তাহার নীচে অগ্নি-স্থান ও অগ্নি জ্বালাইবার দ্রব্য

আয়োজন হইল। তাবৎ যন্ত্রের পরিমাণ বিশ মণ। ১৭৮৩ সালে ১৫ই অক্টোবর এই বেলুনের পরীক্ষা হইল এবং ঐ পিলাতর সাহেব আপনি বেলুনের নীচে বসিলেন ও তাহার মধ্যে আগ্নেয় আকাশ দেওয়া গেল, এবং সে সাহেব ছাপ্পান্ন হস্ত পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিলেন। এই প্রথমবার মনুষ্য-বংশ আকাশ-গমন করিল। কতক দিন পরে সেই বেলুন এক শত চৌয়ান্ন হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল, যখন বেলুন নামিতে লাগিল, তখন সাহেব অগ্নিতে জাল দিতে লাগিলেন, তাহাতে বেলুন আগ্নেয় আকাশেতে পূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার উঠিল। তাহার পরে সেই বেলুন দুই শত বিশ হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল এবং পারিস নগরের উপরে লোকেদের দৃষ্টিগোচরে উড্ডীয়মান হইয়া তেইশ পল থাকিল।

ইহার পূর্ব্বে যত বেলুন হইয়াছিল, সে সকল বেলুন রজ্জু দ্বারা পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিত। ঐ সনে পিলাতর সাহেব এক আত্মীয় লোকের সহিত বিনা বন্ধনেতে বেলুনে ঊর্দ্ধে উঠিতে নিশ্চয় করিলেন। সকল প্রস্তুত হইলে ঐ আকাশ-যাত্রিকেরা বেলুন দ্বারা ৬২ পলে আড়াই ক্রোশ গমন করিলেন, তাহাতে কোন ব্যাঘাত জন্মিল না। পরে সাগ্নিক বেলুন দ্বারা আকাশ-গমন শেষ হইল; যেহেতু, ইহার পরে অগ্নির স্থানে উদ্দাত বায়ুতে বেলুন পরিপূর্ণ করিলেন। ঐ উদ্দাত বায়ু তাহাদের অধিক আয়ত্ত ও তাহাতে কাষ্ঠাদির অপেক্ষা নাই।

ঐ উদ্দাত বায়ুর দ্বারা চার্লস ও রবর্ট এই দুই সাহেব বেলুনের পরীক্ষা প্রথমে করিলেন অর্থাৎ রেশমের এক বেলুন প্রস্তুত করিয়া ঐ বায়ুতে পরিপূর্ণ করিলেন ও তাহার নীচে

যন্ত্র ঊর্দ্ধে উঠিলে আগ্নেয় আকাশ নির্গত হও-য়াতে তাঁহারা যেমন বেলুন নামিতে দেখি-লেন, তেমন বোঝাইর কিঞ্চিৎ ফেলিয়া দিলে হাল্‌কা হইয়া ঐ বেলুন পুনর্ব্বার উপরে উঠিতে লাগিল। এই উপায় দ্বারা তাঁহাদের আকাশ গমনকালে তাঁহারা পৃথিবীর উপরে সমান ভাবে বেলুন রাখিলেন।

সাড়ে চারি দণ্ডের মধ্যে তাঁহারা সাড়ে তের ক্রোশ ভ্রমিয়া পৃথিবীতে নামিলেন। কিন্তু আগ্নেয়-আকাশ বেলুনে অবশিষ্ট ছিল, তৎপ্রযুক্ত চার্লস সাহেব দ্বিতীয়বার একাকী ঊর্দ্ধে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাঁহার ভ্রাতার অবরোহণে বেলুনের ভার এক মণ পঁচিশ সের ন্যূন হইল, তাহাতে এক দণ্ডের ন্যূন কালে তিনি ছয় হাজার হস্ত উঠিলেন, সেখানে তাবৎ বিশ্ব তাঁহার অদৃশ্য হইল। প্রথমতঃ তিনি আকাশ তপ্ত জ্ঞান করি-লেন, কতক্ষণ পরে তাঁহার হস্তের অঙ্গুলী শীতেতে জড়ীভূত হইল, কিন্তু তিনি সেখানে যে সুশ্রী দর্শন করিলেন, তাহাতে তিনি সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলেন; তাঁহার উঠিবার কালে সূর্য্য অস্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এত ঊর্দ্ধে পৌঁছিলেন যে, সূর্য্য পুনর্ব্বার তাঁহার দৃশ্য হইল এবং কতকক্ষণ পর্য্যন্ত নদী হইতে বাষ্প উঠিতে দেখিলেন। তিনি মেঘ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া-ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাঁহার এমত দর্শন হইল যে, মেঘ পৃথিবী হইতে উঠিয়া মেঘের উপরে আচ্ছাদন করিতেছে। অপর আকাশযাত্রা-কালে আপন মিত্রদের নিকটে সওয়া দণ্ডের পরে আসিতে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি বেলুনের ক্ষুদ্র কপাট খুলিলেন ও আগ্নেয় আকাশ ছাড়িয়া

এই এই পরীক্ষার পরে ইউরোপের নানা দেশেতে অনেক লোক বেলুনে উঠিলেন। তাঁহাদের বিবরণ লিখিতে বৈরক্তি জন্মে, যেহেতু, তাহাতে অধিক বিশেষ নাই; এই প্রযুক্ত দুই তিন আশ্চর্য্য গমন মাত্র প্রকাশ করি।

১৭৮৪ সনে দুই জন সাহেব পৃথিবী হইতে আট হাজার ছয় শত ছেষট্টি হস্ত বেলুন দ্বারা উর্দ্ধে উঠিলেন।

কিছু কাল পরে ঐ চার্লস ও রবর্ট দুই ভ্রাতা বায়ুর প্রতিকূলে এবং আপনাদের ইচ্ছানুসারে দাঁড়ের দ্বারা বেলুন চালাইবার প্রত্যাশাতে পুনর্ব্বার বেলুনের পরীক্ষা করিলেন। তাঁহারা নয় শত বত্রিশ হস্ত উর্দ্ধে উঠিলে কতক বিদ্যুন্ময় মেঘ দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারা সঙ্কটগ্রস্ত না হইবার কারণ বেলুন নামাইতে ও উঠাইতে লাগিলেন, যেহেতু, বায়ু ঐ মেঘের প্রতি গমনশীল ছিল; কিন্তু তাঁহারা নিঃশঙ্কে সেই মেঘে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের গমনকালে এক দাঁড় নষ্ট হইল, কিন্তু অবশিষ্ট দাড় দ্বারা তাঁহাদের গমন কিঞ্চিৎ বেগে হইল। কতক উর্দ্ধে উঠিলে তাঁহারা বিরত হইয়া দাঁড় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দাঁড়ে কিছু উপকার দেখা গেল না। পরে পঁচাত্তর ক্রোশ চলিয়া সম্মুখে রাত্রি দেখিয়া নামিলেন। সেই যাত্রাতে এই নিশ্চয় হইল যে,বায়ুর প্রতিকূল-গমন দুঃসাধ্য, কেবল কিঞ্চিৎ বক্র গমন মাত্র হইতে পারে।

সকল হইতে বেলুন দ্বারা যে সঙ্কট গমন, তাহা এই দুই সাহেব ও এক ফ্রান্সিস করিয়াছিলেন। তাঁহারা এমন বেগে উর্দ্ধে গমন করিলেন যে, সাড়ে সাত পলে মেঘেতে আচ্ছন্ন হয়েন এবং এমত ঘোর বাষ্পতে আবৃত হইলেন যে পৃথিবী ও আকাশ তাঁহাদের [illegible] ঘূর্ণ বায়ু উপস্থিত হইয়া সে বেলুনকে ঘুরাইল ও উলট-পালট করিল ও দিক্‌বিদিক ক্ষেপ করিল। তাঁহারা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করাও দুঃসাধ্য। তাঁহাদের নীচে সমুদ্রের তরঙ্গের মত এক মেঘ অন্য মেঘের উপরে সংশ্লিষ্ট ছিল, তৎপ্রযুক্ত অদৃশ্য পৃথিবীতে পুনরাগমনের কোন পথ দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে বেলুনের আস্ফালন পলে পলে বাড়িতে লাগিল। অনন্তর নীচে হইতে একটি বৃহৎ বায়ু উঠিয়া ঝড়ময় বাষ্পের আবরণ হইতে তাঁহাদিগকে উর্দ্ধে ক্ষেপ করিল। তাহাতে তাঁহারা মেঘরহিত সূর্য্য দেখিতে পাইলেন। কিন্তু বেলুনমধ্যস্থিত আগ্নেয় আকাশের উপরে ভাস্কররশ্মি এমত লাগিল যে, তাঁহারা প্রতিক্ষণ ভাবিলেন যে, বেলুন ফাটিয়া যাইবে। এই প্রযুক্ত তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঐ বেলুনে দুই ছিদ্র করিলেন ও তাহা বর্দ্ধিষ্ণু হইলে তাহার দ্বারা আগ্নেয় আকাশ নির্গত হইল, তাহাতে তাঁহারা অতি শীঘ্র নামিলেন এবং হ্রদের মধ্যে পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহারা কিঞ্চিৎ বেলুনের ভার ন্যূন করিলেন, তাহাতে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া হ্রদের তীরে নামিলেন।

যে নির্ভয় যাত্রিক পিলাতর সাহেব *প্রথম এই দুর্গম পথারোহণ করিয়াছিলেন,* তিনি শেষে ঐ যন্ত্র দ্বারা মরিলেন। তিনি অর্দ্ধ পোয়া ক্রোশ উর্দ্ধে নির্ভাবনায় উঠিলে দেখা গেল যে, সে তাবৎ যন্ত্রে অগ্নি লাগিয়াছে, তাহাতে কোন শব্দ শুনা গেল না, কিন্তু ঐ বেলুনের তাবৎ রেশম একত্র জড় হইল এবং সে এমত শীঘ্র পৃথিবীতে পড়িল যে, সে অভাগ্য সাহেব ভূমিতে পড়িবামাত্র মরিলেন।

১৮০২ সনে ৮ই জুন তারিখে গার্নেরিন সাহেব ইংলণ্ডে বেলুনে উঠিলেন, তিনি

সকল হইতে বেগে গমন করেন, সাড়ে ছয় হাজার হস্ত পর্য্যন্ত উঠেন এবং দুই দণ্ডের মধ্যে ত্রিশ ক্রোশ চলেন।

যদি আপন আপন ইচ্ছানুসারে এবং বায়ুর প্রতিকূলে বেলুন চালাইবার কোন উপায় কখন মনুষ্যেরা পায়, তবে তাহার দ্বারা অশেষ উপকার হইতে পারে। ইদানীং কেবল বিহার ও বিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষা মাত্র তাহার কার্য্য। কতক বৎসর ফ্রান্সীয়ের ও এক জর্ম্মণীদের মধ্যে এক যুদ্ধকালে ফ্রান্সীয় সেনাপতি বেলুনের দ্বারা আকাশে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যের গমনাগমন-বৃত্তান্ত উপর হইতে লিখিয়া পাঠাইল। বিপক্ষেরা তাহাকে মারিতে গুলী উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিল; কিন্তু সে এতদূরে ছিল যে, গুলী তত দূরে পৌঁছিতে পারিল না। কল্পিত স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিলে সে দর্শনকারী নিরুদ্বেগ ও নির্ভাবনায় আকাশের শান্তিরাজ্য হইতে রণভূমিতে পরস্পর নাশক দুই সৈন্য দেখিল।

মিথ্যা-কথন।

মিথ্যাবাক্য কহাতে কেবল ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা করা হয়, কারণ, মিথ্যাবাদীরা পরমেশ্বরের আজ্ঞার বহির্ভূত এবং যাহারা সত্যনিষ্ঠ হয়েন, তাঁহাদিগের উপর ঈশ্বর সন্তুষ্ট থাকেন, কারণ, নিষ্ঠেরা তাঁহার আজ্ঞাবহ। মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার পর আর অধর্ম্ম নাই, মিথ্যা কহা এমন ঘৃণার বিষয় যে, অত্যন্ত মিথ্যাবাদীরাও পরের মিথ্যা শুনিয়া নিন্দা করে। দেখ, যাহারা মিথ্যা কহে, তাহাদিগের দুই প্রকার দৌর্ভাগ্য, এক এই যে, মিথ্যাবাদী যদি সত্য কহে, তত্রাপি কেহ প্রত্যয় করে না। দ্বিতীয় এই যে, আপনাদিগের একটি মিথ্যা স্থির রাখিবার জন্য তাহাকে অনেক মিথ্যা দিয়া সাজাইতে হয়, ইহার অধিক বা আর প্রবঞ্চনা কি আছে?

এক ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, আমার সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমা হইতে বয়সে বড়, এমন আর দুই জনের সহিত আমি পাঠশালায় একত্র পড়িতাম। এক দিবস আমি পাঠশালায় যাই নাই, কেবল এই জন্য ঐ দুই জন আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যাকথা কিংবা আর কোন দোষ প্রযুক্ত আমাকে কেহ কখন তিরস্কার করিতে পারেন নাই। মিথ্যা-কথার প্রতি আমার স্বভাবতঃ এমন দ্বেষ আছে যে, যদ্যপি কোন অপরাধ করিতাম, তাহাতে বিচার-সঙ্গত শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকিতেও, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কহিতাম না, বরং সে জন্য নিগ্রহ-ভোগও স্বীকার ছিল, তথাপি মিথ্যা কহিয়া মনের মালিন্য জন্মাইতাম না। দেখ, এই মত অবলম্বন করিয়া অবধি অদ্যাপি অন্যথা করি নাই।

আরিস্তাতিল নামে এক ব্যক্তি পরম জ্ঞানবান্ ছিলেন। তাঁহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিল যে, 'মিথ্যা কহিলে কি হয়?' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'মিথ্যা কহিলে এই হয় যে, সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না।' এপোলোনী নামে অন্য এক ব্যক্তি জ্ঞানবান্ কহিতেন যে, যে সকল লোক মিথ্যা কহিয়া অপরাধী হয়, তাহাদিগকে বিশিষ্ট লোকের মধ্যে গণনা করা যায় না, যাহারা দাস্য-কর্ম্ম করিয়া প্রাণ বাঁচায়, তাহাদিগের মধ্যেও মিথ্যাবাদীরা ঘৃণিত হয়।

মেণ্ডক্লিস নামে এক বালকের স্বভাব বড় ভাল ছিল এবং সে সদ্বংশোদ্ভব বটে। কিন্তু নিয়ত মন্দ লোকের সহবাসেতে তাহার মিথ্যা কহিবার অভ্যাস অতিশয় জন্মিয়াছিল,

এই নিমিত্ত আত্মীয় লোকেরা কেহ তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া তুচ্ছ করিত। সত্যের অন্যথাচরণ করিয়া এইরূপ পাপভোগ তাহার প্রতিদিন হইত।

ঐ মেণ্ডক্লিসের এক অপূর্ব্ব বাগান নানা প্রকার ফুল-ফলেতে পূর্ণ ছিল, তাহারই পারিপাট্যেতে সে সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত থাকিত। দৈবাৎ একদিন একটা গরু বেড়া ভাঙ্গিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম ফলের পাঁচ বৃক্ষ নষ্ট করিল। মেণ্ডক্লিস ঐ ক্ষতিকারী গরুটাকে আপনি তাড়াইতে না পারিয়া শীঘ্র একজন মালীর নিকটে গিয়া কহিল যে, 'ওহে ভাই মালী, একটা গরুতে আমার বাগানের বৃক্ষ নষ্ট করিতেছে, অতএব তুমি যদি একবার আইস, তবে তাহাকে দুজনে তাড়াই।' মালী কহিল, 'আমি পাগল নহি,' অর্থাৎ তাহার কথায় প্রত্যয় করিল না।

এক দিবস ঘোড়া হইতে পড়িয়া মেণ্ডক্লিসের পিতার হাঁটু ভাঙ্গিয়া গেল, পরে মেণ্ডক্লিস আপন পিতাকে ভূমিতে পতিত ও অচেতন দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে আপনি কোন উপায় না করিতে পারিয়া লোকদিগের নিকটে গিয়া পিতার বিপদ্‌-সমাচার কহিতে লাগিল। কেন না, যদি কেহ আসিয়া উপকার করে; কিন্তু মেণ্ডক্লিসকে সবাই অত্যন্ত মিথ্যাবাদী জানিয়া তাহার কথায় কেহই বিশ্বাস করিলেন না। পরে মেণ্ডক্লিস কোন উপায় না পাইয়া অতি কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, সে স্থানে তাহার পিতা নাই। পশ্চাৎ শুনিল যে, কোন এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার পিতাকে লইয়া শুশ্রূষা করিতেছে। তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। মেণ্ডক্লিস এক দুরন্ত বালকের মিথ্যা অখ্যাতি করিয়াছিল, এই আক্রোশে ঐ দুরন্ত বালক কোন কোন দিন মেণ্ডক্লিসকে পথি-মধ্যে পাইয়া নির্ঘাত মারিত।

বিচার-জ্ঞাপক ইতিহাস।

নওসেরওঁ খাঁ নামক পূর্ব্বকালের এক বাদসাহ যথার্থ বিচার জন্য অত্যন্ত খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। তাঁহার বিচারবিষয়ক বৃত্তান্ত এবং দৃষ্টান্ত অনেক অনেক পারস্য গ্রন্থমধ্যে বিন্যাসিত আছে। এক দিবস একজন মন্ত্রী তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল যে, অমুক প্রদেশের কৃষিব্যবসায়িবর্গ যদর্থে আনীত, তদপরাধোপসর্গ স্ব স্ব কর্ম্মকারীদিগকে উৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে নিরপরাধী বোধ করিতেছে। বাদসাহ উত্তর করিলেন যে, ইহা কোন মতে সম্ভাবিত হয় না যে, অস্ত্র দ্বারা লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়া অস্ত্রের উপর দোষ দিয়া আপনি নির্দ্দোষী হইতে পারে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, এক ব্যক্তি আপন স্বামীর অনুজ্ঞানুসারে এক ব্যক্তিকে সংহার করিয়াছিল। তাহার পক্ষে একজন মুসলমান শাস্ত্রের স্মার্ত্তবিশেষ এই অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভৃত্য কেবল অস্ত্রের ন্যায় হয়; সুতরাং এই সংহারের পরিবর্ত্তে স্বামীকে সংহার করা এবং ভৃত্যকে বন্ধনালয়ে রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্য এক ব ন আছে যে, 'যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে, সেই স্বয়ং তাহার ফলভোগী হয়।' এই বচন-প্রমাণে সিদ্ধান্তকর্ত্তারা এই নিয়মের বিপরীত অনুমতি করিয়াছেন যে, যে ভৃত্যের হস্তে মস্তকচ্ছেদন হয়, তাহার মস্তকচ্ছেদ করা এবং যাহার আজ্ঞায় সংহার করে, তাহাকে চিরকালের নিমিত্ত বন্ধনালয়ে রাখা উচিত। কিন্তু এই উভয় মতের একটা কারণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যদ্যপি স্বামী আপন ভৃত্যকে প্রাণবধের আশঙ্কা দেখাইয়া

বাধিত করিয়া কাহারও প্রাণ-হননে প্রবৃত্ত করেন, তবে সে স্বামী প্রাণ-হননের উপযুক্ত বটে।

ইতিহাস।

অনেক মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গে এক দিবস আপন বাদসাহকে জিজ্ঞাসা করিল যে, 'হে বাদসাহ, আপনি সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন যে, বাদসাহদিগের কর্ত্তব্য এই যে, যে কোন ব্যক্তি সমীপাগত হইবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হয়, অবকাশকালে দ্বারপাল তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ না করে, এতাদৃশ আজ্ঞার তাৎপর্য্য কি?' বাদসাহ উত্তর করিলেন, 'লোক সকলকে সমীপাগত হইতে বঞ্চিত করিলে পর তাহারা মনে মনে অনেক অভরসা পাইবে; সুতরাং অন্য বাদসাহের শরণাপন্ন হইতে তাহাদের অবশ্য ইচ্ছা হইতে পাবে।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্যকে বশীভূত এবং আপ্যায়িত করণে কি ফল, তাহা ঐ বাদসাহ জানিতেন। যে ব্যক্তি পরোপকারে রত এবং ক্ষমতাবান্ হয়েন, তাঁহার উপকারাকাঙ্ক্ষী লোকদিগকে নিকটে আসিতে দিবাতে কি শঙ্কা?

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

ওঁ তৎ সৎ।

ধ্রুবপদ।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।

চিতান।

সে অতীত-গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায়, কিরূপে সম্ভবে।

অন্তরা।

ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে॥ ১॥

ধ্রুবপদ।

দেখ মন এ কেমন আপন অজ্ঞান।
আমি যাবে বল তার না পাও সন্ধান॥

চিতান।

সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার,
অথচ না জান তার কেমন প্রকার,
অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান॥ ২॥

ধ্রুবপদ।

এ কি ভুল মন!
দেখিবারে চাহ যারে না দেখে নয়ন।

চিতান।

আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে,
যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের মাঝে তারে আনা এ কেমন।

অন্তরা।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত,
তারে দোলাইতে কত করহ যতন।
পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয় নরে,
চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন॥ ৩॥

ধ্রুবপদ।

নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা,
নাহি হয় সম্ভাবনা।

চিতান।

অচিন্ত্য উপাধি-হীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,
যত সব অর্ব্বাচীনে করয়ে কল্পনা।

অন্তরা।

পদার্থ ইন্দ্রিয়পর, বিভু সর্ব্ব-অগোচর,
বেদ-বিধির অন্তর, মন জান না।
বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি,
শ্রবণ মনন তাঁরি, কর সূচনা॥ ৪॥

ধ্রুবপদ।

নিরঞ্জনের নিরূপণ, কিসে হবে বল মন,
সে অতীত-ত্রৈগুণ্য।

চিতান।

ন ষণ্ড পুমান্ শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি,
অতিক্রান্ত ভূতপঙক্তি, সমাধান শূন্য।

অন্তরা।

কেহ হস্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতির্ম্ময়,
কেহ বা আকাশ কয়, কেহ কহে অন্য।
সে সব কল্পনা মাত্র, বার বার কহে শাস্ত্র,
এক সত্য বিনা অত্র, অন্য নহে মান্য॥ ৫॥

ধ্রুবপদ।

জান ত বিষয়ে মন প্রপঞ্চ সব।
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব॥

চিতান।

হইয়া আশার দাস, করে নানা অভিলাষ,
না কাটিলে কর্ম্মপাশ, সকলি অশিব।

অন্তরা।

একেতে ভাবিয়া তক্ষ, কল্পনা করিয়া পক্ষ,
সেই ভাবে কাল বক্ষ, এ কি বোধ তব।
না করো সত্যেতে প্রীত, কর্ম্মজালে বিমোহিত,
বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব॥ ৬॥

ধ্রুবপদ।

মন তোরে কে ভুলালে হায়।
কল্পনারে সত্য করি জান এ কি দায়।

চিতান।

প্রাণ দান দেহ যাকে,যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়।

অন্তরা।

কখন ভূষণ দেহ কখন আহার,
ক্ষণেকে স্থাপহ ক্ষণে করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে, সমুখে নাচাও তারে,
এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায় ॥৭॥

ধ্রুবপদ।

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার।

চিতান।

যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কেবা আন কাকে, এ কি চমৎকার।

অন্তরা।

অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে,
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার।
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার ॥ ৮ ॥

ধ্রুবপদ।

দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেনে কারণ।
একের সত্তায় হয় যে কিছু সৃজন।

চিতান।

পঞ্চদ্রব্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন,
সকলের সে কারণ, জীবের জীবন।

অন্তরা।

গন্ধগুণ দিয়া ধরায় অপে আস্বাদন,
অনিলেতে স্পর্শ আর তেজে দরশন।
শূন্যে শব্দ সমর্পিয়া, বিশ্বেরে আশ্রয় হইয়া,
সর্ব্বান্তরে ব্যাপিয়া, আছে নিরঞ্জন ॥ ৯ ॥

ধ্রুবপদ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায়।

চিতান।

সে অতীত-ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনাশূন্য,
ঘটে পটে যত মান্য, সে কেবল কথায়।

অন্তরা।

দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন,
প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদায়।
ত্যজিয়া বাস্তব বোধ, করে অন্য অনুরোধ,
মোক্ষপথ হয় রোধ, হায় হায় হায় ॥ ১০ ॥

ধ্রুবপদ।

দ্বিতাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয় ॥

চিতান।

হংসরূপে সর্ব্বান্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে,
সে বিনা কে আছে ওরে এ কোন্ নিশ্চয়।

অন্তরা।

স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব যম,
প্রত্যেকেতে যথা ক্রম, যাতে লীন হয়।
কর অভিমান খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈত গর্ব্ব,
একাত্মা জানিবে সর্ব্ব,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময় ॥ ১১ ॥

ধ্রুবপদ।

মন রে ত্যজ অভিমান।
যদি হে নিশ্চিত জ্ঞান রবে না এ প্রাণ।

চিতান।

কিবা কর্ম্ম কেবা করে, মন তুমি জান না রে,
ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান।

অন্তরা।

অভ্যাস করিলে আগে, বিষয়-ব্যাপার যোগে,
আছ সেই অনুরাগে, করে অহং জ্ঞান।
আর কি কর হে মান্য, এক সত্য বিনা অন্য,
ত্রিলোক জানিবে শূন্য, বেদের প্রমাণ ॥ ১২ ॥

ধ্রুবপদ।

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যেরে ভয়।
যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয় ॥

অন্তরা।

জড় ছিলে সচেতন যে করে তোমারে,
পুনর্ব্বার ক্ষণমাত্রে নাশিবারে পারে,
জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৩ ॥

ধ্রুবপদ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান।
উচিত হয় এই ভাবিতে আপনারে যন্ত্রজ্ঞান॥

চিতান।

ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন।
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন।
তোমারে নিয়োজিত যে করে
তার তো পাও প্রমাণ ॥ ১৪॥

ধ্রুবপদ।

ভুলো না নিষাদ কাল,
পাতিয়েছে কর্ম্মজাল,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ।

চিতান।

দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু-ফল,
গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ।

অন্তরা।

ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন,
নিত্য-সুখ-জ্ঞানারণ্যে করহ গমন।
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দে বিহঙ্গ ॥ ১৫॥

ধ্রুবপদ।

পরমাত্মায় মন রে হও রত।
বেদ-বেদান্ত সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত॥

অন্তরা।

বিধি বিষ্ণু বল যাঁরে,
কালে শেষ করে তাঁরে,
গুণত্রয় বুঝ না রে,
স্মর পরমেশ্বরে ত্রিগুণাতীত ॥ ১৬॥

ধ্রুবপদ।

চৈতন্যবিহীন জন, নিত্যানন্দ পাবে কেন,
আকাশ-পুষ্পের ন্যায় কল্পনায় সদা মন।

চিতান।

কেবা এ মন্ত্রণা দিলে, অনিত্যেতে প্রবর্ত্তিলে,
আত্মতত্ত্ব মর্ম্ম জান
কর্ম্ম মিথ্যা কর জ্ঞান॥ ১৭॥

ধ্রুবপদ।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব,
ভ্রম-পথে ভ্রম অকারণ।

চিতান।

দেহ রথ আত্মা রথী বুদ্ধি কর সারথি,
ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশরজ্জু মন।

অন্তরা।

বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ-পথ আশ্রিয়ে,
মায়া জিনি ব্রহ্ম-ভাবে কর অবস্থান ॥ ১৮॥

ধ্রুবপদ।

সে কোথায় কার কর অন্বেষণ।
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র পূজা স্মরণ মনন।

চিতান।

অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে,
ক্ষণে আন ক্ষণে তাঁরে কর বিসর্জ্জন।

অন্তরা।

কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম,
গুণাতীত পরব্রহ্ম, সকল-কারণ।
জ্ঞানে যত্ন নাহি হয়, পঞ্চে করি নিশ্চয়,
সে পঞ্চ প্রপঞ্চময় না জান কি মন॥ ১৯॥

ধ্রুবপদ।

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়।
বিশ্ব যাঁর ছায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়,
সাদৃশ্য দিব কোথায়॥

চিতান।

যদ্যপি চাহ জানিতে, ঐক্য-ভাব করি চিতে,
চিন্তহ তাঁহায়।
পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা জ্ঞান,
নাহি কোন অন্য উপায়॥ ২০॥

ধ্রুবপদ।

এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে।
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্ব্বান্তরে।

চিতান।

সূর্য্যেতে প্রকাশ তেজে রূপ করে স্থিতি,
শশিতে শীতলতা জগতে এই রীতি,

তোমাতে যে আত্মারূপে প্রকাশ
সেই ব্যাপ্ত চরাচরে ॥ ২১ ॥

ধ্রুবপদ।

কোথায় গমন, কর সর্ব্বক্ষণ,
সেই [illegible] ।
ফলশ্রুতি বাণী হৃদয়ে ত মানি,
প্রফুল্ল আপনি আপন মনে।

অন্তরা।

সর্ব্বব্যাপী তাঁর আখ্যা,
এই সে বেদের ব্যাখ্যা,
অন্যথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে ॥ ২২ ॥

ধ্রুবপদ।

অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর এ কি অনুষ্ঠান।
পরাৎপর করি পর অপরে পরম জ্ঞান।

অন্তরা।

জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার,
অলভ্য বাণিজ্য তাহে না দেখি সুসার,
অবিবেকে ত্যজি তত্ত্ব অতত্ত্বে যথার্থ ভান॥২৩॥

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বর মন আমার।
আর কি কর চিন্তা ভবে সেইমাত্র সার।

অন্তরা।

সঙ্গ করি তত্ত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বময় তাঁরে নিত্য মানি, ত্যজ আশা অহঙ্কার ॥ ২৪ ॥

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল-কারণ, বিভু বিশ্ব-নিকেতন। বিকার-বিহীন, কাম-ক্রোধ হীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন।

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর। শক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচর।

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময়। উপমা রহিত, সর্ব্বজনাহিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।

সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে যাঁর। জলবিন্দুপরি, শিল্পকার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার।

পশু পক্ষী নানা, জন্তু অগণনা, যাঁহার রচনা হয়। স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেইরূপে সব রয়।

আহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবন-দাতা। রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, পান হেতু বিশ্বপাতা।

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় যাঁর নিয়মেতে। সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর, ভাব মনে বিধিমতে ॥ ২৫ ॥

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাই যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ২৬ ॥

ধ্রুবপদ।

জ্ঞান ত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব। হইয়া আশার দাস, কর নানা অভিলাষ, না কাটিলে কর্ম্ম-পাশ, সকলি অশিব।

একেতে করিয়া তর্ক,সত্য জান এ প্রপঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ কি বোধ তব। না করে সত্যেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব ॥ ২৭ ॥
—নী, ঘো।

ধ্রুবপদ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান। উচিত হয় এই করিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট

মন। তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন। তোমারে নিয়োজিত যে করে তার ত পাও সন্ধান ॥ ২৮ ॥—গৌ, স।

ধ্রুবপদ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়। দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়। সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি-কল্পনা-শূন্য, ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।

মা কুরু ধন-জন যৌবন-গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্। মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥

নলিনী-দলগত-জলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলম্। ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ, শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ। কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণী-রক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ২৯ ॥—নী, যো।

ধ্রুবপদ।

কেন সৃজন লয়-কারণে ভজ না। হবে না হবে না জনন-মরণ-যাতনা। দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান, কূপেতে পতিত হয়ে মজো না। অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ, নির্গুণ বিশেষ বোঝ না ॥৩০॥ —কু, ম।

ধ্রুবপদ।

কেমনে হব পার, সংসার-পারাবার, বিনা জ্ঞান-তরণি বিবেক-কর্ণধার। শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ-কলস, কর্ম্মগুণে সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার। ঘোরতর মায়াতম, আশা-পবন বিষম, প্রবৃত্তি-তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বার বার। নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা, কাম ক্রোধ লোভ জলচর দুর্নিবার ॥ ৩১ ॥—কু, ম।

ধ্রুবপদ।

মন যারে নাহি পায় নয়নে, কেমনে পাবে। সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়, যাহার বর্ণনে রয় শ্রুতি চন্দ-ভাবে। ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে ॥ ৩২ ॥

ধ্রুবপদ।

এই হ'ল এই হবে এই বাসনায়। দিবানিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়। মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে, না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্। ৩৩।

ধ্রুবপদ।

আরে মম চিত, এত অনুচিত, নিজ হিতাহিত বোঝ না। বিষয়-আসব, পান-সমুদ্ভব, প্রমোদ নহে সে যাতনা। ধন জন সর্ব্ব, যৌবনের গর্ব্ব, ক্ষণে হবে খর্ব্ব, জান না। আমি বল যাঁরে, না চেন তাঁহারে, মিছা অভিমান কর না ॥ ৩৪ ॥—কু, ম।

ধ্রুবপদ।

কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন। করিতে যাঁহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রুতি, স্মৃতি দর্শন। নিরাধার বিশ্বাধার, নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার, চিদাভাস অবিনাশ বুদ্ধিগম্য নন। শুন শান্তচিত্ত জন, সে তো জীবের জীবন, মনের সে মন ॥ ৩৫ ॥ কু, ম।

ধ্রুবপদ।

বিনাশ অজ্ঞান রিপু প্রবোধ আমার। জ্ঞানোদয়ে সুখোদয় হইবে অপার। দেহ-রথে করি স্থিতি, জীবাত্মা তাহাতে রথী, লক্ষ্য কর বাদী প্রতি, ভয় কি তোমার। অশ্ব দশেন্দ্রিয় তাতে, মনোরূপ রজ্জু হাতে, দিবার বিষয়-পথে, আশা অনিবার।

বস্তু-বিচারণ বাণ, কর সদা সুসন্ধান, ইথে না পাইবে ত্রাণ, রিপু-কুল আর ॥ ৩৬ ॥ —রা, দ।

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে। বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায়-সাধনে। বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে ॥ ৩৭ ॥

ধ্রুবপদ।

শুন তো ভ্রান্ত অশান্ত মন দিন তো মিছা গেল বয়্যা। ইন্দ্রিয় দশ, হতেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস, যায় ফুরায়্যা।

এ'কি অনুচিত, সত্যে নাই প্রীত, বিষয়ে মোহিত রয়্যাছ হয়্যা। সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর, অন্তরে অন্তর আছ ভাবিয়্যা।

সৃজন পালন, করেন নিধন, তিনি সে কারণ, দেখ ভাবিয়া। শ্রবণ মনন, কর সর্ব্বক্ষণ, সত্য-পরায়ণ, থাক রে হয়্যা ॥ ৩৮ ॥ —নী, ঘো।

ধ্রুবপদ।

অহে পথিক শুন, কোথায় কর গমন, নিবাসে নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ। যে দেখ ইন্দ্রিয়গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম, আত্মতত্ত্ব নিজ ধাম, কর তার অন্বেষণ। পঞ্চভূতময় দেশে, ষড়্ভূতের উপদেশে, ভ্রম কেন অনুদ্দেশে, দেশে দ্বেষ কি কারণ ॥ ৩৯ ॥—নী, হা।

ধ্রুবপদ।

সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথায় কর অন্বেষণ, অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ। যে বিভু করে যোজন, কর্ম্মেতে ইন্দ্রিয়গণ, মাজিয়া মন-দর্পণ, তাঁরে কর দর্শন ॥ ৪০॥

ধ্রুবপদ।

দেখ মন, এ কেমন আপন অজ্ঞান। আমি যারে বল তার না পাও সন্ধান। সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ না জান তারে কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান ॥ ৪১ ॥

ধ্রুবপদ।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে, জীব, না জানিলে নিজ শিব, ভ্রম অকারণ। দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধি কর সারথি, ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশ কর মজ্জন। বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষপথ আশ্রিয়ে, আশা জিনি স্বরূপেতে কর অবস্থান।। ৪২ ॥

ধ্রুবপদ।

বচন-অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়। বিশ্ব যার মায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়, সাদৃশ্য দিব কোথায়। যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ় ভাব করি চিতে, চিন্তহ তাহায়। পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যাভান, নাহি কোন উক্ত উপায় ॥ ৪৩ ॥ —নী, ঘো।

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বরে মন আমার! আর কি কর চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার। সঙ্গ করি তত্ত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বব্যাপী তাঁরে মানি, ত্যজ আশা অহঙ্কার ॥ ৪৪ ॥ —নী, ঘো।

ধ্রুবপদ।

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়। যাহাতে করিলে প্রীত জগতের প্রিয় হয়। জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়। সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়। কিন্তু তুমি ভুল তারে এ ত ভাল নয় ॥ ৪৫ ॥

ধ্রুবপদ।

ভুল না ভুল না মন নিত্যং সদসদাত্মকে। অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে অবলম্বন করি যাঁকে। অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, সে পদার্থ সারাৎসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে।

ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরিহরি, জ্ঞান-অসি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে ॥ ৪৬ ॥
—কা, রা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর। যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, তার মুখ চায়ে তত হইবে কাতর। গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর। অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর ॥ ৪৭ ॥

একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ। এত আশা বৃদ্ধি কেন এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।

এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ, ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ।

যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।

অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত, দয়া কর জীবে লও সত্যের শরণ ॥ ৪৮ ॥

মানিলাম হও তুমি পরমসুন্দর। গৃহ পূর্ণ ধনে, আর সর্ব্বগুণে গুণাকর। রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর ॥ কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিনান্তর। অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ, মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর ॥ ৪৯ ॥

দম্ভভাবে কত রবে হবে সাবধান। কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান। কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে, মুগ্ধ হয়্যা নিজ দোষ না কর সন্ধান ॥ রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি, অথচ অমর বলি মনে মনে জ্ঞান। অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও, অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান ॥ ৫০ ॥

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে। কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে।

মাতৃগর্ভ অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে, অন্তে পুন অন্ধকার সংসার দেখিবে।

প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন, সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে। অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান, পরহিতে মন দিবে, সত্যকে চিন্তিবে ॥ ৫১ ॥

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে। তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।

গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হ'ল এত, বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।

এ সব কথার ছলে, কিংবা ধনজন বলে, তিলেক নিস্তার নাহি কালের দশনে। অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর, বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে ॥ ৫২ ॥

আর কত সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে ॥

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে। লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার, হস্ত-পদ-শিরঃকম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, দয়া জীবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে ॥ ৫৩ ॥

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন। ভ্রমেও না ভাব হয় নিশ্চয় মরণ ॥

বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বেড়িবে তত, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।

অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।

অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, মরণসময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন ॥ ৫৪ ॥

ভজ অকাল নির্ভয়ে। পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে। সর্ব্বকাল বিদ্যমান, সুর্ব্ব

ভূতে যে সমান, সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে ॥ ৫৫ ॥

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সংস্বরূপ নিরঞ্জন। ত্যজ মন দেহগর্ব্ব খর্ব্ব হবে রিপুগণ। সম্মুখে বিষয়জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল, গেল কাল অন্ত কাল, ভাব রে এখন। যা হ'তে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক মতি, এ তোর কেমন রীতি, ওরে দম্ভময় মন ॥ ৫৬ ॥ —কা, রা।

তাঁরে দুর জানি ভ্রম সংসার-সঙ্কটে। আছে বিভু তোমা হতে তোমার নিকটে। তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁ হতে অন্তর, ভাব সেই পরাৎপর, নিত্য অকপটে। অতএব জ্ঞান রত্ন, অহরহ কর যত্ন, জ্ঞান বিনা জন্ম বৃথা দেখ সত্য বটে ॥ ৫৭ ॥—কা, রা।

অচিন্ত্য রচন বিশ্ব যেই করিল রচনা। কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তাঁরে ভাব না। জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি, যা হতে হতেছে এই সংসার-কল্পনা।

দেখ জলবিন্দুপরি, যেই শিল্প-কর্ম্ম করি, অপূর্ব্ব-রূপ-মাধুরী, বিবিধ প্রকার।

করিল সৃজন যেই, জানিবা উপাস্য সেই, কর ছেদ ভেদাভেদ দারুণ বাসনা।

অনিত্য কামনাবশে, বদ্ধ হয়ে কর্ম্ম-ফাঁসে, বিষয়ের অভিলাষে রহিলে যদ্যপি।

অজপা হতেছে শেষ, ত্যজ দম্ভ রাগ দ্বেষ, যাবে ক্লেশ নির্ব্বিশেষ, কর রে সূচনা ॥ ৫৮ ॥—কা, রা।

এ দুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে। যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে। দেখিতে সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল, কি ফল সে ফলে বল, যাতে হলাহল পাবে।

কেন ভোগে মুগ্ধ হও, আমি আমি সদা কও, আশার বশেতে রও, বৃথা প্রাণ যাবে।

অতএব সাবধান, ত্যজি ভ্রমাত্মক জ্ঞান, ভজ সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে ॥ ৫৯ ॥—কা, রা।

অহঙ্কার পরিহরি চিন্ত ওরে অহরহঃ। ক্রিয়াহীনমনাকারং নির্গুণং সর্ব্বগং মহঃ। গুণাতীত নিরাশ্রয়, ব্যাপ্ত বিভু বিশ্বময়, সর্ব্ব সাক্ষী সর্ব্বাশ্রয়, তাঁহার শরণ লহ। জগৎ প্রত্যক্ষ হয়, দেখ যাহার সত্তায়, সর্ব্বত্র অথচ ইন্দ্রিয়-গোচর নয়। দর্শনের অদর্শন, সেই নিত্য নিরঞ্জন, শ্রবণ মনন মন তাঁহার করহ ॥ ৬০ ॥—কা, রা।

মন অশান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত দিন যায় রে। আত্মার শ্রবণ মনন না হইল হায় রে। অহং জ্ঞানে আছ হত, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে রত, মিথ্যায় প্রতীত করহ মায়ায় রে। স্বপ্ন প্রায় জ্ঞান জীবন, তবু আছ অচেতন, সম্বন্ধ নাহিক কোন, প্রাণ-কায়ায় রে। আত্মতত্ত্ব না জানিয়ে, পরমাত্মা না ভাবিয়ে, নির্ব্বোধ প্রবীণ হয়ে, কাল কি বাঁচায় রে ॥ ৬১ ॥—নি, মি।

কেন ভোগ মনে কর তাঁরে। যে বিভু সৃজন পালন সংহারে। সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ, কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর, নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, নিয়ন্তা বল যাঁরে ॥ ৬২ ॥—নি, মি।

অন্ত হীনে ভ্রান্ত মন কেন দেও উপাধি। জলচর খেচর ব্যাপ্ত ভূচর অবধি।

কাম ক্রোধ নাহি যাঁর, নির্দ্বন্দ্ব নির্ব্বিকার, না দিবে উপমা তার সত্য.সত্য বিধি। তিনি যে গুণাতীত, অখণ্ড অপরিমিত, শব্দাতীত স্পর্শাতীত বেদে বলে নিরবধি। মনে যারে না যায় পাওয়া, বাক্যেতে না হয় কওয়া, সন্তরণে পার হওয়া,হয় জলধি ॥ ৬৩ ॥ —নি, মি।

সর্ব্বকর্ম্ম ত্যজিয়া একের লও শরণ।

নাশিবে কলুষরাশি নিরর্থক শোক কেন।

স্বচ্ছন্দ আসনে বসি, ভাব সেই অবিনাশী, জলেতে যাদৃশ শশী, সর্ব্বভূতে নিরঞ্জন।

বশীভূত কর মায়া, সর্ব্বজীবে রাখ দয়া, পুনশ্চ না হবে কায়া, আনন্দেতে হবে লীন ॥ ৬৪ ॥--নি, মি।

জন্মের সাফল্য কর ওরে আমার মন। সত্য প্রতি আত্মার্পণ কর এই নিবেদন।

জগৎ অনিত্য দেখে, সত্যেতে নিশ্চয় রেখে, সতত থাক হে সুখে, কেন বিফল ভ্রমণ। আত্মপরিচয় জান, ওরে মন কথা শুন, বিশ্ব তাঁর সত্তাধীন, বেদের এই বচন। তাঁহারে ভাবিলে পরে, সর্ব্ব-দুঃখ যাবে দূরে, শোক মোহ সিন্ধু-পারে, নিতান্ত হবে গমন ॥ ৬৫ ॥ –নি, মি।

ভাব সেই পরাৎপরে অতীন্দ্রিয় সর্ব্বাত্মারে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য-মন-অগোচরে।

কে বুঝিবে শাস্ত্র-মর্ম্ম, অতীত সে ধর্ম্মাধর্ম্ম, একমেবাদ্বিতীয়ং বেদে কহে বারে বারে। পাত্রে পাত্রে রাখি অম্বু দেখ রবি-প্রতিবিম্ব, তেমতি প্রত্যক্ষ আত্মা, সর্ব্বভূত চরাচরে। দেখ গাভী নানাবর্ণ, দুগ্ধ সবে এক বর্ণ, সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান, এই বোধে চাব তাঁরে ॥ ৬৬ ॥—নি, মি।

বিষয়-মৃগতৃষ্ণায় ক্রমে আয়ু হয় ক্ষীণ। আমি কুলী আমি ধনী এই দর্পে যায় দিন।

হয়ে আশা-বশীভূত, কুসঙ্গে কুপথে রত, সতত আত্ম-বিস্মৃত, হারাইয়া তত্ত্বধন।

ক্ষুধাদি চতুষ্টয়, কামাদি রিপু ছয়, বলেতে হরিয়া লয়, পরম পদার্থ মন।

যারে বল পরমার্থ, না ভাবিলে সে পদার্থ, সংসার সকলি ব্যর্থ, সার সত্যের সাধন ॥ ৬৭ ॥—নি, মি।

নিরন্তর ভাব তাঁরে, বিশ্বাধার বল যাঁরে। বিভু পরিপূর্ণ তত্ত্ব ব্যাপ্ত সাক্ষী চরাচরে।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে, নাহি পায় ধ্যান ধরে, স্বপ্রকাশ স্বস্বরূপে বেদে কহে বারে বারে। বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, বাক্যে না কহিতে পারি, ন ষণ্ড পুমান্ নারী, কে তাঁরে বলিতে পারে ॥ ৬৮ ॥—নি, মি।

এ দিন তো রবে না, জীবন জীবন-বিন্দু জানিয়া কি জান না। ক্ষণমাত্র পরিচয় কা কস্য পরিবেদনা।

মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বায়ু সহকারে মিলন, বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল করে চালনা।

দারা সুত বন্ধু জন, হয় একত্র মিলন, বিশ্লেষ হলে তখন, কোথায় যাবে বল না।

মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে, শান্তি-ধৈর্য্য-যুক্ত হয়ে, কর আত্মার সাধনা ॥ ৬৯ ॥—নি, মি।

ছিল না রবে না সংযোগ প্রাণেতে। অবশ্য হইবে লীন স্ব স্ব কারণেতে। মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে, আত্মতত্ত্ব পাসরিয়ে, দারা সুত ধন লয়ে, আছ ভাল সুখেতে। কি কর বিষয়-গর্ব্ব, অবিলম্বে হবে খর্ব্ব, নাশিবে তোমার সর্ব্ব কাল নিমেষেতে। অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য কর বিধান, থাক সত্যাশ্রয়েতে ॥ ৭০ ॥—নি, মি।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল প্রাণে। কোথায় কুশল তোমার আয়ুর্যাতি দিনে দিনে। দারা সুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাথী, জ্ঞান করে অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে। যুক্তি বেদমতে চল, মিথ্যা মায়ায় কেন ভোল, ইন্দ্রিয় আছে সবল, ভজ সত্য নিরঞ্জনে ॥ ৭১ ॥—নি, মি।

বিষয়-বিষ-পানাসক্তে ত্যজিল জীবন। প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবের শুন বিবরণ।

রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভৃঙ্গ,

স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দে কুরঙ্গ নিধন। বিষয়েতে রত, যে জীব অবিরত, বিনষ্ট ঝটিত, পতঙ্গাদি নিদর্শন অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয়-রস-পান, বৈরাগ্যেতে কর যত্ন হৃদয়ে ভাব নিরঞ্জন॥ ২॥—নি, মি।

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৭৩॥

জ্ঞান ত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যা ভব। হইয়া আশার দাস, কর নানা অভিলাষ, না কাটিলে কর্ম্ম-পাশ সকলি অশিব॥

একেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জ্ঞান এ প্রপঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ এ কি বোধ তব। না করে সতেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব॥ ৭৪॥—নী, ঘো।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে। লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার, হস্ত-পদশিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, দয়া জীবে নম্রভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে॥ ৭৫॥

মন তুমি সদা কর তাহার সাধনা। নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা। যে ব্যাপিল সর্ব্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র, নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন জান না॥ জানিতে তাঁর পরিশ্রম, করিছ সে বৃথা শ্রম, সে সব বুদ্ধির ভ্রম, দুঃসাধ্য সূচনা। বিচিত্র বিশ্বনির্ম্মাণ, কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান, আছে মাত্র এই জ্ঞান, অতীত ভাবনা॥ ৭৬॥—নী, ঘো।

কোন্ ক্ষণে যাবে তনু নাহি তার নিরূপণ। তথাপি বুঝে না জীব চিরস্থায়ী মনে জ্ঞান। ধনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পরিবার লয়ে, না দেখে কালেরে চ্যায়ে, মোহরস করে পান॥ এ জীবন, ওরে মন এ কেমন, দেখে জনন মরণ, তবু নহে সচেতন। মনুষ্য-জন্ম ধরে, উচিত বৈরাগ্য করে, মায়া কাটি জ্ঞান-অস্ত্রে ভাব জীবের জীবন। ৭৭॥—নি, মি।

এ কি ভুলে রয়েছ মন, বিষয় ভোগে অচেতন। জান না অনিত্য দেহ করেছ ধারণ। পঞ্চভূত জড়ময়, কভু আছে কভু নয়, সকলি অনিত্য হয়, দারা সুত ধন জন। ভুল না মায়ায় আর, ত্যজ আশা অহঙ্কার, ভজ নিত্য নির্ব্বিকার পুনর্জনন-হরণ॥ ৭৮।—নি, মি।

তাঁরে কর হে স্মরণ, এক অনাদি নিধন, আপনি জগত ব্যাপ্ত জগত-কারণ। নির্ব্বিকার নিরাময়, নির্ব্বিশেষ নিরাশ্রয়, বিভু অতীন্দ্রিয় হয়, সকল-কারণ। যাহার ভয়ে তপন, নিয়মে করে ভ্রমণ, সভয়ে যাহার ভয়ে বহিছে পবন। দেখ হে যাহার ভয়ে, নক্ষত্র প্রকাশ হয়ে, যার ভয়ে ফলে তরু বন্ধ্য অকারণ। সৃজন পালন লয়, ইচ্ছায় যাহার হয়, স্বরূপ না জানে দেব ঋষি মুনিগণ। অভ্রান্ত বেদান্ত শাস্ত্র, কহে না পাইয়া অন্ত, এ নহে এ নহে হয় এই নিরূপণ॥৭৯॥—কৃ, ম।

দৃশ্যমান যে পদার্থ সকলি প্রপঞ্চ-জাত। অনাদি অনন্ত সত্যে চিত্ত রাখ অবিরত॥ স্থাবর জঙ্গম যয়, তাঁহাতে উৎপন্ন হয়, একাত্ম সর্ব্বাশ্রয়, অতিরিক্ত মিথ্যাভূত। যয়েতি বাধ্যতে প্রাণী, কর্ত্তা ভর্ত্তা অভিমানী, অহং সুখী অহং জ্ঞানী জীব মায়ায় মোহিত॥ ৮০॥—নি, মি।

নিরঞ্জন নিরাময় করহ স্মরণ। কি জানি

প্রাণ বিহঙ্গ পলাবে কখন। আরে অভাজন সুখে, কুপিত ফণি-সম্মুখে করেছ শয়ন। সুখ মানিতেছে যারে সে সব যন্ত্রণা। সুধা ভ্রমে বিষ পান করো না করো না, মত্ত করি তুল্য মনে, ধৈর্য্য আদি তত্ত্ব গুণে, কর হে বন্ধন। কৌমারে খেলাতে কাল করিলে যাপন, কামরসে রসোল্লাসে তুষিলে যৌবন। জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি-ব্যাধিসমাকুল, কোথা সত্যে মন ॥ ৮১ ॥—কৃ, ম।

তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন। মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন। রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন। প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন। নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন। তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব, সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ। কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ, কোথা বা রহিবে তব প্রাণ-প্রিয় জন। ধন যৌবন গুমান, কোথা রবে অভিমান, যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন ॥ ৮২ ॥—কৃ, ম।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা, অনিত্য যে দেহ তব জেনে কি জান না। শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে, কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না। এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমো-গুণ, ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না ॥ ৮৩ ॥—দ্বৈ, দ।

বিষয়-আসক্ত মন দিবা-নিশি আছো, লোকে মান্য হবো বলে কি কষ্ট পাতেছো। ধন জন দারা সুত, যাহাতে মমতা এতো, শেষে না রহিবে সে তো, তাহা কি ভুলেছো। অতএব আত্মজ্ঞান, কর তার অনুসন্ধান, পরম পদার্থ জান, মিছে কেন মজিতেছো ॥ ৮৪ ॥—দ্বৈ, দ।

ভাব মন আপন অন্তরে তারে যে জগত পালন করে। সর্ব্বশাস্ত্রে এই কয়, শুদ্ধচিত্ত যার হয়, অজ্ঞান তিমির তার যায় অতি দূরে। অন্য অভিলাষ আর, নাহি হয় পুনর্ব্বার, আত্মানাত্ম-বিচার যে এক বার করে ॥ ৮৫ ॥—দ্বৈ, দে।

ভজ মন তাঁরে, যে তারে ওরে ভব-পারাবারে। পড়িয়া মায়ায় বৃথা কাল যায়, মজালে তোমায়, রিপু পরিবারে। ইন্দ্রিয় হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে ফুরাইছে দিন, ওরে মন অর্ব্বাচীন, শেষে কবে কারে। এখন উপায় শুন, চিন্ত সত্য নিরঞ্জন, কর শ্রবণ মনন, সাধ্য অনুসারে ॥ ৮৬ ॥—নী, বো।

নিজ গ্রামে পর-গৃহে চোর প্রবেশিলে মন। লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হন। নবদ্বার দেহ পরে, কালরূপী তস্করে, প্রতি দিন আয়ু হরে নাহি অন্বেষণ। মোহ-রাত্রি তমো ঘন, মায়া নিদ্রা প্রাণিগণ, প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ। শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান-অসি করে ধরে, জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর নিবারণ ॥ ৮৭ ॥ —নি, মি।

ইন্দ্রিয় বিষয় দানে নহে ইন্দ্রিয় দমন। ঘৃতাহুতি দিলে বহ্নি না হয় বারণ। বৃত্তিহীন করে মনে, রাখ ইন্দ্রিয় শাসনে, জীব ব্রহ্ম এক জ্ঞানে, থাক যোগ-পরায়ণ। উভভোগে সঁপে বিরাগ, ব্রহ্মে রাখ অনুরাগ, তবে তো হইবে ত্যাগ, ভেদ-দৃষ্টি মিথ্যা জ্ঞান। এক ব্রহ্ম ন দ্বিতীয়, বিশ্বাস কর নিশ্চয়, নাশিবেক সর্ব্বভয়, আত্মায় কর প্রাণার্পণ ॥ ৮৮ ॥—নি, মি।

চপল চঞ্চল আয়ু যায় প্রতিক্ষণ। পত্রাগ্র-ভাগে যেমন জলের গমন। বিষয়ের সুখোদয়, সকলি অনিত্যময়, যেমন বিবিধ রচনায় দেখা সুস্বপন। ইহা দেখে মন আমার, ত্যজ আশা অহঙ্কার, সদা কর সুবিচার, মন ইন্দ্রিয় দমন। বিবেক বৈরাগ্যদ্বয়, আত্মজ্ঞানের

সহায়, তাব চিদানন্দময়, সকল কারণ॥ ৮৯॥ —নি, মি।

আত্ম উপাসনা বিনা কিছু নাহি মন। আত্মাতে আত্মতা করা ব্রহ্মের সাধন। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে, বিভু আছেন আত্মরূপে, ভুবো নাহি মায়াকূপে, না জানে কারণ। দেখ সত্যের সত্তা বই, তুমি আমি কেহ নই, কৃপা করি আমার এই শুন নিবেদন। যতো হলো বলা কওয়া, ভস্মেতে আহুতি দেওয়া, উচিত আত্মময় হওয়া এই প্রয়োজন॥ ৯০॥ —নী, যো।

আমি ভাবি সদা ভাবি পরমাত্মা পরমেশ্বর। মন প্রতিকূল হয়ে ভাবিতে না দেয় পরাৎপর। পঞ্চ বিষয় গরল, ইন্দ্রিয় তাতে ব্যাকুল, মন তার অনুকূল, কুপথগামী নিরন্তর। চঞ্চল স্বভাব তার, লয়ে রিপু পরিবার, সে নিয়োগ সবাকার, করিছে বিষম ব্যাপার। শুন মন দুরাচার, কি ভাব বিষয় আর, অনিত্যময় এ সংসার, নিত্য অবিনাশী স্মর॥ ৯১॥—নি, মি।

শুন ওরে মন, বলি তোরে শুন, সত্যেরি সূচনা যথার্থ। ভুলে আত্মতত্ব, গেলো পরমার্থ, কাম অর্থ ধর্ম নিরর্থ। কর্ম্মজন্য ফল, মিশ্রিত গরল, নহে কোন ফল এ ফলে। ভাবিলে নিষ্ফল, হইবে সকল, আত্মজ্ঞান হেন পদার্থ॥ ৯২॥—কা, রা।

কোথা হতে এলে কোথা যাইবে কোথারে, কে তুমি তোমায় কে বা চিন্তিলে না একবারে। নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন, প্রপঞ্চ জগত তেমন ভ্রমে সত্য দরশন, অতএব দেখ বুঝে যিনি সত্য ভজ তাঁরে॥ ৯৩॥—কা, রা।

আমি আমি বল কারে পড়ে মোহ-অন্ধকারে, আপনারে আপনি না কর সন্ধান। অতএব বলি শুন, হও সাবধান, আত্মজ্ঞান অবরোধে বিনাশ ভ্রমাত্মজ্ঞান। এই সে জানিবে নিত্য চিন্তা কর আপনারে॥ ৯৪॥ —কা, রা।

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে। কিন্তু গৃহ ক্ষয়মূল হইতেছে দিনে দিনে॥ অল্পা হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায়, তীক্ষ্ণ করে করে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। ক্রমেতে হইল শেষ, এখন বুঝ বিশেষ, ত্যজ দ্বেষ যাবে ক্লেশ ভজ নিরঞ্জনে॥৯৫॥—কা, রা,

তাঁরে ভাবো ওরে মন যে মনের মন। নয়নের নয়ন যিনি জীবের জীবন। ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর, সকলি অনিত্য নিত্য একমাত্র তিনি হন। জীব-জন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা, অচিন্ত্য-রচনা বিশ্ব যাঁহার রচনা। যিনি সর্ব্বমূলাধার, ভ্রময়ে নিয়মে যাঁর, সর্ব্বদা পবন শশী নক্ষত্র তপন। ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়ে না পায় স্থল, অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত না জানে তাঁহার। মীমাংসা সংশয়াপন্ন, হয়ে করে তন্ন তন্ন, বাক্য-মনোতীত তিনি সকল কারণ॥ ৯৬॥ —কা, রা।

বৃথায় বিষয়ে ভ্রম সুখেরি আশায়। রহিয়ে কুপিত ফণি-ফণার ছায়ায়॥ কর দম্ভ মনে গণি, আছ নানা ধনে ধনী, কিন্তু ক্ষণে কালফণী দংশিবে তোমায়। দুঃখ যেন দুর্দ্দিন সুখ খদ্যোতিকা হেন, মন রে নিশ্চয় জান, সংসারকান্তারে, অতএব বলি সার, ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার, ভজ সেই নির্ব্বিকার হইবে উপায়। যদি না মানে বারণ, প্রমত্ত বারণ মন, জ্ঞানাঙ্কুশ করে ধরি কর নিবারণ। মনেতে বৈরাগ্য আন, ঘুচিবে দুঃখ দুর্দ্দিন, নিত্যসুখী হবে মনে, রিপু করি জয়॥ ৯৭॥—কা, রা।

আত্ম-উপাসনায় রে মন কর হে যতন, সংসার-জলধি-পারে নিতান্ত হবে গমন। বিষয়ে বৈরাগ্য কর, মিথ্যা জান এ সংসার, শ্রবণ মনন তাঁর কর পুনঃ পুনঃ। সিংহ দৃষ্টে গজ যেমন, ভয়ে করে পলায়ন, সাধনার গুণে

তেমন পাপরিপু হবে দমন। ব্রহ্মে অনুরাগ যার, কাল-ভয়ে কি ভয় তার, দেহ পরিগ্রহ আর না হবে কখন ॥ ৯৮ ॥—নি, মি।

দেহরূপ এক বৃক্ষে নিরন্তর দুই পক্ষী করে কাল যাপন। ঔপাধিক ভেদ মাত্র স্বরূপত অভেদ হন ॥ দৈহিক বৃক্ষের ফল যত জীব কর্ত্তা ভোক্তা অবিরত পরমাত্মা ভোগরহিত সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বকারণ। জলাদি সংসর্গ-গুণে, দৌর্গন্ধ হয় চন্দনে, তেমতি প্রকৃতির গুণ আত্মায় আরোপণ ॥ ঘর্ষণ করিলে পরে, ক্লেদাদি যাইবে দূরে, প্রকাশিবে বাহ্যান্তরে এক যথার্থ চন্দন তেমতি জানিবে মন, অবিদ্যা নাশিবে যখন, স্বপ্রকাশ চিদাভাস উদিত হইবে তখন॥৯৯॥—নি, মি।

কর সে আত্মতত্ত্ব কাল আসিতেছে। নিরাধার বিভু সর্ব্বাধার হইয়াছে ॥ ন নীল ন পীত রক্ত, সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত, মহাশূন্য-স্বরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে: অনল জল তপন, এ তিনের তিন গুণ, আকাশেতে শব্দরূপে সুধা শশধরে। আদি-অন্ত-মধ্য-শূন্য, বিশ্বরূপ বিশ্ব ভিন্ন, বিশ্বসাক্ষিরূপে বিশ্বেরে দেখিতেছে। মনোবাক্য-অগোচর, পরম ব্যোমের পর, জন্মাগস্য যত বলি বেদে কহে যাঁরে। পাবন সর্ব্বকারণ, তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন, স্বপ্রকাশস্বরূপ সর্ব্বদা ভাসিতেছে ॥ ১০০ ॥—কৃ, ম।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান শমন-ভয় রবে না রবে না। পঙ্কজদল-জল-ইব জীবন চঞ্চল, ধন-জন চপলা সমান রবে না রবে না। নির্গুণ নির্গুণ মন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন, মহামায়া নির্ম্মিত ত্রিগুণ-ব্যবধান। এখনি হইবে সুখী, অন্তরে আত্মায়ে দেখি, কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান ভুল না ভুল না ॥ ১০১ ॥—কৃ, ম।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি। তোমার রচনামধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণ সাক্ষী দেয় তোমার মহিমা, তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী॥১০২

ভুল না নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল, সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ। দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু-ফল, গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ ॥ ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মন, নিত্যসুখজ্ঞানারণ্যে করহ গমন, সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়, পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ-বিহঙ্গ ॥ ১০৩ ॥—গো, সে।

সংসার-সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহ তরী। অজ্ঞান-সলিলে ভাসে দিবস শর্ব্বরী ॥ দেখ দেখ সাবধান, রিপুর সুখের বান, প্রতিক্ষণে ভয়ানক তরঙ্গ-লহরী। অতএব যুক্তি বলি, বিবেকেরে কর হালী, তোলো বৈরাগ্যের পালি, বাঁধ শান্তিগুণে। বুদ্ধি কর কর্ণধার, অনায়াসে হবে পার, নিত্যজ্ঞান আত্মতত্ত্ব অবলম্ব করি ॥ ১০৪ ॥—কা, রা।

সংসার সকলি অসার ভাবিয়া দেখ মন। কখন্ আসি প্রাণ লয়ে কাল করিবে গমন। আমকুম্ভে বারি যেমন, জীবের জীবন তেমন। কে কখন্ পঞ্চত্ব পাবে, তাহার নাহি নিরূপণ। প্রস্ফুটিত পুষ্পগণ, শোভিত করে কানন, অবশ্য হবে মলিন, এক বা দ্বিতীয় দিনে। তেমতি জানিবে মন, ধন জীবন যৌবন, কিছু দিন স্থিতি পায় পশ্চাতে হয় নিধন। এখন এই উপায়, ভাব চিদানন্দময়, দূরে যাবে কালভয় অচিরে নির্ব্বাণ ॥ ১০৫ ॥—নি, মি।

পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না, বারংবার যাতায়াতে পাইবে ঘোর যাতনা। তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি, পরমায়ু অল্প স্থিতি, গর্ব্ব খর্ব্ব ভাবনা। সম্বন্ধ জীবনাবধি, আশার নাহি অবধি, তবে কেন নিরবধি ভ্রান্তি বুদ্ধি কুমন্ত্রণা। দম্ভ দর্প দর্প

করি, দ্বৈতবুদ্ধি পরিহরি, বিষয়ে বৈরাগ্য করি, কর আত্মার উপাসনা ॥১০৬॥—নি, মি।

কে নাশে কামাদি অরি অবিবেকবলে। কে দহে কলুষরাশি বিনা জ্ঞানানলে। শ্রবণ ধ্যান মনন, জ্ঞান অনল কারণ, যতনে কর সাধন, না রহিও ভুলে। শুন রে অশান্ত মন, নিবৃত্তি হৃদয়ে আন, করিয়া অতি যতন রাখ সমাদরে। রিপু হবে পরাজয়, এ কথা অন্যথা নয়, সত্য সত্য এই সত্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে। বিবেকেরে সঙ্গে লয়ে, জ্ঞান-চন্দ্রসুধা পিয়ে, আনন্দে মগন হইয়ে সাধ সমাধিরে। মহাশূন্যে যাবে মন, না হবে অনুগমন, ভ্রম হবে মৃষা ভ্রম, তত্ত্বজ্ঞান হবে ॥ ১০৭ ॥—কৃ, ম।

মায়াবশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়। চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায়॥ পড়িলে অজ্ঞান-কূপে, ত্রাণ নাহি কোনরূপে, এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয়। দেহ দেহী যে সৃজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতনা দিল, বুদ্ধি জ্ঞান আদি তব সহায় জীবনে। অনুচিত মম চিত, না চিন্তিলে হিতাহিত, তাঁরে ভুলো এ কি ভুল হায় হায় হায় ॥ ১০৮ ॥—কা, রা।

এক অনাদি পুরুষ সনাতন। ধ্যান না ধরিয়ে, দারা সুত ধন লয়ে, প্রবীণ অজ্ঞান হয়ে, নিদ্রিত ফণি-সম্মুখে করেছ শয়ন॥ না হইল শ্রবণ মনন গেল, দিন ভ্রমে হলাহল, পান করো না করো না। না ভাবিলে না ভজিলে না চিন্তিলে হে নির্গুণ নির্গুণানন্দ জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে যে দেখায় নিরঞ্জন ॥ ১০৯ ॥—কৃ, ম।

বিনাশ বিনাশ মন বিষয়েরি অভিলাষ। জ্ঞানামৃত পান করি সেই রস আভাসে ভাস, অবলম্ব করি যারে স্থিতি কর, এ সংসারে ক্ষণে না ভাবহ তাঁরে অনিত্য করি বিশ্বাস ॥ ১১০ ॥—কা, রা।

ওরে মন-ভৃঙ্গ দ্বিদলে বসিয়া কত বঞ্চাও রঙ্গ। শুন বলি তোমারে, জ্ঞানদীপ জ্বালিলে, পরে দাহ হবে ইচ্ছা করে তুমি যে পতঙ্গ। সংসার-কেতকী বনে, আছ মধুর অন্বেষণে, পাপ রজ বই সেখানে নাহিক প্রসঙ্গ। হারাইবে তত্র নেত্র, সন্দেহ নাহিক অত্র, সৎপথে না হলে সত্বর বৃথা হয় অঙ্গ ॥১১১॥ নী, ঘো।

শুন ওরে মন ভজ সদা অশোকমভয় যে জন হয় সৃজন পালন লয়েরি কারণ। বিষয়-কূপেতে হইয়ে পতিত রহিলে ভুলে এ কি বিবেক, বল মন রে ত্যজ বাসনা, গরলময় হায় হায় ভ্রম বৃথা রে মান হে বারণ ॥ ১১২ ॥—কা, রা।

আত্মা এব উপাসনা-প্রসিদ্ধ এ অনুভব, বিষয়-বাসনা ছাড়ি সে রসে কর গৌরব, জ্ঞানচন্দ্র প্রকাশিয়ে, অজ্ঞান তমো নাশিয়ে, সহজে থাক বসিয়ে রিপু করি পরাভব ॥১১৩॥—কা, রা।

বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহুবলে, সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে। হৃদে অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হলো ধরা, শরীরে দুর্জ্জয় রিপু তায় না চিন্তিলে। প্রবল সে রিপু ছয়, তোমারে করিল জয়, ধিক্ ওরে নরাধম কেন বৃথা অহঙ্কার। অতএব যুক্তি শুন, মনেতে বৈরাগ্য আন, আত্মতত্ত্ব জানি জয় করে রিপুদলে ॥ ১১৪ ॥—কা, রা।

পবিত্র পবিত্র করিয়া ওরে মন, আত্ম-উপাসনা-বীজ কর হে বপন। প্রযত্ন-সেচনী ধরি, বিবেক-বৈরাগ্য-বারি, প্রাণপণে প্রতি-ক্ষণে করহ সেচন।

হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্যজ্ঞান ফলচয়, নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে। যুক্ত এই যুক্তিমতে, সত্বর হও ইহাতে, নিবৃত্তিয়া গতাগতি নিত্যসুখী হবে মন ॥ ১১৫ ॥—কা, রা।

কে তুমি কোথায় ছিলে যাবে কোথা বল, না জানিয়া আত্মতত্ত্ব অনর্থ কাল গেল। কারণের কার্য্য তুমি, বট পঞ্চভূতগামী, অথচ বলায় অমি আমার এ সকল। ফণিমুখে ভেক যেমন, কাল-স্থানে আছ তেমন, কেন অভিমান ও মন করিছ বিফল ॥ ১১৬ ॥—নী, ঘো।

ব্রাহ্মণ-সেবধি।

জগদীশ্বরায় নমঃ।

শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এ দেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে, তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে, তাঁহাদের নিয়ম এই যে, কাহারও ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক, ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা। পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল, কতক ব্যক্তি ইংরেজ, যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত, হিন্দু ও মুসলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খৃষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে, নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন, যাহা হিন্দুর ও মুসলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন। তৃতীয় প্রকার এই যে, কোন নীচ লোক ধনাশায় কিংবা অন্য কোন্ কারণে খৃষ্টান হয়, তাহাদিগকে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন, যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে, সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না। সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে, যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয়, এরূপ ধর্ম্ম-উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন, তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামিরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয়, তথায় এরূপ দুর্ব্বল, দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মতঃ কি লোকতঃ প্রশংসনীয় হয় না ; যেহেতু, বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন, তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয়, তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ, যাহা সর্ব্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে, যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে, সেই প্রবলের ধর্ম্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদস্বরূপ হয়, তথাপি ঐ দুর্ব্বল দেশীয়ের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে। তাহার উদাহরণ এই যে, যখন মুসলমানেরা এ দেশ আক্রমণ করিল, তাহারাও এইরূপ নানাবিধ ধর্ম্মগ্লানি করিত, চঙ্গেশাহার

সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস করিয়াছিল, তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর ন্যায় ছিল, তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও উপহাস করিত। মগেরা—যাহাদের প্রায় কোন ধর্ম্ম ছিল না, তাহারাও যখন বাঙ্গালার পূর্ব্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল, সর্ব্বদা হিন্দুর ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্ব্বকালে গ্রীকেরা ও রোমীরা—যাহারা অতি নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎ কর্ম্মে বিরত ছিল, তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বর-পরায়ণ ইহুদীর ধর্ম্ম ও ব্যবহারের। উপহাস করিত, অতএব এ দেশে অধিকার-প্রাপ্ত ইংরেজ মিসনরিরা এরূপ ধর্ম্ম-ঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা করেন, তাহা অসম্ভাবনীয় নহে। কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায়-সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না, ইহাতে তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞ দেশ-আক্রমণকর্ত্তাদের ন্যায় ধর্ম্মঘটিত উপদ্রব করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ক্রটি আছে, যেহেতু, নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভপ্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না। তবে বিচার-বলে হিন্দুর ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব, ইহা স্থাপন করেন; সুতরাং ইচ্ছা-পূর্ব্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন, এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন, যেহেতু, সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এমত নিয়ম নহে। সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তিসিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল; পরে পরে উভয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তরকে এইরূপে ছাপান যাইবে।

আঠার শত একুশের ১৪ জুলাইয়ের
লিখিত পত্র যাহা পূর্ব্বে
প্রস্তাবিত হইয়াছে।

সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়দের প্রতি আমার নিবেদন এই, বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ একত্র আছেন। শাস্ত্রার্থের সন্দেহ-চ্ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই; তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি। অনুগ্রহাবলোকন পূর্ব্বক সমুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার-দর্পণ দ্বারা দেন, তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত। এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব।

প্রথম, হিন্দুদের বেদান্ত শাস্ত্র দৃষ্টে বোধ হয় যে, আত্মা এক, নিত্য, কালত্রয়-রহিত, অরূপী, ইন্দ্রিয়াতীত, নিরীহ, চৈতন্যস্বরূপ, বিভু, নিরাময়, অন্তর্ব্বহিঃপূর্ণ, তদ্ভিন্ন ভূত জীব পদার্থ পৃথক্ নাই। প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয়, শুদ্ধ মায়ারচিত; সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে। যেমত রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নাদিতে গন্ধর্ব্ব-নগরী-দর্শন, তদ্রূপ জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা, কেবল অজ্ঞানবশতঃ অহং ও জগৎ সত্যের ন্যায় জীবাভিমানে বোধ হইতেছে। যদি এই মনের গৌরব মানি, তবে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা আত্মা ও মায়া এ দুয়ের প্রাধান্য সমান অথবা কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেক উভয়ের নিত্যত্ব প্রমাণ হয়। দ্বিতীয়তঃ, এক

আত্মা হইলে জীবের কর্ম্মজন্য হিতাহিত ভোগ মানা আশ্চর্য্য হয়। তৃতীয়তঃ, আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে। এই শাস্ত্র কহিতেছেন, যেমত জলের বিম্ব উঠিয়া পুনর্ব্বার ঐ জলে লীন হয়, তেমতি অজ্ঞানে আত্মাতে জগৎ এই উৎপত্তি, স্থিতি, লয় বারম্বার হইতেছে। মায়ার বল এ গতিকে আত্মার পর মানিলে আত্মা নির্দ্দোষ কি ক্রমে সম্ভবেন? শ্রুতি কহেন, "জন্মাদ্যস্যযতঃ।" এ প্রমাণে জীবের সদসম্ভোগ কেন মানি?

দ্বিতীয়তঃ, ন্যায়শাস্ত্র কহেন যে, পরমাত্মা এক ও জীব নানা, উভয়েই অবিনাশী এবং দিগ্‌দেশ, কালাকাশ, অণু এ সকল নিত্য। সমবায়-সম্বন্ধে জগজীশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকার, তাঁহাকে কর্ত্তা নাম দিয়া জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতৃত্ব জন্যেচ্ছারহিত কহেন, এ কথা বিচারে ঈশ্বরের কৃতিত্বের ব্যাঘাত হয়, কেন না, তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্যসংযোগকারকত্বে প্রতিপাদ্য হন। উপরের বিধানে বোধ হয়, ঐ দ্রব্যাদিও জীবের বাচকত্ব, তাহাতে অভাবের বিশেষতঃ জন্যেচ্ছারাহিত্যে নানা দেহাদির উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ ও জীবের কর্ম্মফলদাতৃত্বের কারণ তেঁহ কি ক্রমে সম্ভবেন? বিশেষতঃ কর্ত্তা ও জীব উভয়কেই বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর কেন না কহি? যেমত অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ ও আল্পৈশ্বর্য্যবান্ মধ্যে নূন্যাতিরেক, তদ্বৎ কর্ত্তা ও জীব সম্ভব এবং ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতি ব্যাঘাত।

তৃতীয়তঃ, মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন, সংস্কৃতশব্দে রচিত যে মন্ত্র, সেই মন্ত্রাত্মক যাগাদি নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল দর্শে, সে ঈশ্বর। মনুষ্য-জীবমধ্যে নানাবিধ ভাষা, এই জগতেও নানাবিধ শাস্ত্র প্রকাশ আছে, দ্রব্য ও ভাষা, উভয়ই জড়, মনুষ্যের অধীন, এ গতিকে যে কর্ম্মের কর্ত্তা মনুষ্যকে দেখিতেছি, সেই কর্ম্মের ফলকে ঈশ্বর কি ক্রমে স্বীকার করি? বিশেষতঃ ঈশ্বর কর্ম্মরূপী এক, ঐ শাস্ত্র এই কহেন, নানা কর্ম্মরূপী ঈশ্বর এই বিধান দৃষ্টে ঈশ্বরের একত্ব কেমনে প্রতীত হয়? অধিকন্তু এ প্রমাণে সংস্কৃত শব্দে রচিত কর্ম্ম এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই, সে দেশকে অনীশ্বরীয় কেন না কহা যায়? পাতঞ্জল-শাস্ত্রের মতে ষড়ঙ্গ যোগ সাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত উপরের বিধান দৃষ্টে এক প্রশ্ন ভুক্ত করিলাম।

চতুর্থ, সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষ উভয় মিলিত চণকদলের ন্যায় পুরুষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন, এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব-সম্পাদন কেমনে সম্ভব হয়, এ মতের বিধানে ঈশ্বরের দ্বিত্ব কেন না মানি?

ইহার শেষ লিপিকে দুইয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবে।

নমো জগদীশ্বরায়।

পূর্ব্ব-লিখিত পত্রের উত্তর যাহা সমাচার-দর্পণে স্থান পায় নাই।

আঠার শত একুশের ১৪৪ জুলাইয়ের সমাচার-দর্পণকে কোন প্রধান ব্যক্তি বিবেচনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। তাহাতে দেখিলাম যে, হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রকে যুক্তিহীন জানাইয়া তাহার খণ্ডন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি—যাঁহার শাস্ত্রে বিশেষ অবগতি নাই, করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিসনরি মহাশয়েরা এরূপ খণ্ডনের চেষ্টা সদালাপে ও গ্রন্থ-রচনায় করিতেন। সংপ্রতি সমাচার লিপিতেও আরম্ভ হইল, কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিরুদ্ধ বোধ করিলাম না, যেহেতু, তেঁহ খণ্ডনের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন; অতএব পশ্চাতের লিখিত উত্তর দিতেছি।

প্রথমতঃ, বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি দোষ

দিবার নিমিত্ত বেদান্তের মত লিখেন যে, বেদান্তে ঈশ্বরকে এক, নিত্য, কালত্রয়-রহিত, অরূপী, নিরীহ, ইন্দ্রিয়াতীত, চৈতন্যস্বরূপ বিভু, নিরাময়, অন্তর্ব্বহিঃপূর্ণ কহেন ও তাঁহা হইতে অন্য বস্তু ও জীব পৃথক্ নাই, প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয়, মায়া-রচিত, সেই মায়া অজ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞান হইলে তাহার কার্য্য আর থাকে না), যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নে গন্ধর্ব্ব-পুরী-দর্শন যথার্থ জ্ঞানে আর থাকে না। পরে ঐ মতে তিন প্রকার দোষোল্লেখ করেন। প্রথম এই যে, এ মতের গৌরব মানিলে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা ঈশ্বর ও মায়া এ দুয়ের সমান প্রাধান্য ও নিত্যতা প্রমাণ হয়।

উত্তর—এ মতের গৌরব মানিলে কি দোষ আত্মাতে স্পর্শে, তাহা লিখেন না; সুতরাং উত্তর দিতে অক্ষম রহিলাম। যদি অনুগ্রহ করিয়া সে দোষ লিখেন, তবে উত্তরের চেষ্টা করিব। আর দ্বিতীয় কোটিতে দোষ দেন যে, এ মতকে গৌরব করিলে ঈশ্বর ও মায়া এ দুয়ের সমান নিত্যতা ও প্রাধান্য হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি। কি বেদান্তবাদী, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, যাঁহারা ঈশ্বরকে নিত্য কহেন, তাঁহারা ঈশ্বরের তাবৎ শক্তিকে নিত্যও কহেন, সৃষ্টির কারণ ঈশ্বরের শক্তি মায়া হয়েন; অতএব শক্তিমান্‌কে নিত্য করিয়া বেদান্ত জানেন সুতরাং ও শক্তিকে নিত্য কহেন। "নিঃসত্তা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ"। বেদান্ত-ধৃত বচন। এরূপ কথনে যদি দোষ হয়, তবে এ দোষ সর্ব্বসাধারণ হইবে, কেবল বেদান্ত পক্ষে হয়, এমত নহে। সেইরূপ শক্তি হইতে শক্তিমানের প্রাধান্য কি বেদান্ত, কি অন্য অন্য শাস্ত্রে ও লোকদৃষ্টিতে সকলেই স্বীকার করেন; অতএব উভয়ের সমান প্রাধান্য বেদান্তে কোন মতে অঙ্গীকার করেন না যে, আপনি দোষ দিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রকার দোষোল্লেখ করেন যে, এক আত্মা হইলে অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর এক হইলে জীবের কর্ম্ম জন্য হিতাহিত নানা আশ্চর্য্য হয় অর্থাৎ সে ভোগ ঈশ্বরের মানা হয়।

উত্তর—প্রপঞ্চ মায়াকার্য্য জড়স্বরূপ হয়, পরমাত্মা চিদাত্মক ঐ জড়স্বরূপ নানা প্রপঞ্চে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। যেমন নানা-শরাস্থিত জলে এক সূর্য্যের অনেক প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেই সেই প্রতিবিম্ব জলের কম্পন দ্বারা কম্পিত অনুভূত হয়, কিন্তু সেই জলের কম্পনেতে সূর্য্য কাঁপেন না, সেই প্রকার প্রপঞ্চেতে জীব সকল চিদাত্মার প্রতিবিম্ব হয়েন; অতএব জীবের হিতাহিত ভোগ পরমেশ্বর স্পর্শ করে না। যেমন জলের নির্ম্মলতাতে কোন কোন প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ দৃষ্ট হয় ও জলের মলিনতাতে কোন কোন প্রতিবিম্ব মলিন হয়, সেইরূপ প্রপঞ্চময় শরীরে ঐ ইন্দ্রিয়াদির স্ফূর্ত্তির দ্বারা কোন কোনো জীবের স্ফূর্ত্তির আধিক্য, আর ঐ সকলের মলিনতার দ্বারা কোন কোন জীবের স্ফূর্ত্তির মলিনতা হয়। আর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বস্তুতঃ তেজঃপদার্থ না হইয়াও তেজঃপদার্থের প্রতিবিম্বতার দ্বারা তেজস্বী দেখায়, সেইরূপ জীব সাক্ষাৎ চিদাত্মক না হইয়াও চিদাত্মার প্রতিবিম্বিত প্রযুক্ত চেতনাত্মা বুঝায় ও চেতনের আচরণ করে। আর যেমন নানা শরাস্থিত জলের সহিত এক সূর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারা নানা প্রতিবিম্ব উপস্থিত হইয়া ঐ সকলকে সূর্য্যের ন্যায় অথচ সূর্য্য হইতে পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট দেখায়, পুনরায় সেই সেই জলের অন্যথা হইলে প্রতিবিম্ব আর থাকে না, সেইরূপ আত্মা এক, তাঁহার মায়া-

প্রভাবে প্রপঞ্চে নানাবিধ চেতনাত্মক জীব পৃথক্ পৃথক্ হইয়া আচরণ ও কর্ম্মফল ভোগ করে, পুনরায় সেই সেই প্রপঞ্চ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিম্বের ন্যায় আর ক্ষণমাত্র পৃথক্-রূপে আত্মার সহিত থাকে না; অতএব আত্মা এক ও জীব যদ্যপিও বস্তুতঃ তাহা হইতে ভিন্ন না হয়েন, তথাপি জীবের ভোগাভোগে আত্মার ভোগাভোগ হয় না।

তৃতীয় প্রকার দোষোল্লেখ কহেন, "আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব-সম্পাদনে দোষ পড়ে।" কি নিমিত্ত দোষ পড়ে, তাহার বিবরণ লিখেন না; অতএব তাহার হেতু লিখিলে বিবেচনা করিব, যদি আপনার এ অভিপ্রায় হয় যে, আত্মার স্বরূপ জীব হইয়া আত্মা হইতে নিঃসৃত হইলে আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্ভবে না, তবে উপরের উত্তরে মনোযোগ করিবেন যে, প্রতিবিম্বের সত্তা সূর্য্যের সত্তাতেই হয় এবং সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে ও সূর্য্যতে পুনরায় লীন হইতেছে, ইহাতে সূর্য্যের অখণ্ডত্বে নিরাময়ত্বে দোষ পড়ে না।

অধিকন্তু লিখেন যে, বেদান্তে কহেন, যেমন জলের বুদ্বুদ উঠিয়া পুনরায় ঐ জলে লীন হয়, সেইরূপ মায়ার দ্বারা আত্মাতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় বারংবার হয়, ইহাতে মায়ার বল আত্মাতে স্বীকার করিলে ঈশ্বর নির্দ্দোষ থাকেন না।

উত্তর—এ স্থলে বেদান্তবাদীরা দৃষ্টান্ত এই অংশে দেন যে, যেমন জলকে অবলম্বন করিয়া বায়ু দ্বারা বুদ্বুদের উৎপত্তি-স্থিতি হয়, সেইরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা জগতের উৎপত্তি-স্থিতি হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যেমন বুদ্বুদ অস্থায়ী, সেইরূপ জগৎ অস্থির হয়। ব্যাঘ্রের ন্যায় অমুক ব্যক্তি, ইহাতে সাদৃশ্য কেবল দর্প ও পরাক্রমাংশে হয়, চতুষ্পদাদি সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত হয় না, সেইরূপ এখানেও স্বীকার করেন। তবে সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত হইলে ঈশ্বরকে জলপুঞ্জের ন্যায় জড় স্বীকার করিতে হয় ও জগৎকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাংশস্বরূপ তাঁহার বিকার মানিতে হয়। কখন কখন ঐ জগৎ ঈশ্বরের বহিস্তনের উপরে ফিরিবে ও কখন কখন তাঁহার সহিত একত্র হয়। যাঁহাদের কেবল দোষদৃষ্টি, তাঁহারাই এরূপ সর্ব্বাংশ-দৃষ্টান্ত মানিয়া মায়ার বল আত্মার উপর হইতেছে, এই দোষ দিতে উৎসুক, নতুবা ঈশ্বরের শক্তি মায়া, তাহার দ্বারা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, ইহাতে ঈশ্বরের উপর মায়ার বল কোন পক্ষপাতরহিত বিজ্ঞ লোক স্বীকার করিবেন না। যেহেতু, যে কোন জাতীয় ও দেশীয় ব্যক্তি ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা কহেন, তাঁহারা সকলে মানেন যে, সৃষ্টি করিবার শক্তি ঈশ্বরে আছে, সেই শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই শক্তির বল ঈশ্বরের উপর হয়। এমত তাঁহাদের কেহ অদ্যাপি দেখিতে পান না। পাপী ব্যক্তি মনস্তাপ করিলে ঈশ্বর করুণাশক্তি দ্বারা মার্জ্জনা করেন, ইহাতে করুণাশক্তি ঈশ্বরের উপর প্রবল হয়, এমত নহে। বেদান্তবাদীরা মায়াকে অজ্ঞান কহেন, যেহেতু, জ্ঞান হইলে মায়ার কার্য্য—যাহার দ্বারা ঈশ্বর হইতে জীবসকল পৃথক্ দেখায়, সে কার্য্য আর থাকে না অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। মায়া-শব্দের প্রয়োগ মুখ্যরূপে ঈশ্বরের জগৎকারণ শক্তিতে ও গৌণরূপে ঐ শক্তির কার্য্যেতে হয়। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, তাহার সহিত জগতের দৃষ্টান্ত বেদান্তে দেন। ইহার তৎপর্য্য এই যে, ভ্রম সর্পের ন্যায় জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সত্তাবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ জগৎকে স্বপ্নের সহিত সাদৃশ্য দেন, যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সকল জীবের সত্তার অধীন হয়। সেইরূপ জগৎ পরমেশ্বরের

সত্তার অধীন; অতএব জীব হইতে ও সকল হইতে প্রিয় পরমাত্মাই সর্ব্বথা হয়েন, আর বেদান্তে ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই, ঈশ্বর সকল ও ঈশ্বর সকলেতে, ইহা কহেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যথার্থ সত্তা কেবল পরমেশ্বরের হয়; অতএব ঈশ্বর কেবল সত্য ও সর্ব্বব্যাপী, অন্য তাবৎ অসত্য। ঈশ্বর সকল ও সকলে ব্যাপক। এমত প্রয়োগ খ্রীষ্টানদের কেতাবেও শুনিতে পাই। তাহার তাৎপর্য্য বুঝি, এমত না কহিবেন যে, ঘট পট সকল ঈশ্বর, বরঞ্চ তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে, তিনি সর্ব্বব্যাপক; অতএব মিথ্যা বাক্‌ছলের বশে বেদান্তে কেন দোষ দেন?

জড়াত্মক মায়া-কার্য্য এই জগৎ হয় ও পরমেশ্বর চৈতন্যস্বরূপ হয়েন, যেহেতু, পদার্থ জড় ও চেতন এই দুই প্রকার করিয়া সকলে স্বীকার করেন, তাহাতে সমষ্টি জগতের অবলম্বনে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ আত্মার অধিষ্ঠানে দৃশ্য হইয়া পুনরায় ঐ জগতে লীন হয়। সেইরূপ সমষ্টি চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরের অবলম্বনে চৈতন্যরূপী জীব প্রতিবিম্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধ হয়, পুনরায় আত্মাতে লয় পায়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে, এক বর্ত্তিকার অগ্নি অন্য বর্ত্তিকার অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ দেখায়, কিন্তু বর্ত্তিকার সহিত সম্বন্ধ-ত্যাগ হইলে মহাতেজে লীন হয়, সেইরূপ উপাধি-ত্যাগ হইলে পৃথক্ পৃথক্ জীব পরমেশ্বরে লীন হয়েন; অতএব জিজ্ঞাসা করি যে, চৈতন্যাত্মক জীবের অধিষ্ঠান-সমষ্টি চৈতন্যকে স্বীকার করা যুক্তিসিদ্ধ হয়, কি অভাবকে অথবা জড়াত্মক জগৎকে তাহার কারণ মানা যুক্ত হয়? যদি বলেন, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি অভাব হইতে জীবকে উৎপন্ন করেন, তবে নানা দোষ ইহাতে উপস্থিত হয়। তাহার এক এই যে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ পদার্থ নহেন, প্রত্যক্ষমূলক অনুমানকে প্রমাণ স্বীকার না করিয়া অভাব হইতে জীবের ও অন্য পদার্থের উৎপত্তি মানা যায়, তবে ঈশ্বরের সত্তাতে আর কোন প্রমাণ থাকে না, আর ঈশ্বরের অপ্রমাণ দ্বারা তাঁহার শক্তি, সুতরাং অপ্রমাণ হইবে। প্রত্যক্ষসিদ্ধ যুক্তিকে তুচ্ছ করা, এ কেবল নাস্তিকের মতকে প্রবল করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট করা হয়।

ন্যায়শাস্ত্রে দোষ দেন যে, ঈশ্বর এক ও জীব নানা, দুই অবিনাশী, ইহা ন্যায়শাস্ত্রে কহেন আর দিক্ কাল আকাশ অণু ইহারা নিত্য ও সমবায় সম্বন্ধে কৃতী ঈশ্বরে আছে, জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতা এবং নিত্য ইচ্ছাবিশিষ্ট ঈশ্বর হয়েন, ইহাতে ঈশ্বরের কৃতিত্বে ব্যাঘাত হয়, কেন না, তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্যসংযোগে কর্ত্তা হইলেন।

উত্তর — ঈশ্বরবাদী যেমন নৈয়ায়িক ও খৃষ্টান সকলেই কহেন যে, ঈশ্বর নশ্বর নহেন এবং জীবের নাশ নাই, জীব চিরকাল পাপিত্ব জ্ঞানফল অথবা কর্ম্মফলকে প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ ঈশ্বরকে ফলদাতা উভয় মতেই অর্থাৎ নৈয়ায়িক খৃষ্টানেরাই কহেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য, ইহাও উভয় মতে স্বীকার করেন। অতএব এ মতকে গ্রহণ করিলে যদি দোষ হয়, তবে উভয় মতেই সমান দোষ স্পর্শিবে। বস্তু সকল পৃথক্ পৃথক্ কালে উৎপন্ন হইলে ইচ্ছার নিত্যত্বে দোষ পড়ে না, যেহেতু, পরমেশ্বর কালাতীত, বস্তু সকল কালিক। যে কালে যাহার উৎপত্তি তাঁহার নিত্যেচ্ছায় হয় সেই কালে সেই বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাতে তাঁহার ইচ্ছার নিত্যতায় কোন ব্যাঘাত জন্মে না। ক্রিয়া ও গুণের সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধকে সমবায় কহেন, সেই সম্বন্ধে জগৎকর্ত্তৃত্ব জগৎকর্ত্তা যে ঈশ্বর, তাঁহাতে আছে, ইহাও সকল-মত সিদ্ধ, কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কর্ত্তা শব্দ প্রয়োগ হয় না। আর দিক কাল আকাশের অনুং-

বলিত কি ঈশ্বর, কি অন্য কোন পদার্থকে মনেও ভাবা যায় না; অতএব দিক্ কাল আকাশের অভাব স্বীকার করিলে কোন বস্তুর প্রমাণ হইতে পারে না। ঈশ্বরকে খৃষ্টানেরা ও নৈয়ায়িকেরা উভয়েই নিত্য কহেন অর্থাৎ যাবৎ কাল ব্যাপিয়া আছেন; অতএব সেই নিত্যকাল না থাকিলে ঈশ্বর নিত্য হয়েন না অথবা নিত্য শব্দের অর্থ এই যে, প্রথম ও অন্ত নাই। এ অর্থ যেমন ঈশ্বরে সম্ভবে, সেইরূপ কালেও সম্ভবে ও ঈশ্বরের নিত্যত্ব জ্ঞানে কালের জ্ঞানের সাপেক্ষ হয়। আর প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের সমবায়ি-কারণ জগতের অতি সূক্ষ্মতম অবয়ব হয়, তাহার নাশ অসম্ভব, সেই পৃথিব্যাদির সূক্ষ্মতম ভাগকে পরমাণু কহেন, অবয়বরহিত পরমেশ্বরকে অথবা অভাবকে পরমাণুর সমবায়ি-কারণ কহা যায় না। অতএব পরমাণুর জন্য হওয়া অসম্ভব, ঐ সকল পরমাণু ঈশ্বরেচ্ছায় পৃথক্ পৃথক্ দেশে পৃথক্ পৃথক্ কালে পৃথক্ পৃথক্ আকারে একত্র হইয়া নানাসৃষ্টি হইতেছে। যে যে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ত্তা, সেই সেই কর্ত্তা দ্রব্যসংযোগে কার্য্য সম্পন্ন করেন প্রত্যক্ষ দেখি এবং ঈশ্বরকে জ্ঞান পূর্ব্বক জগৎকর্ত্তা সকল মতে মানেন। অতএব পরমাণু কাল আকাশ সমভিব্যাহারে তাহারও স্রষ্টৃত্ব নিশ্চিত হয়, ইহাতে মহাশয় যে দোষ দেন, এমতে কর্ত্তা ও জীব বড়, ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর হয়েন, তাহা লগ্ন হয় না, যেহেতু, ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব ও স্বতন্ত্রকর্তৃত্ব, জীবের কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব তাহাও ঈশ্বরাধীন হয়, কিঞ্চিৎ অংশে সাম্য হইলে ঈশ্বরত্ব হয় না। মিসনরি মহাশয়েরা এবং আমরা ঈশ্বরকে ইচ্ছাবিশিষ্ট ও দয়াবিশিষ্ট কহি, জীবকেও দয়ালু ও ইচ্ছাবিশিষ্ট কহিয়া থাকি। ইহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে কি মিসনরি মহাশয়েরা কি আমরা কেহ বড় ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর স্বীকার করি না।

মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রতি দোষোল্লেখ করেন, যে, সংস্কৃত-শব্দ রচিত মন্ত্র ও সেই মন্ত্রপূর্ব্বক যাগ নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল জন্মে, সে ঈশ্বর হয়, এ দর্শনে এমত কহেন। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে নানা ভাষা ও শাস্ত্র এবং ভাষা ও দ্রব্য দুই জড় ও মনুষ্যের অধীন, কিন্তু মনুষ্যের অধীন যে দ্রব্য ও ভাষা, তাহার অধীন যে যে কর্ম্মফল, তাহাকে এই শাস্ত্রে ঈশ্বর কিরূপে কহেন? পুনরায় লিখেন যে, মীমাংসা-শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর কর্ম্মরূপী এক হয়েন, কিন্তু কর্ম্ম নানা, এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব কি প্রকারে প্রতীত হয়? বিশেষতঃ যে যে দেশে সংস্কৃত শব্দে কর্ম্ম না হয়, সে সে স্থান অনীশ্বরীয় কেন না হয়?

উত্তর—প্রথমতঃ, আপনার দুই আশঙ্কার পূর্ব্বাপর ঐক্য নাই। একবার লিখিলেন, কর্ম্মফল ঈশ্বর, পুনরায় লিখিলেন, ঈশ্বর কর্ম্ম হয়েন। সে যাহা হউক, মীমাংসকেরা দুই প্রকার হয়েন, যাঁহাদের কর্ম্ম পর্য্যন্ত কেবল পর্য্যবসান, তাঁহারা নাস্তিকের প্রভেদ। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া কর্ম্ম হইতে তাবৎ ভোগাভোগ মানেন, তাঁহাদের তাৎপর্য্য এই যে, যে মনুষ্য সৎকর্ম্ম করে, সে উত্তম ফল পায়, অসৎ কর্ম্ম করিলে অধম ফল পায়। ঈশ্বর ইহাতে নির্লিপ্ত। কাহাকে ঈশ্বর আপন আরাধনাতে ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া সুখ দেন, কাহাকে বা আপন হইতে ঔদাস্য প্রদান পূর্ব্বক অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া আরাধনা করে না, এ নিমিত্তে দুঃখ দেন; এমত স্বীকার করিলে তাঁহাতে বৈষম্যদোষ হয়, যেহেতু, উভয়ই তাঁহার সমান কার্য্য হয়, অতএব এরূপ মীমাংসামতে ঈশ্বরের একত্বে কোন দোষ হয় না।

পাতঞ্জলমতে দোষ দিবার সময়ে লিখেন যে, ঐ শাস্ত্রে যোগসাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন; অতএব মীমাংসক মতে পাতঞ্জল-মতকে ভুক্ত করা গেল।

উত্তর - পাতঞ্জল-মতে যোগসাধন দ্বারা সর্ব্বদুঃখ নিবারণ হইয়া মুক্তি হয়, এমত কহেন এবং ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ, অতীন্দ্রিয়, চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বাধ্যক্ষ কহেন; অতএব মহাশয় কি বিবেচনায় মীমাংসা মতে পাতঞ্জল-মতকে ভুক্ত করিলেন, জানিতে পারিলাম না।

সাংখ্য-মতে দোষ দেন যে, প্রকৃতি-পুরুষ চণক দ্বিদল, তাহাতে পুরুষের প্রাধান্য-বিধানে তাঁহাকে অরূপী ব্রহ্ম কহেন, ইহাতে ঈশ্বরের দ্বৈত আইসে।

উত্তর—অদৃশ্য ও ব্যাপক প্রকৃতি কার্য্যোৎপত্তিতে ও বিশ্বের প্রবাহে চৈতন্যের প্রাধান্য কেবল হয়; সুতরাং চৈতন্য কেবল ব্রহ্ম হয়েন। বেদার্থবক্তাদের যদ্যপিও অন্য অন্য অনাত্মপদার্থে মতভেদ আছে, কিন্তু ঈশ্বরকে আকার ও রূপ কিংবা জন্ম ও মৃত্যুবিশিষ্ট কহেন না।

ইহার শেষ উত্তর দুয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবে।

সংখ্যা ২।

আঠার শত একুশের ১৪ই জুলাইয়ের সমাচার-দর্পণে লিখিত পত্রের একদেশ, যাহাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের দোষ কল্পনা আছে।

পঞ্চম প্রশ্ন। পুরাণ ও তন্ত্র-শাস্ত্রাদিতে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম ও রূপ ও ধাম মানিয়া উপাস্য উপাসনা জীবের সহিত জীবের কল্যাণদায়ক বিধানে স্থির পূর্ব্বক গুরুকরণীয় গৌরব ও গুরু-বাক্যে দৃঢ়তার বিধান করিয়াছেন এবং ঐ সাকার ঈশ্বরের অস্মদাদির ন্যায় স্ত্রী-পুত্র ও বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী স্থির পূর্ব্বক বিভুত্ব মানিতেছেন। ইহা অতি আশ্চর্য্য। আদৌ এ মতে নানা ঈশ্বর ও বিষয়ভোগী সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, নামরূপবিশিষ্টের বিভুত্ব কোন ক্রমে সম্ভবে না। যদি বল, অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় তাঁহার নহে, এ কথা উত্তম, কিন্তু প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যেরূপ অস্মদাদি আছি, তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়যুক্ত মানিতে হইবে, অপ্রাপঞ্চিক বিষয় কখন প্রপঞ্চরচিত জীবে জানিতে পারে না। তবে কি ক্রমে তাঁহার নাম ও রূপ স্বীকার করি? তৃতীয়তঃ, ঐ শাস্ত্রে কহেন, ঈশ্বর নাম-রূপবিশিষ্ট, কিন্তু জীবে প্রপঞ্চ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পায় না, এ বিধানে রূপ নাম কি ক্রমে মানিতে পারি? চতুর্থ, গুরুবাক্যনিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ ঐ শাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভূত নহেন, তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক? বরং বোধ হয় যে ব্যক্তি দ্বারা পরম পথ জানিবার ইচ্ছা যাহার থাকে, তাহার কৃতিত্ব সুন্দর জ্ঞাত। পরে যদি তাঁহার কথায় দার্ঢ্য করে, তথাচ সম্ভব, তদ্ভিন্ন দেশ-চলিত লৌকিক গুরু করণীয় দ্বারা লাভ কি?

ষষ্ঠ প্রশ্ন। হিন্দুদের শাস্ত্র-মতে জীবের জন্ম-মৃত্যু কর্ম্মবশতঃ বারংবার স্থাবর-জঙ্গম শরীর হয়, কেচিৎ মতে এই দেহত্যাগ পরে অথচ স্বর্গ-নরক ভোগ হয় ও কেচিৎ মতে ভোগাভাব ও ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্য বর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম-ভোগ ও অন্য জীবের কর্ম্ম নাই। ইহার কোন্ মত সত্য, পরস্পর শাস্ত্রের সমন্বয় কি ক্রমে সম্ভব আজ্ঞা হবে।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূরদেশ হইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন-সংবলিত পত্র প্রেরণ

করিয়াছেন। তাঁহার বাসনা এই যে, ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন ; অতএব ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন, তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবে।

———

সমাচার-দর্পণের পত্রের উত্তর—যাহাতে হিন্দুর শাস্ত্রের দোষ উদ্ধার আছে ও যাহা শ্রীরামপুরে পাঠান গিয়াছিল, কিন্তু ছাপা-কর্ত্তা সমাচার-দর্পণে স্থান দেন নাই ; এ নিমিত্ত তাহার একদেশ ইহাতে ছাপান গেল।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর—পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দোষোল্লেখ করেন যে, তাহাতে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম, রূপ ও ধাম মানিয়া জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য কহিয়াছেন এবং গুরুকরণের বিধি ও গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিতে লিখেন। ঐ সাকার ঈশ্বরকে স্ত্রী-পুত্রবিশিষ্ট ও বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিয়া তাঁহার বিভুত্ব মানিতেছেন। এমতে আদৌ নানা ঈশ্বর ও বিষয়ভোগী সম্ভবে। দ্বিতীয়তঃ, নামরূপবিশিষ্টের বিভুত্ব কোন মতে সম্ভবে না। তৃতীয়তঃ, ঐ শাস্ত্রে কহেন, ঈশ্বর নামরূপবিশিষ্ট, কিন্তু প্রপঞ্চ চক্ষুর দ্বারা জীব দেখিতে পায় না, এ বিধানে নামরূপ কি প্রকারে মানিতে পারি ?

উত্তর—পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ব্বথা ঈশ্বরকে বেদান্তানুসারে অতীন্দ্রিয়, আকার-রহিত কহেন। পুরাণে অধিক এই যে, মন্দবুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক্ প্রকারে পরমার্থ-সাধন বিনা জন্মক্ষেপ করিবে কিংবা দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবে ; অতএব নিরবলম্বন হইতে ও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির সর্ব্বদা গ্রহ হয়, তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ হয়, পরে পরে যত্ন করিলে যথার্থ জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু বারংবার ঐ পুরাণাদি সাবধান পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, এ সকল রূপাদি বর্ণন কেবল কল্পনা করিয়া মন্দবুদ্ধির নিমিত্ত লিখিলাম, বস্তুতঃ পরমেশ্বর নামরূপহীন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম-বিষয়-ভোগ-রহিত হয়েন। মাণ্ডুক্য-ভাষ্যধৃত বচন,—"নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেঽনুকল্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ।" স্মার্ত্তধৃতযমদগ্নিবচন,—"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" মহানির্ব্বাণতন্ত্রে,—"এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্।" কিন্তু ইহা বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য যে, তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ত নাই, সেই মহাপুরাণ ও পুরাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার, এ নিমিত্ত শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজনধৃত হয়, তাহারই প্রামাণ্য অথবা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয়, এমত নহে, অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি—যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে, তাহা আধুনিক হইবার সম্ভব আছে। কোন কোন পুরাণ-তন্ত্রাদি এক দেশে চলিত আছে, অন্য দেশীয়েরা তাহাকে কাল্পনিক কহেন, বরঞ্চ এক দেশেই কতক লোক কাহাকে মান্য করেন, কতক লোক নবীন কৃত জানিয়া অমান্য করেন। অতএব সটীক কিংবা মহাজন-ধৃত পুরাণ-তন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন। গ্রন্থের মান্যামান্যের সাধারণ নিয়ম এই, যে সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ

অর্থ কহে,তাহা অপ্রমাণ। মনুঃ,—"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ।" কিন্তু মিসনরি মহাশয়েরা উপনিষদাদি ও প্রাচীন স্মৃত্যাদি ও শিষ্ট-সংগৃহীত পরম্পরাসিদ্ধ তন্ত্রাদি এ সকলের অর্থের বিবরণ ইংরেজী ভাষাতে প্রায় করেন না, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ, শিষ্টের অসংগৃহীত, পরম্পরায় অসিদ্ধ গ্রন্থের বিবরণ আপন ভাষাতে করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম অতি কদর্য্য, ইহাই সর্ব্বদা প্রকাশ করেন। পুরাণ ও তন্ত্রের দোষ দিবার উদ্দেশে লিখিয়াছেন যে, পুরাণে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম-রূপ কহেন ও স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট ও বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী কহেন। ইহাতে নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়-ভোগ সম্ভবে ও ঈশ্বরের বিভুত্ব থাকে না; অতএব মিসনরি মহাশয়দিগকে বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা মনুষ্যরূপবিশিষ্ট যীশুখৃষ্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলিগোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কি না, আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর যীশুখৃষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-ভোগ ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভোগ তাঁহারা মানেন কি না এবং তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী ভূত স্বীকার করেন কি না অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধ হইত কি না, তাঁহার মনঃপীড়া হইত কি না, তাঁহার দুঃখ-বেদনাদি জন্মিত কি না ও তাঁহার আহারাদি ছিল কি না? তেঁহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কি না ও তাঁহার জন্ম-মৃত্যু হইয়াছিল কি না এবং সাক্ষাৎ কপোতরূপাবিশিষ্ট হোলিগোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিতেন কি না আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা যীশুখৃষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কি না? যদি এ সকল তাঁহারা স্বীকার করেন, তবে পুরাণের প্রতি এ দোষ দিতে পারেন না যে, পুরাণ মতে ঈশ্বরের নাম-রূপ সিদ্ধ হয় ও তাঁহাকে বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিতে হয় ও ঈশ্বরকে স্ত্রী-পুত্রবিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকারবিশিষ্ট হইলে তাঁহার বিভুত্ব থাকে না, যেহেতু, এ সকল দোষ অর্থাৎ ঈশ্বরের নানাত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়ভোগ ও অবিভুত্ব সংপূর্ণ মতে তাঁহাদের প্রতি সংলগ্ন হয়। যদি কহেন যে, তাবৎ অসম্ভব বস্তু যাহা সৃষ্টির প্রণালীর অতি বিপরীত, তাহা ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা সম্ভব হয়, তবে হিন্দুরা ও মিসনরিরা উভয়েই আপন আপন অবতারের সংস্থাপনের জন্য এই অযোগ্য সিদ্ধান্তকে অবলম্বন সমানরূপে করিতে পারেন। বৃদ্ধ ব্যাস মহাভারতে সত্য কহিয়াছেন, "রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।" বরঞ্চ পুরাণে কহেন যে, নাম ও রূপ ও ইন্দ্রিয়-ভোগাদি যাহা ঈশ্বরের বর্ণন করিলাম, সে কাল্পনিক, মন্দবুদ্ধির চিত্তাবলম্বনের নিমিত্ত কহিয়াছি। কিন্তু মিসনরি মহাশয়েরা কহেন যে, বায়বেলে নাম, রূপ ও বিষয়-ভোগ যে ঈশ্বরের বর্ণন আছে, সে যথার্থ; অতএব নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের অবিভুত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসিত্ব দোষ তথ্যরূপে মিসনরি মহাশয়দের মতেই কেবল উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুদের পুরাণ-তন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ, কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন, বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে ঐ পুরাণাদির বচন অগ্রাহ্য হয়। "শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা॥" স্মার্ত্ত ধৃত বচন। কিন্তু বায়বেল মিসনরি মহাশয়দের সাক্ষাৎ বেদ হয়েন, যাহার বর্ণনের দ্বারা তাঁহারা এ সকল অপবাদ যথার্থ জানিয়া ঈশ্বরে দিয়া থাকেন; অতএব যথার্থ দোষ ও দোষের আধিক্য তাঁহাদের মতেই দেখা যায়।

ষষ্ঠ লিখিয়াছেন যে, যে গুরুর বস্তু অনুভূত নহে, তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক হয়? দেশচলিত লৌকিক গুরুকরণের কি ফল?

উত্তর।—এ আশঙ্কা হিন্দুর শাস্ত্রে কোন মতে উপস্থিত হয় না, যেহেতু, শাস্ত্রে কহেন, যে ব্যক্তির বস্তু অনুভূত আছে, তাঁহাকেই গুরু করিবে, অন্য প্রকার গুরুকরণে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। মুণ্ডক-শ্রুতিঃ,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" তন্ত্রে,—"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ।" গুরুর লক্ষণ,- "শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ" ইত্যাদি। কৃষ্ণানন্দ-ধৃত বচন।

শেষে লিখেন যে, হিন্দুদের শাস্ত্রমতে কর্ম্মবশতঃ বারংবার স্থাবর-জঙ্গম শরীর হয় ও কোন মতে এই দেহ-ত্যাগ, পরে অখণ্ড স্বর্গ-নরক ভোগ হয়, কোন মতে ভোগাভাব।

উত্তর—হিন্দুর কোন মতে এমত লিখিত নাই যে, ভোগাভাব। এ নাস্তিকের মত, কিন্তু ইহা প্রমাণ বটে যে, শাস্ত্রে লিখেন যে, কোন কোন পাপ-পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয়, কাহার বা পাপ-পুণ্যের ভোগ মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকে ঈশ্বর দেন, কাহার বা পাপ-পুণ্যের ভোগ অন্য স্থাবর-জঙ্গমাদির শরীরে পরম নিয়ন্তা দিয়া থাকেন, ইহাতে পরস্পর কি দোষ জন্মে যে, সমন্বয় করিতে লিখিয়াছেন? খৃষ্টান-মতেও ভোগের নানা প্রকার লিখন আছে, কাহার বা পাপ-পুণ্যের ভোগ ঈশ্বর ইহলোকেই দেন। যেমন ইহুদীদিগকে বারংবার তাহাদের পাপ-পুণ্যের ফল ইহলোকে ঈশ্বর দিয়াছেন। এরূপ বায়বেলে লিখিত আছে, বরঞ্চ যিশুখ্রীষ্ট আপনি কহিয়াছেন যে, ব্যক্তরূপে দান করিলে তোমাদের কর্ম্মফল এই লোকেই প্রাপ্ত হইবে আর কাহার বা মৃত্যুর পরে শুভাশুভ ভোগ হইয়াছে, ইহাও ঐ বায়বেলে লিখেন, এরূপ কথনে বায়বেলে অনৈক্য-দোষ জন্মে না, যেহেতু, পরমেশ্বর ফলদাতা, কাহাকে এই লোকেই ফল দেন, কাহাকেও বা পরলোকে ফল দেন। খ্রীষ্টানেরা সকলে স্বীকার করেন যে, এ দেহ নাশ হইলে পাপ-পুণ্যের ফল-দানের সময় ঈশ্বর জীবকে এক শরীর দিয়া সেই শরীর-বিশিষ্ট জীবকে সুখ অথবা দুঃখরূপ কর্ম্মফল দিবেন। যদি সৃষ্টির প্রণালীর অন্য প্রকারে জীবকে শরীর দিয়া ঈশ্বর কর্ম্মফল ভোগ করাইতে পারেন, এমত তাঁহারা মানেন, তবে সৃষ্টির পরম্পরা নির্ব্বন্ধের অনুসারে দেহ দিয়া জীবকে ভোগাভোগ দেন, ইহাতে অসম্ভব জ্ঞান কেন করেন? ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্য বর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ নাই, আপনি লিখিয়াছেন, এমত কোন স্থানে আমাদের শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অন্য বর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্ম নাই, ইহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদোক্ত কর্ম্ম নাই, সে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বটে, অতএব শাস্ত্রের পরস্পর সর্ব্বথা সমন্বয় আছে, এইরূপ ও পরস্পর দর্শনের মধ্যেও জানিবেন অর্থাৎ দর্শন ঈশ্বরকে এক অতীন্দ্রিয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহেন, কেবল অন্য অন্য পদার্থের নিরূপণে যিনি যে প্রকার বেদার্থ বুঝিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। সেইরূপ বায়বেলেরও টীকাকারদের কোন কোন অংশে পরস্পর অনৈক্য হওয়াতে বায়বেলে দোষ জন্মে না এবং টীকাকারদের মহিমার লঘুতা হয় না।

পুনশ্চ হিন্দুর শাস্ত্রে যুক্তিবিরুদ্ধ যে দোষ দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিলাম। কালিকাতা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে

পাদরী মহাশয়েরা আছেন,পশ্চাতের লিখিত তাঁহাদের মত কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হয়, ইহার মীমাংসা লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন। যিশু-খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন; কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন? যিশুখ্রীষ্ট কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন, কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।

ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন, পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, হোলিগোষ্ট ঈশ্বর।

ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চ ভাবে আরাধনা করিবে কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে যিশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন যে, পুত্র অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতো-ভাবে অভিন্ন অথচ কহেন, তিনি পিতার তুল্য হয়েন, কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতি-রেক তুল্যতা সম্ভবে না। এ সকলের উত্তর পাইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।

---

৩ সংখ্যা।

নমো জগদীশ্বরায়।

ব্রাহ্মণ-সেবধির দুইয়ের সংখ্যা—যাহা কয়েক সপ্তাহ হইল ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত হইয়া প্রচার হইয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তর ফ্রেণ্ড ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ৩৮ সংখ্যায় কেবল ইংরেজী ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রীয় বিচার প্রধানরূপে এতদ্দেশীয়ের উপকারের নিমিত্ত আর আনু-সঙ্গিকরূপে বিলাতি লোকের ব্যবহারের জন্য উভয় পক্ষে আরম্ভ হইয়াছে। এ কারণ আমার এই প্রতীক্ষা ছিল যে, ফ্রেণ্ড-ইণ্ডিয়া গ্রন্থকর্ত্তা কিংবা অন্য কোন মিসনরি মহা-শয় ইহার প্রত্যুত্তর ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতে রচনা করিয়া আমার ব্রাহ্মণ-সেবধিতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পাঠাই-বেন, তাহাতে কেবল ইংরেজী উত্তর পাইয়া নিরাশ হইলাম। সে যাহা হউক, যেরূপ উত্তর লিখিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিলাম এবং সেই প্রত্যুত্তরের উত্তর বিনয়পূর্ব্বক লিখিতেছি।

আমার প্রথম প্রশ্ন ব্রাহ্মণ-সেবধিতে এই ছিল যে, "যিশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন। কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন?" তাহাতে যে নিদর্শনের দ্বারা আমি ঐ প্রশ্ন করিয়া-ছিলাম, তাহাকে আপনি অতথ্য জানাইয়া লিখিয়াছেন যে, "বাইবেলে এমত কোন স্থানে লিখেন নাই যে, পুত্র যিশুখ্রীষ্ট সাক্ষাৎ পিতা ঈশ্বর হয়েন," এ নিমিত্ত আমি যে কারণে এ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ লিখা আবশ্যক জানিলাম যাহাতে সকলে বিবেচনা করিবেন যে, ঐ প্রশ্ন তাঁহা-দের আলাপে এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ অনু-সারে যুক্ত কি অযুক্ত হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উপদেশকর্ত্তারা ইহা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর এক ও যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয়েন। তাঁহাদের এই উক্তির দ্বারা আমি সুতরাং ইহা উপলব্ধি করিয়া-ছিলাম যে, তাঁহারা ইহা অভিপ্রায় করেন যে, পুত্র যিশুখৃষ্ট সাক্ষাৎ পিতা হয়েন; অতএব পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারেন ইহাই প্রশ্ন করিয়াছি, যেহেতু, যদি কোন ব্যক্তি কহে যে, দেবদত্ত এক হয় আর যজ্ঞদত্ত তাহার পুত্র, কিন্তু পুনরায় কহে যে যজ্ঞদত্ত সাক্ষাৎ দেবদত্ত হয়, তবে আমরা ইহার দ্বারা এই উপলব্ধি করিব যে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হয় এবং জিজ্ঞাসা করিব যে, পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারে? যে যাহা হউক, খ্রীষ্টান

ধর্ম্মের প্রধান পাদরীদের মধ্যে গণিত হইয়া আপনি যখন ইহা কহিলেন যে, "বায়বেলে এমত কোন স্থানে লিখেন নাই যে, পুত্র পিতা হয়েন, বরঞ্চ বায়বেলে এমত কহেন যে, পুত্র যিশুখ্রীষ্ট স্বভাবে এবং স্বরূপে পিতার তুল্য হয়েন ও পিতা হইতে পৃথক্ ব্যক্তি হয়েন" আর আমাকে মনুষ্য-জাতির মধ্যে বিবেচনা করিতে অনুমতি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক পুত্র তাহার পিতার সহিত যদি এক মনুষ্যস্বভাব না হয়, তবে সে অবশ্য রাক্ষস হইতে পারে। যদি আমি বায়বেলের অর্থ আপনার অপেক্ষা অধিক জানি অভিমান করি, তবে আমার অতিশয় স্পর্দ্ধা হয়; অতএব আপনার অনুমতিক্রমে ঐ সাদৃশ্যের দ্বারা [আ]মি ইহা অঙ্গীকার করিতাম যে, ঈশ্বরের [পু]ত্র ঈশ্বর হয়েন, যেমন মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য [হ]য়। যদি ঐ স্বীকারের দ্বারা আপনার অন্য [এ]ই বিশেষ উপদেশকে অবশ্যই পরিত্যাগ [ক]রিতে না হইত যে, "পুত্র যিশুখ্রীষ্ট পিতার [স]হিত সর্ব্বকাল স্থায়ী হয়েন," যেহেতু, [মন]ুষ্যের পুত্র মনুষ্য হয়, এই সাদৃশ্যের দ্বারা [ঈ]শ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন, ইহা যেমন উপলব্ধি [হ]য়, সেইরূপ ঐ সাদৃশ্যে ইহাও প্রতিপন্ন হয় [যে], পুত্র পিতার সমকালীন কোন মতে হইতে [পা]রেন না। কেন না, যদি মনুষ্যের পুত্রকে [পি]তার সমকালীন স্বীকার করা যায়, তবে [তা] রাক্ষস হইতেও কোন অধিক অদ্ভুত [হ]ইতে পারিবে। পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী [য]াবৎ ব্যক্তিরা ইহা স্বীকার করেন যে, [ঈ]শ্বর যখন মনুষ্যকে কোন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র [উ]পদেশ করেন, তখন তাঁহাদের ভাষার নিয়[মি]ত অর্থের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। [অ]তএব আমি বিনয় পূর্ব্বক আপনার নিকট [আ]মার পরের প্রশ্নের এক স্পষ্ট উত্তর প্রার্থনা [ক]রিতেছি। মিসনরি মহাশয়েরা 'ঈশ্বর' এই [শ]ব্দকে সংজ্ঞা শব্দ কহেন, কি জাতি শব্দ কহেন, ইহা জানিতে চাহি। যেহেতু, গুণ ও ক্রিয়া ভিন্ন যাবৎ শব্দ এই দুই প্রকার অর্থাৎ কতক জাতি শব্দ ও কতক সংজ্ঞা শব্দ হয়। যদি কহেন যে, ঈশ্বর এই পদ সংজ্ঞা শব্দ হয়, তবে তাঁহারা কদাপি কহিতে পারিবেন না যে, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন। কিরূপে আমরা মানিতে পারি যে, দেবদত্তের কিংবা যজ্ঞদত্তের পুত্র সাক্ষাৎ দেবদত্ত কিংবা যজ্ঞদত্ত হয় অথবা দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের সমানকালীন হয়। আর যদি ইহা কহেন যে, ঈশ্বর এই পদ জাতিবাচক হয়, তবে মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য, এই সাদৃশ্যের বলেতে তাঁহারা কহিতে পারেন যে, ঈশ্বরের পুত্রও ঈশ্বর হয়েন, কিন্তু এ প্রয়োগ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, পুত্র ও পিতা উভয়ে এককালীন হয়েন। যেহেতু, পুত্রের সত্তা পিতার সত্তার পরকালীন অবশ্যই হইয়া থাকে।

এমতে ঈশ্বর ও মনুষ্য এই দুই জাতিবাচক শব্দের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ হইবে যে, মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় অনেক ব্যক্তি, আর ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় মিসনরিদের মতে তিন ব্যক্তি হয়েন, যাঁহাদের অধিক শক্তি ও সত্ত্বস্বভাব হয়, কিন্তু কোন এক জাতির আশ্রয় ব্যক্তি যদি সংখ্যাতে অল্প হয় এবং শক্তিতে অধিক, তথাপি জাতিগণনার মধ্যে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জগতের বিচিত্র রচনার সূক্ষ্মদর্শীদের নিকটে প্রসিদ্ধ আছে যে, এক পাঠীন মৎস্যের গর্ভে যত ডিম্ব জন্মে, তাহা হইতে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় সমুদায় ব্যক্তিরা গণনায় ন্যূন সংখ্যা হয় এবং শক্তিতে অতিশয় অধিক হয়, এ নিমিত্তে মনুষ্য শব্দের জাতিবাচকত্বে কোন ব্যাঘাত হয়, এমত নহে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় ব্যক্তি দেব-

দন্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যদ্যপিও পিণ্ডেতে পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু মনুষ্যত্ব-স্বভাবে এক হয়। সেইরূপ আপনার মতে ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও ঈশ্বরত্বস্বভাবে এক হয়েন, অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলিগোষ্ট ঈশ্বর। আপনারা কহেন যে, ঈশ্বর এক হয়েন, সে কি এইরূপে এক কহিয়া থাকেন? কি আশ্চর্য্য! এরূপ যাঁহাদের মত, তাঁহারা কিরূপে হিন্দুকে অনেক-ঈশ্বরবাদী দোষ দিয়া উপহাস করেন? যেহেতু, হিন্দুরা অনেকে কহেন যে, ঈশ্বর তিন হইতে অধিক হইয়াও বস্তুতঃ ঈশ্বরত্ব ধর্ম্মে সকলে এক হয়েন।

আমার তৃতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, "আপনারা ঈশ্বরকে এক কহেন, অথচ কহেন, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলিগোষ্ট ঈশ্বর।" ইহা আপনি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে, "বায়বেলে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট এই তিনকে এক ঈশ্বরীয় স্বভাব ও পরিপূর্ণ করিয়া কহেন, এবং কহেন যে, যদ্যপিও তাঁহারা তিন পৃথক্ ব্যক্তি হয়েন, তথাপিও একস্বভাব ও একধর্ম্মী হয়েন ও বায়বেলে মনুষ্যের প্রতি আজ্ঞা দেন যে, ঐ প্রত্যেক ঈশ্বরকে আরাধনা করিবে।" অধিকন্তু আপনি লিখেন যে, বায়বেলে কহেন, "পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট তুল্যরূপে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যকে দেন ও তুল্যরূপে মনুষ্যের অপরাধ ক্ষমা করেন," কিন্তু যাহা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ কিরূপে হয়, তাহার ছন্দাংশে না গিয়া বরঞ্চ স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাতে কোন যুক্তি নাই, এবং অযুক্তিসিদ্ধ ক্রটি বায়বেলে নিক্ষেপ করিয়াছেন, যেহেতু, কহেন যে, "বায়বেল যদ্যপিও এ সকল বৃত্তান্ত স্পষ্ট কহিয়াছেন, তথাপি, আমাদিগকে জানান নাই যে, কিরূপে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট স্থিতি করেন ও কিরূপে তিনেতে এক হয়েন।" আর আপনি লিখেন যে, "যদ্যপিও বায়বেল আমাদিগকে জানাইতেন, তথাপি আমাদের নিশ্চয় হয় না যে, আমরা বোধগম্য করিতে পারিতাম", অতএব আপনাকে ও অন্য মিসনরিদিগকে বেদান্ত ও অন্য অন্য শাস্ত্রে অযুক্তিসিদ্ধ দোষ সমাচার-দর্পণে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, তাঁহাদের মূলধর্ম্ম এরূপ অযুক্তিসিদ্ধ হয়, যে হেতু, এরূপ বিবেচনা প্রথমে করিলে আপনার মূলধর্ম্ম অযুক্তিসিদ্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিবার মনস্তাপ পাইতেন না। তথাপি আপনি ঐ মত যাহা সর্ব্বদা যুক্তির এবং প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়, তাহাতে লোকের নিষ্ঠা জন্মাইবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন যে, "যে সকল বস্তু আমাদের নিকট ও মধ্যে আছে ও যাহার বিশেষ উপলব্ধি আমাদের হয় নাই, অথচ আমরা তাহার সত্তাতে কোন সন্দেহ করি না, যেমন বৃক্ষের চারা ও বৃক্ষ সকল কিরূপে মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে ও সেই রস পত্রে ও পুষ্পে ও ফলে প্রদান করে, ইহার বিশেষ কারণ না জানিয়াও লোকে বিশ্বাস করে এবং কিরূপে জীব শরীরের অধ্যক্ষ হয়েন যে, আপন ইচ্ছাতে মনুষ্য মস্তকের উপর হস্ত প্রদান করে আর কিরূপে এই দেহকে অত্যন্ত শ্রমে নিয়োজিত করে, এ সকল বস্তুর কারণ না জানিয়াও বিশ্বাস করা যায়, যাহা আমাদিগকে বেষ্টিয়া আমাদের মধ্যে আছে, অতএব ইহাতে আমরা অসন্তোষ জানাইতে পারি না যে, তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি হয়েন, তিনি আপনার অনন্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষরূপে স্থিতি করেন, তাহা আমাদিগকে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা স্বীকার করেন

নাই।" আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে, আপনি কিংবা কোন সাধারণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই সাদৃশ্যের অত্যন্ত অযোগ্য ও অসংলগ্ন হওয়াকে উপলব্ধি করিতে না পারেন অর্থাৎ যে সকল বস্তু আমাদিগকে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে ও ভিন্ন ঈশ্বরের এক হওয়া যাহা আমাদিগকে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে কি থাকিবেন, কেবল খ্রীষ্টানদের মনঃকল্পনাতে আছেন, এই দুয়ের সাদৃশ্য কি প্রকারে হইতে পারে? বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পত্র ও পুষ্পকে উৎপন্ন করা ও শরীরের উপর জীবের অধ্যক্ষতা সেই প্রকার হয়, যাহা আমাদিগকে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে এবং কি খৃষ্টান কি খৃষ্টান ভিন্ন সকলের সমানরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়, এবং যাহার ইন্দ্রিয় আছে, সে কদাপি ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। যদ্যপিও কিরূপে ও কি নিয়মে বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও জীবের অধ্যক্ষতা, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হয় না, কিন্তু ঐ সকল বস্তুর দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষমূলক প্রমাণসিদ্ধ বস্তু সকল আমাদিগকে বলাৎকারে সেই সকল বস্তুতে নিশ্চয় করায়। অতএব জিজ্ঞাসা করি যে, বৃক্ষের বৃদ্ধির ন্যায় ও জীবসংক্রান্ত শরীরের ন্যায় ঐ তিন ঈশ্বরের ঐক্যতা কি আমাদিগকে বেষ্টিয়া কি আমাদের মধ্যে আছে, আর কি তাঁহারা বহিঃস্থিত বস্তুর ন্যায় খৃষ্টানদের ও খৃষ্টান ভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়েন? কি তাঁহারা উত্তরদেশীয় হিমপর্ব্বতের ন্যায় হয়েন, যাহা যদ্যপিও আমি দেখি নাই, কিন্তু তাহার দ্রষ্টাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি এবং অন্য কোন দ্রষ্টা তাহার খণ্ডন করে নাই ও যাহা সকলের দেখিবার সম্ভব হয়। যদি এ প্রকার হইত, তবে আমরা বৃক্ষের ন্যায় ও জীবসংক্রান্ত দেহের ন্যায় ও হিমপর্ব্বতের ন্যায় তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর হওয়াকেও বিশ্বাস করিতাম, যদ্যপিও উপলব্ধির বহিভূর্ত ও উপলব্ধির বিপরীত হয়। অভিপ্রায় করি যে, খ্রীষ্টানেরা তাঁহাদের বাল্যাবধি শিক্ষাবলেতে স্বীকার করেন যে, ঐ তিনই প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়েন, যেমন বাঙ্গলাতে তান্ত্রিকেরা পঞ্চ ব্রহ্ম কহেন অথচ ঐ পাঁচকে এক করিয়া জানেন ও যেমন ইদানীন্তন হিন্দুরা অভ্যাসের দ্বারা অনেক অবতারকে এক ঈশ্বররূপে প্রায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ করিয়া জানেন। খৃষ্টানেরা—যাঁহারা যথার্থরূপে আপন মার্জ্জিত বুদ্ধির অভিমান রাখেন, তাঁহারা কিরূপে এই অনন্বিত সাদৃশ্যকে স্বীকার করেন এবং অন্য অন্যকে ঐরূপ হেত্বাভাসের দ্বারা লোকের ভ্রম জন্মাইতে দেন। ইহার কারণ আমার অভিপ্রায়ে এই হইতে পারে যে, তাঁহাদের পণ্ডিতেরা গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদের ন্যায় এ সকলকে অযথার্থ জানিয়াও লৌকিক নির্ব্বাহের জন্য অনেকের মতে মত দিয়া থাকেন। আমাদের ইহা দেখিতে খেদ জন্মে যে, অনেক খ্রীষ্টানদের বাল্যকালের শিক্ষার দ্বারা অন্তঃকরণ ঐ মতের বিপরীত শুনিলে ইন্দ্রিয়ের ও যুক্তির ও পরীক্ষার নিদর্শনকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়েন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আপন মতাবলম্বীদের উপর অতিশয় প্রভুতা রাখেন, কিন্তু ইহা তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন যে, আপনারা কিরূপে আপন পাদরীদের প্রাবল্যের মধ্যে আছেন যে, এরূপ সাদৃশ্যের ও প্রমাণের দোষ দেখিতে পায়েন না। আপনি প্রথম লিখেন যে, "বায়বেল আমাদিগকে জানান নাই যে, পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট কিরূপে স্থিতি করেন, আর তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি হয়েন, তিনি আপনার অনন্ত ও

সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষরূপে স্থিতি ও ক্রিয়া করেন, তাহা আমাদিগকে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা স্বীকার করেন নাই।" তথাপিও বায়বেলের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহারা কি বিশেষরূপে স্থিতি করেন ও কি কি বিশেষ ক্রিয়া করেন, তাহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিয়াছেন; পুত্র ঈশ্বর, যিনি পিতা ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন, তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তিনি পাপগ্রস্ত মনুষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করিয়া আপনার মহিমাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া আপন লঘুতা স্বীকার করিয়াছেন ও ভৃত্যের আকৃতি গ্রহণ করিয়া পিতা ঈশ্বরের আরাধনা ও আজ্ঞাকারিত্ব স্বীকার করিলেন, আর আপন পিতাকে প্রার্থনা করিলেন যে, যে মহিমা পিতা ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার ছিল এবং যাহাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপন হইতে পৃথক্ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেন, আর তিনি স্বর্গে যেখানে পূর্ব্বে ছিলেন, তথায় পিতার অনুমতিক্রমে আরোহণ করিলেন। পরে তিনি পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন, যে পিতা স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের তাবৎ শক্তি মধ্যস্থ, যে তিনি তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, আর ঈশ্বর হোলিগোষ্ট পুত্র ঈশ্বরের উপর সাক্ষাৎ কপোতরূপে আসিয়া পুত্র ঈশ্বরের অবতার হইবাতে স্বস্তিবাদ করিলেন। "পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, হোলিগোষ্ট ঈশ্বর এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ বিনাশ, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া ও পৃথক্ পৃথক্ সত্তা কহিয়া পুনরায় কহেন যে, তাঁহারা এক হয়েন, আর বাসনা করেন যে, অন্য সকলেও তাঁহাদের এক হওয়াতে বিশ্বাস করে। তিন পৃথক্ দ্রব্যকে এক জ্ঞান করা ক্ষণমাত্রও সম্ভব হয় না, সেই তিনের এক ব্যক্তি স্বর্গে থাকিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নতা দেখান, আর তাঁহার দ্বিতীয় ব্যক্তি ত[illegible] কালে মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া ধর্ম্মযাজন কর[illegible] তাহার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য দুয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যক্তির অ[illegible] প্রায়ানুসারে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপ[illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়েন। যদি নিবাসে[illegible] পার্থক্য ও আধারের ও ক্রিয়ার ও কর্ম্মে[illegible] পার্থক্য বস্তু সকলের পৃথক্ হইবার [illegible] অনেক হইবার কারণ না হয়, তবে এক[illegible] অন্য হইতে পৃথক্ জানিবার অর্থাৎ বৃ[illegible] হইতে পর্ব্বত পৃথক্ ও মনুষ্য হইতে পশ্[illegible] পৃথক্, তাহার প্রমাণ কিছু রহিল না, এই [illegible] সেই উপদেশ, যাহাকে আপনি কহিয়া থাক[illegible] যে, ঈশ্বরের প্রণীত হয় আর যে কো[illegible] পুস্তক এমত উপদেশ করেন যে, ইন্দ্রিয় সক[illegible]লের শক্তিকে পরিত্যাগ না করিলে তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে না, সেই পুস্তক কি পর[illegible]মেশ্বরের প্রণীত হয়, যিনি আমাদের উপকা[illegible] নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন? মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় থাকে ও বাল্যাভ্যাসের ভ্রমে মগ্ন না হয়, সে ব্যক্তি কোন বাক্প্রণালীর দ্বারা যাহা বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষের বিপরীত হয়, তাহাতে প্রতারিত হইতে পারে না। আপনি লিখেন যে, পুত্র ঈশ্বর কিঞ্চিৎ কালের জন্য আপন মহিমাকে পৃথক্ করিয়াছিলেন, আর পিতা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সেই মহিমা দেন ও ভৃত্যের আকারকে গ্রহণ করিলেন। ইহা কি অবস্থান্তর-রহিত পরমেশ্বরের স্বভাবের যোগ্য হয় যে, আপন স্বভাবকে কিঞ্চিৎ কালের জন্য ত্যাগ করেন ও পুনরায় তাহার প্রার্থনা করেন? আর এই কি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের স্বভাবের যোগ্য হয় যে, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ভৃত্যের বেশ ধারণ করেন? এই কি ঈশ্বরের যথার্থ মাহাত্ম্য যাহা আপনি

উপদেশ করিতেছেন? হিন্দুদের মধ্যেও যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, তাঁহারাও আপনার এইরূপ বাক্যরচনা হইতে উত্তম বাক্য-প্রবন্ধ করিতে পারেন। আমি আপনার উপকৃতি স্বীকার করিব, যদি আপনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, আপনার অনেক ঈশ্বর কথন অপেক্ষা হিন্দুর অনেক ঈশ্বরকথন অযুক্তিসিদ্ধ হয়, যদি এমত প্রমাণ না হয়, তবে হিন্দুদের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আপন ধর্ম্মসংস্থাপন-চেষ্টা আপনি আর করিবেন না, যেহেতু, আপনারা ও হিন্দুরা উভয়েই আপন আপন নানা ঈশ্বরবাদকে [illegible] নিমিত্ত ঈশ্বরের অচিন্ত্য ভাব ও [illegible] তুল্যরূপে প্রমাণ দিয়া থাকেন। আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ঈশ্বর হোলিগোষ্ট পুত্র ঈশ্বরের উপদেশার্থে নিযুক্ত হওয়াতে স্বস্তিবাদ করিবার নিমিত্ত কপোতরূপে দেখা দিয়াছিলেন, আর তাহাতে এই যুক্তি দেন যে, "যখন ঈশ্বর আপনাকে মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর করেন, তখন অবশ্যই কোন আকার গ্রহণ করেন।" আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে, ঈশ্বরের কপোতরূপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও কিরূপে হিন্দুকে উপহাস করেন যে, পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর মৎস্য-কপোতের ন্যায় নিরীহ নহে, কি গরুড় ও গরুর বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, কি মৎস্য পায়রা হইতে অধিক প্রয়োজনে আইসে না। আমি হোলিগোষ্ট ঈশ্বরের বিষয়ে এইমাত্র লিখিয়াছিলাম যে, "সাক্ষাৎ কপোতরূপবিশিষ্ট হোলিগোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন কি না, আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা যিশুখৃষ্টকে সন্তান উৎপত্তি করিয়াছেন কি না," ইহার প্রথম প্রশ্নের দ্বারা ইহা তাৎপর্য্য ছিল যে, যিশুখৃষ্টের উপর তাঁহার জলে নিমজ্জন সময়ে কপোতরূপে হোলিগোষ্ট উপস্থিত হইয়াছিলেন আর দ্বিতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল যে, হোলিগোষ্টের বিবাহ যে স্ত্রীর সহিত হয় নাই, তাহাতে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন, যাহা বায়বেলে স্পষ্ট আছে যে, "হোলিগোষ্ট হইতে মেরীর সন্তান হইল," "তোমার উপরে হোলিগোষ্ট আসিবেন" এ দুই বিষয়কেই আপনি সম্যক্ প্রকারে অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু আপনি কি নিদর্শনে ইহা লিখেন যে, আমি এ স্থলে বিদ্রূপ করিবার বাসনা করিয়া অন্যথোক্তি করিয়াছি, ইহার কারণ বুঝিলাম না।

আমার চতুর্থ প্রশ্ন এই ছিল যে, "আপনারা ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে আরাধনা করিবে কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে যিশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধনা করেন।" ইহার উত্তর স্পষ্টরূপে দেন নাই, যেহেতু, আপনি লিখেন যে, "খৃষ্টানেরা যিশুখৃষ্টকে উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার শরীরকে আরাধনা করেন না।" আমি আপন প্রশ্নে এমত কদাপি লিখি নাই যে, খৃষ্টানেরা যিশুখৃষ্ট হইতে তাঁহার শরীরকে পৃথক্ করিয়া উপাসনা করেন যে, আপনি এ প্রকার উত্তর লিখিতে সমর্থ হইতে পারেন না যে, খৃষ্টানেরা যিশুখৃষ্টকে উপাসনা করেন, তাঁহার শরীরকে উপাসনা করেন না, বস্তুতঃ আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে, যিশুখৃষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে প্রপঞ্চাত্মক শরীরে আপনারা আরাধনা করিয়া থাকেন, অথচ ইহাও স্থাপন করিতে উদ্যত হয়েন যে, খৃষ্টানেরা অপ্রপঞ্চভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। যদি আপনি ইহা মানেন যে, দেহবিশিষ্ট চৈতন্যের আরাধনা করা, তাহাই অপ্রপঞ্চভাবে উপাসনা হয়, তবে আপনি কোন ব্যক্তিকে আকারের উপাসক কহিয়া অপবাদ দিতে

অতঃপর পারিবেন না, যেহেতু, কোন ব্যক্তি ভূমণ্ডলে চেতনরহিত দেহকে উপাসনা করেন না। গ্রীকেরা ও রোমানেরা যুপিটরের ও যোনার ও অন্য অন্য তাহাদের দেবতার কি চৈতন্য-রহিত শরীর মাত্রের আরাধনা করিত? তাহাদের লীলারূপ মাহাত্ম্য-কথনের দ্বারা কি ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে, গ্রীকেরা ও রোমানেরা ঐ সকল দেবতা শব্দে তাহাদের দেহবিশিষ্ট চৈতন্যকে তাৎপর্য্য করিত? হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, তাঁহারা কি আপন আপন উপাস্য দেবতার চৈতন্যরহিত দেহকে উপাসনা করেন? এমত কদাপি নহে। যে সকল মূর্ত্তি তাঁহারা নির্ম্মাণ করেন, তাহাকে কদাপি আরাধ্য করিয়া জানেন না, যাবৎ সে সকল মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করেন অর্থাৎ তাহাতে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া উপাসনা করেন। অতএব আপনার লক্ষণের অনুসারে কাহাকেও সাকার উপাসক এই শব্দের প্রয়োগ করা যায় না, যেহেতু, তাহারা কেহ চৈতন্য-রহিত শরীরের উপাসনা করে না। বস্তুতঃ কি মানস মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া, কি হস্তনির্ম্মিত মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা হইবে। আপনি লিখেন যে, "বায়বেলে কহেন, পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট এই তিনে তুল্যরূপে মনুষ্যকে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান করেন ও পাপ হইতে মোচন করেন, আর মনুষ্যকে ধর্ম্মপথে প্রবৃত্তি দেন, যাহা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত স্নেহ ও অত্যন্ত দয়ালু বিনা করিতে পারেন না।" আমি আপনার এই মত অপেক্ষা করিয়া অধিক স্পষ্ট অন্য কোন নানা ঈশ্বরবাদ অদ্যাপি শুনি নাই, যেহেতু, আপনি তিন পৃথক্ ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত দয়াবিশিষ্ট কহেন। আমি এ স্থলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, একের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বদয়ালুত্বের দ্বারা এই জগতের বিচিত্র রচনা ও তাহার রক্ষা হইতে পারে কি না? যদি বলেন, এক সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হইতে পারে, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বীকার করিবাতে মিথ্যা গৌরব হয়। যদি বলেন, এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে সৃষ্টি-স্থিতি হইতে পারে না, তবে তৃতীয় সংখ্যাতে কেন পর্য্যবসান করিব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যার সমান সংখ্যাতে সর্ব্বজ্ঞ [illegible]নের গণনা কেন না করি ও [illegible]্যকের ভাগে এক এক ব্রহ্মাণ্ডকে [illegible] [illegible]হিত করা যায়? ইউরোপদেশীয়েরা যেরূপ [illegible]বিচক্ষণতা রাজকার্য্যের ও শিল্পশাস্ত্রে প্রকাশ করেন, তাহা দৃষ্টি করিয়া অন্য দেশীয় ব্যক্তি সকল প্রথমত অনুমান করেন যে, ইঁহাদের ধর্ম্মও এইরূপ উত্তম যুক্তিসিদ্ধ হইবে, কিন্তু যে ক্ষণে তাহারা এই মত যাহা আপনার দেশে অনেকের গ্রাহ্য হয়, তাহা জ্ঞাত হয়েন, তৎক্ষণমাত্র তাঁহাদের এই নিশ্চয় জন্মে যে, রাজ্যঘটিত উন্নতি যথার্থ ধর্ম্মের সহিত কোন নৈয়ত্য সম্বন্ধ রাখে না।

আমার পঞ্চম প্রশ্ন এই ছিল যে, আপনারা কহিয়া থাকেন যে "পুত্র অর্থাৎ যিশুখ্রীষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন, তিনি পিতার তুল্য হয়েন; কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে তুল্যতা সম্ভবে না।" আপনি এই প্রশ্নের এক অংশকে উত্তরে লিখিয়াছেন যে, আমি প্রশ্ন করিয়াছি যে, কিরূপে পুত্র পিতার তুল্য হইতে পারেন? যদি পিতার সহিত সেই পুত্র একস্বভাব হয়েন। পরে লিখেন যে, এ অনন্বিত প্রশ্ন করা গিয়াছে। আমি এরূপ লিখি নাই যে, এক-স্বভাব হইলে তুল্যতা হইতে পারে না।

[যে]হেতু, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মনুষ্য [স]কল একস্বভাব অথচ পরস্পর কোন [কো]ন অংশে তুল্যতা আছে; কিন্তু আমি [দে]খিয়াছি যে, অভিন্ন হইলে তুল্যতা হইতে [পা]রে না ও মিসনরি মহাশয়েরা কহেন যে, [পু]ত্র পিতা হইতে সর্ব্বথা অভিন্ন অথচ পিতার [তু]ল্য হয়েন। যদি তেঁহ সর্ব্বপ্রকারে অভিন্ন, [ত]বে পরস্পর তুল্যত্ব কখন সম্ভবে না। পিতা [হ]ইতে পুত্রের স্বরূপ ভিন্ন না কহিলে পিতার [তু]ল্য কহা সর্ব্বথা অযুক্ত হয়; অতএব অভি[প্]রায় করি যে, আমার প্রশ্ন অনন্বিত নহে।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, "যিশু[খ্রী]ষ্টকে কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন [অ]থচ কহেন যে, কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা [ছি]ল না।" ইহার উত্তরে আপনি লিখেন যে, [য]তিনি অবতীর্ণ হইয়াও আপন ঈশ্বরত্ব স্বভা[ব]কে সুতরাং প্রকাশ করিতেন, আর স্ত্রী [হ]ইতে জন্ম হইয়াছিল অথচ পাপ বিনা আর [অ]ন্য সকল মনুষ্য স্বভাবে সর্ব্বপ্রকারে আমা[]দের ন্যায় ছিলেন, সেই যিশুখ্রীষ্ট আপনাকে [ম]নুষ্যের পুত্র কহিয়া আপন লঘুতা স্বীকার করিয়াছিলেন, যদ্যপিও কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।" আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, একবার যিশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ও আপ্তত্ব প্রমাণ করিতে আপনি উদ্যত হয়েন আর একবার তাহার বিপরীত কহেন; যে কথা বাস্তবিক নহে, তেঁহ তাহার উক্তি করিয়াছেন অর্থাৎ তেঁহ মনুষ্যের পুত্র কহিয়া লঘুতা স্বীকার করিলেন, যদ্যপিও মনুষ্যের পুত্র ছিলেন না। আমি আরও আশ্চর্য্য বোধ করি যে, আপনারা এইরূপ আপন প্রভু-বাক্যের অবাস্তবিকত্বরূপে দোষ গ্রহণ করেন না অথচ হিন্দুর পুরাণকে মিথ্যা-কথনের অপবাদ দেন। যেহেতু, পুরাণ অল্প-বুদ্ধির বোধাধিকারের নিমিত্ত রূপক করিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন; কিন্তু পুরাণ ইহাও পুনঃপুনঃ দর্শাইয়াছেন যে, এই সকল কেবল অল্পবুদ্ধির হিতের নিমিত্ত কহিলাম, যাহাতে পুরাণে দোষমাত্র স্পর্শে না। অধি-কন্তু আপনি বেদার্থ-বক্তাদের মধ্যে এক জন যিনি অল্পবুদ্ধির হিতের নিমিত্ত রূপক ও ইতিহাসচ্ছলে ধর্ম্ম কহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি মিথ্যা রচনার অপবাদ দেন; কিন্তু এইমাত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দুদের তদ্ভিন্ন আর সমু-দায় শাস্ত্রে আঘাত করেন। আপনার এই প্রত্যুত্তরেই দেখিতেছি যে, আপনি বায়-বেলের প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছেন যে, "ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্ব" ইহা বায়বেলে লিখেন; অতএব আমি জানিতে বাঞ্ছা করি যে, ঈশ্বরের দক্ষিণ-পার্শ্ব এই উক্তি বায়বেলে যথার্থ হয় কি রূপক হয়? বায়বেলে আদ্য তিন অধ্যায়েই এই পরের লিখিত বাক্য সকল দেখিতে পাই যে, "ঈশ্বর আপন ক্রিয়া হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন", "ঈশ্বর ঈদন উপ-বনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতেছিলেন", "ঈশ্বর আদমকে কহিলেন যে, তুমি কোথায় রহিয়াছ?" অতএব বিশ্রাম এই শব্দের দ্বারা মোসোর কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে, ঈশ্বর শ্রমাধিক্যের নিমিত্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন, যাহার দ্বারা তাঁহার একাবস্থ স্বভাবে আঘাত পড়ে? আর দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতেছিলেন, এই বাক্যের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে, ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় পাদবিক্ষেপের দ্বারা উত্তাপের ভয়ে দিবসের শীতল সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থান গমন করেন? আর আদম তুমি কোথায় রহিয়াছ, এই প্রশ্নের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আদমের কোন্ স্থানে স্থিতি, ইহা জানিতেন না। যদি মোসার এই সকল তাৎপর্য্য ছিল, তবে ঈশ্বরের স্বভাবকে অতি চমৎকাররূপে মোসো জানিয়াছিলেন এবং মোসোর পর-

মার্থ জ্ঞান ও তৎকালের মূর্খদের পরমার্থ-জ্ঞান দুই প্রায় সমান ছিল। কিন্তু আমি অভিপ্রায় করি যে, সে কালের অজ্ঞান ইহুদীদের বোধ সুগমের জন্যে এইরূপ মনুষ্য বর্ণনায় ঈশ্বরের বর্ণন মোসো করিয়াছেন এবং আমি খৃষ্টানদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টারা যাঁহাদিগকে ঐ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পিতা কহিয়া থাকেন, তাঁহারা এবং ইদানীন্তন জ্ঞানবান্ খ্রীষ্টানেরা কহেন যে, মোসো অজ্ঞানদের বোধাধিকারের নিমিত্ত এরূপ বর্ণন করিয়াছেন। আপনি আহ্লাদ জানাইয়াছেন যে, "এদেশস্থ মনুষ্যেরা এখন অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে জাগ্রৎ হইলেন, যে জড়তা সর্ব্বপ্রকারে নীতি ও ধর্ম্মের হন্তা হয়," আমি এই খেদ করি যে, আপনি এতকাল এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কিছুই জানিলেন না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে ও স্মৃতিতে ও তর্কশাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গালা দেশে এতদ্দেশীয়ের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যে, ইহা আপনার অদ্যাপি জ্ঞাতসার হয় নাই; যেহেতু, আপনি ও প্রায় অন্য অন্য সকল মিসনরিরা এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমত্ব দর্শনে এককালে চক্ষু মুদিত করিয়াছেন। এদেশের লোকের নীতি ও ধর্ম্মের ত্রুটি-বিষয়ে যাহা আপনি লিখিয়াছেন, তাহাতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপদেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিষয়ে উৎপেক্ষা দিয়া দোষের ন্যূনাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম; কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে এরূপ দ্বন্দ্ব করা অনুচিত হয়; সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। যেহেতু, ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্টি জন্মিতে পারে। আপনি যে সকল কটূক্তি করিয়াছেন যে, "মিথ্যার পিতা যাহা [illegible]তে হিন্দুর ধর্ম্ম উৎপত্তি হয়" আর "হিন্দু[illegible]থ্যা দেবতাদের নিন্দিত বর্ণন সকল" [illegible]হিন্দুর মিথ্যা দেবতা সকল" সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি, পরস্পর দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি এই উত্তরকে পরের লিখিত প্রার্থনার দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি যে, ইহার প্রত্যুত্তরকে আপনি ক্রম পূর্ব্বক দিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক পাঁচ প্রশ্নের উত্তরকে পূর্ব্বাপর নিয়ম পূর্ব্বক যেন দেন, যাহাতে বিজ্ঞলোক সকল প্রত্যেকের পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তকে অনায়াসে বিবেচনা করিতে পাবেন।

প্রার্থনা-পত্র।

পরমেশ্বরায় নমঃ।

সবিনয় প্রার্থনা।

যাঁহারা এই বেদবাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"; "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" অর্থাৎ "ব্রহ্ম কেবল একই, দ্বিতীয়রহিত হয়েন;" "সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষু দ্বারা জানা যায় না; তত্রাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরূপ তেঁহ হয়েন, এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবে; অতএব অস্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে, তাহার জ্ঞানগোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন?"—এবং এই বাক্যানুসারে আচরণে যত্ন করেন, "যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥" অর্থাৎ "কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে, সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয়, সেইরূপ পরেতেও হয়, এমত জানিবেন"—তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন, তাঁহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যপিও তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন। দশ-নামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুরুনানকের সম্প্রদায় ও দাদুপন্থী ও কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন, তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। ভাষা-বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বারা এবং ভাষা গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে; অতএব তাঁহাদের পরমার্থ-সাধনে সন্দেহ আছে, এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে; যেহেতু, যাজ্ঞবল্ক্য বেদগানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে, "ঋগ্ গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা। গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি।" অর্থাৎ "ঋক্-সংজ্ঞক গান ও গাথা-সংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত গান ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়; মোক্ষ-সাধন যে এই সকল গান, ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্তস্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি, ইহাতে প্রবীণ এবং তালজ্ঞ, ইহাঁরা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।" স্মার্ত্তধৃত শিবধর্ম্মের বচন—"সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ। দেশ-ভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ।" অর্থাৎ "শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশ-ভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন, তাঁহাকে গুরু কহা যায়।"

বিদেশীয়দের অন্তঃপাতী ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারই উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ-সাধন জানেন, তাঁহাদিগকেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। তাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আ র্য্য কহেন, ইহাতে পরমার্থ-বিষয়ে আত্মীয়তা

কিরূপে হয়, এমত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু, উপাস্তের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা যিশুখৃষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন, ইহাই স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও বিরোধিভাব কর্ত্তব্য নহে; বরঞ্চ যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহেতে প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শান, তাঁহাদের সহিত যেরূপে অবিরোধিভাব রাখি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্ত্তব্য হয়।

আর যে সকল ইউরোপীয় যিশুখৃষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নানা প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের প্রতিও দ্বেষভাব কর্ত্তব্য হয় না; বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই; যেহেতু, এ দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার স্বদেশীয় ইহাঁদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে, যদ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন, তখনও তাঁহাদিগকে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হয় যে, ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি আছে, এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না।

ক্ষুদ্র পত্রী।

ওঁ তৎ সৎ।

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ১॥

কঠবল্লীশ্রুতিঃ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং,
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং,
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১॥

ভগবান্ হস্তামলকের কারিকা।

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো,
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ,
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥ ১॥

ষট্পদী।

বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখ-
পরিপূর্ণম্।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং ভজ পরমেশং
তূর্ণম্॥ ১॥
হিত্বাকারং হৃদয়বিকারং মায়াময়-
মত্রত্যম্।
আশ্রয়সততং সত্তাবিততং নিরবদ্যং তৎ
সত্যম্॥ ২॥
বেদৈর্গীতং প্রত্যগভীতং পরাৎপরং
চৈতন্যম্।
অজরমশোকং জগদালোকং সর্ব্বস্যৈক-
শরণ্যম্॥ ৩॥
গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং পশ্যতি নেত্র-
বিহীনম্।
শৃণ্বদকর্ণং বিরহিতবর্ণং গৃহ্ণদহস্ত-
মপীনম্॥ ৪॥
ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং নির্গুণ-
মপরিচ্ছিন্নম্।
বিততবিকাশং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধি-
বিভিন্নম্॥ ৫॥
যস্য বিবর্ত্তং বিশ্বাবর্ত্তং বদতি শ্রুতিরবি-
রামম্।
নাগস্থূলং জগতো মূলং শাশ্বতমীশ-
মকামম্॥ ৬॥

দ্বিতীয় ষট্পদী।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহম্।
পূর্ণমনাদিচরাচরগেহম্॥ ১॥
চিন্তয় মূঢ়মতে পরমেশম্।
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশম্॥ ২॥
ভবতি যতো জগতোঽস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি ভবতি যতোঽস্য বিনাশঃ॥ ৩॥
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ॥ ৪॥
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ॥ ৫॥
যো ন ভবতি বিষয়ঃ করণানাম্।
জগতি পরং শরণং শরণানাম্॥ ৬॥

বেদের মন্ত্র এবং ভাষ্যের কারিকা ও পরমার্থ-বিষয়ের ষট্পদী গীতি যাহা মনোরম ছন্দে এবং সুলভ শব্দে আছে, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখা গেল, সুশ্রাব্য জানিয়া পাঠ করিলেও অর্থাবগতি হইয়া কৃতার্থ হওনের সম্ভাবনা আছে।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার।

(এত দিন অপেক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়াও রাজা রামমোহন রায়ের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে আমরা যাহা যাহা পাইলাম না, তন্মধ্যে ভট্টাচার্য্যের সহিত-বিচার একটি। কিন্তু তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তিতাংশ বাদ দিয়া সার ভাগ "মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চর্ব্বক" এই নামে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম কল্পের প্রথম অংশে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইল)।

ওঁ তৎ সৎ।

ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন যে, এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্য লেখা যাইতেছে, এমত কেহ যেন মনে না করেন, কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয়, কেবল এই নিমিত্তে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্তচন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমাদিগের হইতেছে যে, যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ব্বে হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন, তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন, তখন সুতরাং দেখিবেন যে, বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীন তাবৎ ব্রহ্মবাদীর উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে "অশ্বচিকিৎসা," "গোপের শ্বশুরালয় গমন," "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" "চালে কলতি কুষ্মাণ্ডং" "হাটারি বাজারি কথা নয়," "রোজা নমাজ" ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্য-কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ পাঠকর্ত্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে, সে বেদান্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র, যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, দুর্ব্বাক্য লেখা দেখিতেছি, যে গ্রন্থের সংক্ষেপে চন্দ্রিকা এইরূপ হয়, তাহার মূল গ্রন্থ বা কি প্রকার হইবে? কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সুবোধ হয়েন, তবে অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে, প্রসিদ্ধরূপে শুনা যায়, বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবে না, কিন্তু এ বেদান্ত-চন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে; অতএব তিনি বেদান্তে অশ্রদ্ধা না করিয়া চন্দ্রিকাকেই অপ্রামাণ্য করিবেন।

আমাদিগের সম্বন্ধে যে যে বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে, পরমার্থ-বিষয়-বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য-কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদিগের এমত রীতিও নহে যে, দুর্ব্বাক্য-কথন-বলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর-প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষাবিবরণের ভূমিকা প্রভৃতিতে আমরা যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে ভট্টাচার্য্য আপনার বেদান্ত-চন্দ্রিকার স্থানে স্থানে অঙ্গীকার করিয়া এবং ব্রহ্মকে এক ও বিশেষ-রহিত বিশ্বাত্মা ও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রতি কারণ এবং ব্রহ্মাদি দুর্গাদি ও যাবৎ নাম-রূপ চরাচর কেবল ভ্রমমাত্র কহিয়া এখন আপনার পূর্ব্ব-লিখিত বাক্যের বিরুদ্ধ এবং বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রের ও বেদ-

সম্মত যুক্তির বিরুদ্ধ, যাহা কেবল আপনাদিগের লৌকিক লাভের রক্ষার নিমিত্ত লিখিয়াছেন, তাহার বিবরণ লিখিতেছি। ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে লিখেন যে, পরমাত্মার দেহ আছে। পরমাত্মাকে দেহবিশিষ্ট বলায় প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ করা হয়। তাহার কারণ এই, বেদান্ত-সূত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন,—

"অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ।"—বেদান্তসূত্রম্।

ব্রহ্ম কোনমতে রূপবিশিষ্ট নহেন। যেহেতু, নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়।

"তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম।"—বেদান্তসূত্রম্।

ব্রহ্ম নাম-রূপের ভিন্ন হয়েন।

"আহ হি তন্মাত্রম্।"—বেদান্তসূত্রম্।

বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্য মাত্র করিয়া কহিয়াছেন। সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে,—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি।"—কঠোপনিষৎ।

"সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।"—মুণ্ডকোপনিষৎ।

তলবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত এই দৃঢ় করিয়া বার বার কহিয়াছেন যে, বাক্য, মন, চক্ষু ইত্যাদির অগোচর যিনি, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন, উপাধিবিশিষ্ট যাহাকে লোকে উপাসনা করে, সে ব্রহ্ম নহে এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তলবকার উপনিষদের ভাষ্যেতে চতুর্থ মন্ত্রের অবতরণিকাতে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে, লোকপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন; কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যমাত্র হয়েন। ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কদাপি নহেন, ইহাতে বেদের এবং বেদান্তসূত্রের এবং ভাষ্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রমাণ লেখা গেল। ইহার কারণ এই, ভট্টাচার্য্য বেদ-শাস্ত্রে ও ব্যাসাদি মুনিদিগের বাক্যে ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বাক্যে প্রামাণ্য রাখেন, এমত তাঁহার লিপির স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে রূপবিশিষ্ট কহা সর্ব্বথা বেদসম্মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ, কারণ, যখন মূর্ত্তি-স্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে, সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয়, তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবে কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন, কোন মতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন। ভট্টাচার্য্য যদি কহেন, ব্রহ্ম বস্তুতঃ অমূর্ত্তি বটেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশক্তি আছে, অতএব তিনি আপনাকে সমূর্ত্তি করিতে পারেন। ইহার উত্তর এই, জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব, সে ব্রহ্ম নহে; অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন, এই নিমিত্তই স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারে না। যেহেতু, সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবে। যদি ভট্টাচার্য্য বলেন যে, ব্রহ্ম যদি সমূর্ত্তি হইতে না পারেন, তবে জগদাকারে কিরূপে তিনি দৃশ্যমান হইতেছেন? ইহার উত্তর বেদান্ত শাস্ত্রেই আছে যে, যাবৎ নাম-রূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয়, এমত নহে, সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি

মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না, এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে, ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে এখনকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশযোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মন, মন হইতে যে পর বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন, সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু, সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন?

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥"—
গীতা।

অতএব পূর্ব্ব-লিখিত শ্রুতিসকলের প্রমাণে এবং বেদান্ত-সূত্রের প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ যুক্তিতে এবং শ্রুতি-সম্মত অনুমানেতে যাহা সিদ্ধ, তাহার অন্যথা কহিলে যে ব্যক্তির বেদে শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর দর্শনাধীন অনুমান করিবার ক্ষমতাও আছে, সে কেন গ্রাহ্য করিবে?

বেদান্তচন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য্য কহেন যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই কর্ত্তব্য। এ সর্ব্বথা বেদান্তবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, যেহেতু, বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয়, এমত নহে, যেমন এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার করা যায় অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না। সেইরূপ পরব্রহ্ম বিশেষরহিত অনির্ব্বচনীয় হয়েন। বাঙ্ময় শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না, কিন্তু ভ্রমাত্মক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্মকে স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥"

যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে, আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করে, মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাঁহাতে লীন হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

ভগবান্ বেদব্যাসও এইরূপ বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থলক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ কহাতে সাকার কহা হয়, এমত নহে। বস্তুতঃ অন্য অন্য সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাঁহার সগুণরূপে বর্ণনের অপবাদকে দূর করিবার নিমিত্তে কহেন যে, ব্রহ্মের কোন প্রকার দ্বিতীয় নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না, তবে যে তাঁহাকে স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায়, সে কেবল প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥"—শ্রুতিঃ।

মনের সহিত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবর্ত্ত হয়েন।

"দর্শয়তি চাথো অপি চ স্মর্য্যতে।"
—বেদান্তসূত্রম্।

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হয়েন, ইহা অথ অবধি করিয়া বেদে দেখাইতেছেন। স্মৃতিও এইরূপ কহেন।

অতএব বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম সর্ব্বদা নির্ব্বি

শেষ, দ্বিতীয়শূন্য হয়েন, এইরূপ জ্ঞান মাত্র মুক্তির কারণ হয়।

বেদান্তচন্দ্রিকার অন্য অন্য স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না, যেহেতু, উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয়; অতএব সাকার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে। যেহেতু, সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান। উত্তর—দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের হানি নাই, কিন্তু উপাসনামাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহির্মুখ করিবার চেষ্টা করেন, ইহাতে আমাদিগের আর অনেকের সুতরাং হানি আছে, যেহেতু, ব্রহ্মের উপাসনাই মুখ্য হয় তদ্ভিন্ন মুক্তির কোন উপায় নাই। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নামরূপময় জগৎ মিথ্যা হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণমননের দ্বারা বহুকালে বহু যত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য, এই মত বেদান্তসিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানরূপ আত্মোপাসনা, তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন।

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন
তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে
চাত্মহনো জনাঃ॥"—শ্রুতিঃ॥

আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন, তাঁহাদিগের লোককে অসূর্য্য লোক অর্থাৎ অসুরলোক কহি, সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে, ঐ সকল লোককে আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তি সকল সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন।

"ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"

এই মনুষ্য-শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে, তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি হয়।

এবং আত্মোপাসনার ভূরি বিধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"—শ্রুতিঃ।

"আত্মেত্যেবোপাসীত॥"—শ্রুতিঃ।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।"—বেদান্তসূত্রম্।

ইত্যাদি বেদান্তসূত্রে আত্মার শ্রবণমননে পুনঃ পুনঃ বিধি দেখিতেছি। এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘন করিলে এবং লৌকিক লাভার্থী হইয়া এ সকল বিধির অন্যথা প্রেরণা লোককে করিলে পাপভাগী হইতে হয়, ইহা কোন্ ভট্টাচার্য্য না জানেন? কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন, সেরূপ উপাসনা সুতরাং পরমাত্মার হইতে পারে না, যে কাল্পনিক উপাসনাতে উপাসকের কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই উপাস্যের ভোজন-শয়নাদির উদ্‌যোগ করিতে এবং তাহার জন্মাদি তিথিতে ও বিবাহদিবসে উৎসব করিতে এবং তাহার প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করাইতে হয়।

ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে কোথায় স্পষ্ট কোথায় বা অস্পষ্টরূপে প্রায় এই লিখিয়াছেন যে, বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের সময়ে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির পরেও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হয়। যদিও জ্ঞানসাধনের সময় বর্ণাশ্রমাচার কর্ত্তব্য হয়, কিন্তু এ স্থলে আমাদিগের বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক যে, বর্ণাশ্রমাচার ব্যতিরেকেও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়।

"অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।"

বেদান্তসূত্রে ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৬ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ পূজ্যপাদ প্রথমতঃ

আশঙ্কা করেন যে, তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্মজ্ঞানসাধন হয় না? পরে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়। রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"তুল্যন্তু দর্শনম্।"—বেদান্তসূত্রম্।

যেমন কোন কোন জ্ঞানী কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেইরূপ কোন কোন জ্ঞানী কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

তবে বেদান্তসূত্রের ৩ অধ্যায় ৪ পাদে ৩৯ সূত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগী যে সাধক, তাহা হইতে বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট যে সাধক, তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিয়াছেন। ইতি প্রথমখণ্ডম্॥

———

এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সকল যোগ্যাযোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এক প্রকার দেওয়া যাইতেছে।

তিনি প্রশ্ন করেন যে, "যদি বল, আমি তাদৃশ বটি,তবে তুমি য হাদিগকে স্বীয় আচরণকরণে বর্ত্তাইতেছ তাহারাও সকলে কি বামদেব-কপিলাদির প্রায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ হইয়াছে?" ইহার উত্তর, পূর্ব্বপূর্ব্ব যোগীদিগের তুল্য হওয়া আমাদিগের দূরে থাকুক, ভট্টাচার্য্য যেরূপ সৎকর্ম্মান্বিত, তাহাও আমরা নহি, কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, তাহাতে যেরূপ কর্ত্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠানেও অপটু আছি, ইহা আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে অঙ্গীকার করিয়াছি, অতএব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এরূপ শ্লেষ করেন, সে ভট্টাচার্য্যের মহত্ত্ব আর আমরা অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত করিতেছি, ইহা যে ভট্টাচার্য্য কহেন, সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে, বাজসনেয়সংহিতাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমরা করিয়াছি, যাঁহার দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি তাহা দেখেন, আর যাঁহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে, তিনি তাহাতে শ্রদ্ধা করেন, আর যাঁহারা সুবোধ হয়েন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ দুইয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লয়েন আর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ সকলের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে কি না, এ প্রশ্ন ভট্টাচার্য্যের প্রতি সম্ভব হয়, যেহেতু, ভট্টাচার্য্যের মন্ত্রবলে কাষ্ঠ-পাষাণ-মৃত্তিকাদিকে সজীব করিতেছেন; অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ করা তাঁহাদিগের কোন্ আশ্চর্য্য? কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য, আমাদিগের এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

আর লেখেন যে, "তবে ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে সদুদ্দেশে শাস্ত্রবিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক প্লীহাচ্ছেদন, বাণ-মারণাদির ন্যায় কেন না হয়? আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুন না? যেমন গারুড়ী মন্ত্রশক্তিতে একের উদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্য ফলভাগী হয়, তেমনি কি বৈদিক মন্ত্র-শক্তিতে হয় না?" উত্তর—এই যে দুই উদাহরণ দিয়াছেন যে, বাণ মারিলে প্লীহাচ্ছেদন হয়, আর সর্পাদি মন্ত্র অন্যোদ্দেশে পড়িলে অন্য ব্যক্তি ভাল হয়, ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে, তাঁহারাই সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন, আর তাঁহাদিগের চিত্তস্থিরের নিমিত্তে শাস্ত্রে নানা প্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন, কিন্তু যাঁহাদিগের জ্ঞান আছে, তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানিতেছেন, আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার

নিমিত্ত উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

আর লেখেন যে, "যদি কহ, শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন, তবে আমি জিজ্ঞাসি, সে কি কেবল দেব-বিগ্রহের হয়? তোমাদিগের বিগ্রহের নয়? যদি বল, আমাদিগের বিগ্রহেরও বটে, তবে আগে শরীরকে মিথ্যা করিয়া জান, মনে হইতে তাহাকে দূর কর এবং তদনুরূপ ক্রিয়াতে মন্ত্রের প্রামাণ্য জন্মাও, পরে দেবতা-বিগ্রহকে মিথ্যা বলিও এবং তদনুরূপ কর্ম্মও করিও?" ইহার উত্তর—ভট্টাচার্য্যের এ অনুমতির পূর্ব্বেই আমরা আপনাদিগের শরীরকে এবং দেবতাদিগের শরীরকে মিথ্যারূপে তুল্য জানিয়া সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি। অতএব আমাদের প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ প্রেরণার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ভট্টাচার্য্যের উচিত, আপন প্রিয়পাত্র শিষ্ট সন্তানদিগের প্রতি এ প্রেরণা করেন যে, তাঁহারা আপনার শরীরকে এবং দেবশরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদনুরূপ কর্ম্ম করেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য প্রথমে আপন শরীরকে, পশ্চাৎ দেবশরীরকে মিথ্যা করিয়া ক্রমে জানিবার যে বিধি দিয়াছেন, সে ক্রম সর্ব্বপ্রকারে অযুক্ত হয়, যেহেতু, আপনার শরীরকে মিথ্যা করিয়া জানিবার যে কারণ হয়, দেবশরীরকে জানিবার সেই কারণ। নামরূপ সকলকে মায়ার কার্য্য করিয়া জানিলে কি আপন শরীর, কি দেবাদির শরীর তাবতের মিথ্যা জ্ঞান এককালেই হয়, অতএব আপন শরীরে আর দেব-শরীরে মিথ্যা জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বাপরের সম্ভাবনা নাই।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান, সেই শাস্ত্রজ্ঞানে দেবতাদিগকে কেন না মান?" উত্তর,—

"বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি-দেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥"

ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি এবং ঐ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাঁহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি, ইহার বিস্তার বাজসনেয়-সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে, দেবতাদিগের বিগ্রহ কেন না মান, ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

আর লেখেন যে, "শাস্ত্র-দৃষ্টিতে দেববিগ্রহস্মারক মৃৎপাষাণাদি প্রতিমাদিতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত তৎপূজাদি কেন না কর, ইহা আমাদিগের বোধগম্য হয় না।"—ইহার উত্তর—

"কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাম্। অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাম্। প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্।"ইত্যাদি বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারীর নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি; কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ লোক সকল আপন আপন লাভের কারণ ঐ বিধি সর্ব্বসাধারণকে প্রেরণা করেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহাদিগের হইয়াছে, তাঁহাদিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না।

"যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম্।"—শ্রুতিঃ।

যে আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, আর কহে যে, এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য উপাসকরূপে

হই, সে অজ্ঞান দেবতাদিগের পশুমাত্র হয়।

'ভাক্তং বা অনাত্মবিত্বাত্তথাহি দর্শয়তি।'

—বেদান্তসূত্রম্।

শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া কহিয়াছেন, সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয়, যাহার আত্মজ্ঞান না হয়, সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে, বেদ এইরূপ দেখাইয়াছেন।

ভগবান্ মনু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পরম্পরা রীতি দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা বাহ্য পঞ্চযজ্ঞ স্থানে কেবল জ্ঞানসাধন ও জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। ইহার বিশেষ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে পাইবেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে, নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে।" উত্তর—ভট্টাচার্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে, বুদ্ধিমত্তা হইলে প্রতিমাদি পূজা ধিক্কৃত হয়, এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে, এদেশস্থ লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই, এ কারণ এই সকল কাল্পনিক উপাসনা ধিক্কৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন যে, অজ্ঞানীর মন-স্থিরের নিমিত্ত বাহ্যপূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, ইতর লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে, এ জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা এক পরমেশ্বর আছেন, তিনি সকলের নিয়ন্তা, তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না, তাঁহার আরাধনাতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তাঁহারই আরাধনা কর, সে ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধগম্য না হইয়া চিত্তের অস্থৈর্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে। আর যদি সেই ইতর ব্যক্তিকে এইরূপ উপদেশ করা যায় যে, যাঁহার হস্তীর ন্যায় মস্তক, মনুষ্যের ন্যায় হস্তপদাদি, তিনি ঈশ্বর হয়েন, সে ব্যক্তি এ উপদেশকে শীঘ্র বোধগম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির রাখে এবং শাস্ত্রাদির অনুশীলন করে এবং তাহার দ্বারা পরে পরে বুঝে যে, এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর জন্যে অরূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের রূপকল্পনা হইয়াছে, অপরিমিত যে পরমাত্মা, তিনি কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আসিতে পারেন। কোথা বাক্য-মনের অগোচর ব্রহ্ম, আর কোথায় হস্তীর মস্তক, এইরূপ মননাদি দ্বারা সে ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কৃতকার্য্য হয়।

'স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে।

স্থূলেন নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি নিশ্চলম্॥'—কুলার্ণবঃ।

কোন কোন ব্যক্তি মন-স্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির ধ্যান করেন। যেহেতু, স্থূলধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পরে সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে।

কিন্তু যাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তা আছে, আর যাঁহারা জগতের নানা প্রকার নিয়ম ও রচনা দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন, তাঁহাদিগের জন্যে হস্তিমস্তকের উপদেশ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে।

"করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি।
সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্॥"

—কুলার্ণবঃ।

হস্ত, পাদ, উদর, মুখ প্রভৃতি অঙ্গরহিত সর্ব্বতেজোময় সচ্চিদানন্দস্বরূপকে হে ভগবতি ধ্যান করিবে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন, "যদি বল, ফলাভাব প্রযুক্ত দেবতাদিগের উপাসনা না করি, তবে

হে ফলার্থি জানি মানি, তাহাদিগকে মিথ্যা কেন কহ? যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে, সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে?"
উত্তর—প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, আত্মজ্ঞান-সাধনের প্রয়োজন মুক্তি হয়, এরূপ প্রয়োজনকে যদি ফল কহ, তবে সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষী হয়; ইহাতে হানি কি আছে? স্বর্গাদি-ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করা মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর অকর্ত্তব্য বটে। আর যাহার যাহাতে উপযোগ নাই,সে তাহাকে বৃথা কহিয়া থাকে। যেমন নাসিকার রোম—যাহাতে যাহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই, তাহাকে সুতরাং বৃথা কহা যায়। এ স্থলেও সেইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে সোপাধি উপাসনা বৃথা জ্ঞান হয়।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে, "ঘৃতাভোজীর কাছে ঘৃত কি মিথ্যা?" উত্তর,—ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং ক্রয় বিক্রয়াদি না করে, সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে; কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃতেতে নাই, এ নিমিত্ত সে ঘৃতকে আপন বিষয়ে বৃথা জানিয়া থাকে।

"তুমি বা একাক্ষ না হও কেন, কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ব্বাহ হয় না?" এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, ইহার উত্তরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি রাজ-সংক্রান্ত কর্ম্ম ত্যাগ কেন না করেন? যাঁহাদিগের রাজ-সংক্রান্ত কর্ম্ম নাই, তাঁহাদিগের কি দিনপাত হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য যাহা কহিবেন, তাহা আমাদিগেরও উত্তর হইবে। যদি ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন যে, রাজ-সংক্রান্ত কর্ম্মে আমার উপকার আছে, আমি কেন ত্যাগ করি? তবে আমরাও কহিব যে, দুই চক্ষুতে অধিক উপকার আছে, অতএব কেন তাহার মধ্যে এক চক্ষুকে নষ্ট করি?

ভট্টাচার্য্য লেখেন, "যদি বল, আমরা দেবতাত্মাই মানি না, তাহার বিগ্রহ ও তৎস্মারক প্রতিমার কথা কি? শিরো নাস্তি শিরোব্যথা। ভাল, পরমাত্মা তো মান, তবে শাস্ত্র-দৃষ্টি দ্বারা তাহারই নানা মূর্ত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার কর।" উত্তর,—আমরা পরমাত্মা মানি, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ অপ্রসিদ্ধ জন্য তাহা স্বীকার করি না। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিয়াছি; অতএব পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। বেদান্তচন্দ্রিকাতে লেখেন যে, "আত্মার (জীবাত্মার) প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বানুভবসিদ্ধ যদি মান, তবে পরমাত্মারও তাহা অনুমানে মান। আত্মার (জীবাত্মার) ও পরমাত্মার রাজা-মহারাজার ন্যায় ব্যাপ্য-ব্যাপকত্ব ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য কৃতবিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপ গতবিশেষ কি?" উত্তর,—ভট্টাচার্য্য জীবাত্মাকে ব্যাপ্য ও অনীশ্বর এবং পরমাত্মাকে ব্যাপক ও ঈশ্বর কহিয়া পুনর্ব্বার কহিতেছেন যে, এ দুইয়ের স্বরূপগত বিশেষ কি? ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক আর কি বিশেষ আছে? ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরের দেহ-সম্বন্ধের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব দেখিয়া ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্নত্ব যে কল্পনা করেন, ইহা হইতে আর কি আশ্চর্য্য আছে? আমরা ভয় পাইতেছি যে,যখন জীবের দেহ-সম্বন্ধ দেখিয়া পরমাত্মার দেহ-সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতেছেন, তখন জীবের সুখ-দুঃখাদিভোগ ও স্বর্গনরকাদিপ্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়া পরমাত্মারও সুখদুঃখাদিভোগ বা স্বীকার করেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন, "যদি বল, আমরা

পরমাত্মার তাহা (প্রকৃত্যাদি) মানিলে তোমাদিগের দেবাত্মার কি আইসে? ইহাতে আমরা এই বলি, তবে আমাদিগের দেবতাদিগকে তোমরা মানিলে। যেহেতু, পরমাত্মার যে প্রকৃত্যাদি, তাহাকেই আমরা স্ত্রীপুংলিঙ্গভেদে দেবী দেবাত্মা নামে কহি। তোমরা ঈশ্বরীয় প্রকৃত্যাদিরূপে কহ, এই কেবল জলপানি ইত্যাদিবৎ?" উত্তর—যদি ভট্টাচার্য্য পরমাত্মার প্রকৃত্যাদিকে দেবী দেবাত্মা নামে স্বীকার করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যেহেতু,ঈশ্বরীয় মায়া কোথায় দেবীরূপে, কোথায় দেবরূপে, কোথায় জল, কোথায় স্থলরূপে সদ্রূপ পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, আর ঐ ভ্রমাত্মক দেবী-দেব জল-স্থলাদির প্রতীতি যথার্থ জ্ঞান হইলেই নাশকে পায়।

আর লেখেন, "যদি বল, আমরা মাংসপিণ্ড মাত্র মানি, মৃৎপাষাণাদি-নির্ম্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না।" উত্তর,—এ আশঙ্কা-ভট্টাচার্য্য কি নিদর্শনে করিতেছেন, অনুভব হয় না। যেহেতু,আমরা মাংসপিণ্ড ও মৃত্তিকা পাষাণাদি-নির্ম্মিত পিণ্ড এ দুইকেই মানি, কিন্তু এ দুইয়ের কাহাকেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর কহি না। পরমাত্মার সত্তার আরোপের দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুইয়ের প্রথম যে মাংসপিণ্ড, সে পশ্বাদির ভোজনে আইসে, আর দ্বিতীয় যে মৃত্তিকা-পাষাণাদি পিণ্ড, সে খেলা আর অন্য অন্য আমোদের কারণ হয়।

ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার আশঙ্কা করেন যে, "যদি বল,আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি, অচেতন পিণ্ড মানি না।" উত্তর—উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন উভয় বস্তুরই পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রতীতি হয়; সুতরাং উভয়কেই মানি, আর তন্মধ্যে যে বস্তু যদর্থে নিয়মিত হইয়াছে, তাহাকে তদনুরূপে ব্যবহার করি। সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতিকে মান্য করিতে হয় ও ভৃত্যাদির দ্বারা গৃহকর্ম্ম লওয়া যায়, আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহাদি এবং পাষাণাদি দ্বারা পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ করা যায়; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, অনেক সচেতন পিণ্ড অচেতন পিণ্ডকে সচেতন অভিপ্রায় করিয়া আহার, শয্যা, সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।

আর লেখেন, "মীমাংসকমত-সিদ্ধ অচেতন মন্ত্রময় দেবতাত্মাই না মান, বেদান্তমত-সিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতা কেন না মান?" উত্তর—বেদান্তমতে দেবতাদিগের শরীর প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং আমরাও ঐ দেবতাদিগের বিগ্রহ স্বীকার করি; কিন্তু ঐ বেদান্ত নিদর্শনে ঐ বিগ্রহকে অস্মদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর করিয়া জানি এবং যেমন আমাদিগের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের অধিকার আছে, সেইরূপ দেবতাদিগের প্রতিও অধিকার আছে।

"তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।"

—বেদান্তসূত্রম্।

মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদিগের উপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে, বাদরায়ণ কহিতেছেন; যেহেতু, বৈরাগ্যের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যের আছে, সেইরূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়।

এবং তাবৎ দেবতার সমাধি করা ভারতাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "যদি বল, আমরা যাদৃশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষে দেখিতে পাই, তাহাই মানি, বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীর চক্ষে দেখিতে পাই না,অতএব মানি না, তৎ-প্রতিমার প্রসক্তিই কি?" উত্তর—পূর্ব্বপ্রশ্নের উত্তরেতেই ইহার উত্তর দেওয়া গিয়াছে যে, বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীরকে এবং সেই

শরীরের মায়িকত্ব নশ্বরত্ব আমরা মানিয়া থাকি।

আর লেখেন যে, "যদি বল, আমি তাহা অর্থাৎ নাস্তিক নহি; কিন্তু অবৈদিকেরা এই-রূপ কহিয়া থাকে, আমিও তদ্দৃষ্টিক্রমে কহি।" উত্তর—আশ্চর্য্য এই যে, ঐহিক লাভের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ আত্মোপাসন ত্যাগ করিয়া এবং করাইয়া এবং গৌণসাধন যে প্রতিমাদির পূজা, তাহার প্রেরণা করিয়া আপনার বৈদিকত্ব অভিমান রাখেন, আর আমরা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত পরব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভট্টা-চার্য্যের বিবেচনায় অবৈদিক ও নাস্তিক হই। সুবোধ লোক এ দুইয়েরই বিবেচনা করিবে।

আর লেখেন যে, "অল্প ধনব্যয়-আয়াস-সাধ্য প্রতিমাপূজা দর্শন জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবৃত্তি করিও। সম্প্রতি কেন এক দিক্ আশ্রয় না করিয়া আন্দোলায়মান হও?" উত্তর—যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয়, সে অন্য ব্যক্তিকে দুঃখী অথবা প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায় এবং ঐ দুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু যাহার প্রতারণার উপর কেবল জীবিকা এবং সম্মান, সে অবশ্যই প্রতারণার যে ভঞ্জক, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। আর আমরা একমাত্র আশ্রয় করিয়াই আছি। আশ্চর্য্য এই যে, ভট্টাচার্য্য পাঁচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক পড়িয়া অন্যকে উপদেশ করেন যে, মাঝা-মাঝি থাকিয়া আন্দোলায়মান হইও না।

ভট্টাচার্য্য আরও লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিমা-পূজার প্রমাণ প্রথ-মতঃ প্রবল শাস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বকর্ম্মার প্রণীত শিল্পশাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণের উপদেশ। তৃতীয়তঃ, নানা তীর্থ-স্থানেতে প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ, শিষ্টাচার-সিদ্ধ। পঞ্চমতঃ, অনাদি-পরম্পরা-প্রসিদ্ধ।

উত্তর—প্রথমতঃ শাস্ত্রপ্রমাণ যে লিখিয়া-ছেন, তাহার বিবরণ এই,—শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি, দক্ষিণাচারের বিধি, বৈষ্ণবাচারের বিধি এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহা-দিগের প্রতিমা পূজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে, এমত নহে, বরঞ্চ নানাবিধ পশু—যেমন গো, শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষী—যেমন শঙ্খচীল,নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর—যেমন অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, তুলসী প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টি-গোচরে এবং ব্যবহারে আইসে, তাহা-দিগেরও পূজা নিমিত্ত অধিকারিবিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী, সে তাহাই অবলম্বন করে। তথাহি—

"অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ॥"

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমা-পূজার বিধি আছে, কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে, যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন, তাঁহাদিগের নিমিত্তে প্রতি-মাদি পূজার অধিকার হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি, কি মারণোচ্চাটনাদি, যখন যে বিষয় লেখেন, তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন। তদনুসারে প্রতিমাপূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়া-ছেন,তাহার নির্ম্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতি-মার নির্ম্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয়, তাহাও লিখিয়াছেন।

"উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতিঃ স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা॥"
—কুলার্ণবঃ।

আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাকে উত্তম কহি, আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি,জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কহি,হোম-পূজাকে অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি।

তৃতীয়তঃ, নানা তীর্থে প্রতিমাদির চাক্ষুষ হয় যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর,—যে সকল ব্যক্তি তীর্থগমনের অধিকারী, তাহারাই প্রতিমা-পূজার অধিকারী; অতএব তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায়, তবে সুতরাং তাহাদিগের তীর্থগমনের তাবদভিলাষ থাকিবে না, এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রযোজন রাখে; অতএব তাহারাই নানা তীর্থে নানাবিধ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং,
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥"

রূপবিবর্জ্জিত যে তুমি,তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপ বর্ণন করিয়াছি, আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব, তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি, আর তীর্থযাত্রার দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি, হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।

চতুর্থতঃ, প্রতিমাপূজা শিষ্টাচারসিদ্ধ যে লিখিয়াছেন,তাহার উত্তর,—যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন, তাঁহাদিগের অনেকেই প্রতিমাপূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তিথি-মাহাত্ম্য ও লীলার উপলক্ষ্যে তাঁহাদিগের যে লাভ, তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আত্মোপাসনাতে, কাহারও জন্মদিবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে ও নানা প্রকার লীলাচ্ছলে, লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই, সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত থাকেন। ঐ শিষ্ট লোকের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থনিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাঁহারা কি এ দেশে, কি পাঞ্চালাদি অন্য দেশে কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন, প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই।

পঞ্চমতঃ, প্রতিমাপূজা পরম্পরাসিদ্ধ হয় যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর,—ভ্রমবশতই হউক বা যথার্থবিচারের দ্বারাই হউক, বৌদ্ধ কি জৈন, বৈদিক কি অবৈদিক যে কোন মত কতক লোকের এক বার গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার পর সম্যক্ প্রকারে সেই মতের নাশ প্রায় হয় না, যদি হয়, তবে বহুকালের পরে হয়। সেইরূপ প্রতিমাপূজা প্রথমতঃ কতক লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা-অবহেলাও কতক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ নির্ব্বোধ সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে এবং তাহারদিগের অনুষ্ঠিত পৃথক্ পৃথক্ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে, কিন্তু এ কাল অপেক্ষা পূর্ব্বকালে প্রতিমা-প্রচারের যে অল্পতা ছিল, ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চতুর্দ্দিক্ সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন, তবে বোধ করি, তাঁহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে, ঐ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত

বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে. অবশিষ্ট সমুদয় উনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্ততঃ যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রুটি হয়, সেই সেই দেশে প্রায় পরমার্থ-সাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরোদ্দেশে করা যায়, তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়, আর রূপগুণবিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসন করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবং মৃৎ-স্বর্ণাদি-নির্ম্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না, এমত যে কহে, সে প্রলাপ ভাষণ করে, ইহার উত্তর আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা, সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয়, ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন, আমাদিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এ স্থলে জানা কর্ত্তব্য যে,আত্মার শ্রবণ-মননাদি বিনা কোন এক অবয়বীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তি-ভাগী হয় না, সকল শ্রুতি একবাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"—শ্রুতিঃ।

সেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়,মুক্তিপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই।

"নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে।"—শ্রুতিঃ।

তত্ত্বজ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই।

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"—
—কঠশ্রুতিঃ।

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্যবিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণীর কামনাকে দেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহাদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতর-দিগের সুখ হয় না।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "উপাসনা পরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না, নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক, সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা বিবেচনা করিয়া বুঝ।" ইহার উত্তর,—বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি, সেই পরম্পরা উপাসনা হয়, আর যখন অভ্যাস বশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তামাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে,তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি, কিন্তু ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং নশ্বরকে নিত্য, আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করাকে পরম্পরা উপাসনা কহেন। বস্তুতঃ সে উপাসনাই হয় না, কেবল কল্পনা মাত্র। রাজাদিগের সেবা তাঁহাদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে হয় না, ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, যেহেতু, তাঁহারা শরীরী, সুতরাং তাঁহাদিগের উপাসনা শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য, কিন্তু অশরীরী আকাশের ন্যায় ব্যাপক, সদ্রূপ পরমেশ্বরের উপমা শরী-রীর সহিত দেওয়া শাস্ত্র এবং যুক্তির সর্ব্বথা বিরোধ হয়। তবে এ উপমা দেওয়াতে ভট্টাচার্য্যের ঐহিক লাভ আছে, অতএব দিতে পারেন। যেহেতু, পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজাদিগের উপাসনা এই দুইকে তুল্য করিয়া জানিলে লোকে রাজাদিগের উপাসনায় যেমন উৎকোচ দিয়া থাকে, সেই-রূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবে, বিশেষ এই মাত্র—রাজাদিগের

নিমিত্ত যে উৎকোচ দেওয়া যায়, তাহা রাজাতে পর্য্যাপ্ত হয়, ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ, তাহা ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে।

আর লেখেন যে, "ঐ এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন, ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে, তাঁহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবে না।" উত্তর,—জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই; অতএব যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে, তবে এ যুক্তিক্রমে কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী সকলেরই উপাসনার তুল্যরূপে বিধি পাওয়া গেল, তবে নিকটস্থ স্থাবর-জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দুরস্থ দেবতাবিগ্রহের উপাসনা কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব; অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি বল, দুরস্থ দেবতাবিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবর-জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্যরূপেই ঐ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয়, তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেববিগ্রহের পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে; অতএব শাস্ত্রানুসারে দেববিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর,—যদি শাস্ত্রানুসারে দেব-বিগ্রহের উপাসনা কর্ত্তব্য হয়, তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ, শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নাই, সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবে, আর যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তিনি আত্মার শ্রবণ-মননরূপ উপাসনা করিবেন, শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়।

"এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্।"
—মহানির্ব্বাণম্।

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্ত কল্পনা করা গিয়াছে।

"ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥"—মুণ্ডকশ্রুতিঃ।

সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা জীবাত্মারূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া প্রণবরূপ মহাস্ত্র ধনুকেতে তাহা সন্ধান করিবে। পশ্চাৎ ব্রহ্মচিন্তনযুক্ত চিত্ত দ্বারা মনকে আকর্ষণ করিয়া অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্মেতে হে সৌম্য, সেই জীবাত্মারূপ শরকে বিদ্ধ কর।

"তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্।"—তলবকারোপনিষৎ।

সর্ব্বভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন, এ প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ চিন্তা কর্ত্তব্য হয়।

ভট্টাচার্য্য লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, "যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় স্ফূর্ত্তি না হয়, তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফলসিদ্ধি অবশ্য হয়। আপনার বুদ্ধিদোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানিলে ফলসিদ্ধির হানি হইতে পারে না। যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি-দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়?" ইহার উত্তর,—ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বুদ্ধিদোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি-দর্শনের ফলের ন্যায় ফলসিদ্ধি হয়, কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন, তিনি অবশ্য এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে, স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি-দর্শনেতে যেমন ফলসিদ্ধি হয়, সেইরূপ এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবে।

স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয়, সেইরূপ ভ্রম-নাশ হইলেই ভ্রমজন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়, যখন ভট্টাচার্য্যের উপদেশ দ্বারা তাঁহার কোন সুবোধ শিষ্য ইহা জানিবেন, তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর সে ফলের কদাপি নাশ নাই, তাহার উপার্জ্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

আর লেখেন, "যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর রাম-কৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে আচ্ছন্নস্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা করেন।" উত্তর—কি রাম-কৃষ্ণ-বিগ্রহে, কি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। অস্মদাদির শরীরে এবং রাম-কৃষ্ণ-শরীরে ব্রহ্ম-স্বরূপের ন্যূনাধিক্য নাই, কেবল উপাধি-ভেদ মাত্র। যেমন এক প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহে প্রকাশ পায়, সেইরূপ রামকৃষ্ণাদি শরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন, আর সেই দীপ যেমন স্থূল আবরণ ঘটাদিমধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহে প্রকাশ পায় না, সেই-রূপ ব্রহ্ম স্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন না; অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মসত্তার তারতম্য নাই।

"অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্॥"
—ভাগবতম্।

হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ! আমি ও তোমরা ও এই বলদেব আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান। কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম জানিবে, এমত নহে, কিন্তু স্থাবর-জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান।

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"
—গীতা।

হে অর্জ্জুন, হে শত্রুতাপজনক, আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে এবং তোমা-রও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যা-মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে, এ প্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি, আর তোমার চৈতন্য অবিদ্যা-মায়াতে আবৃত আছে, এই হেতু তাহা জানিতেছ না।

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥"—মুণ্ডকশ্রুতিঃ।

সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে, অধো ঊর্দ্ধে তোমার অবিদ্যা-দোষের দ্বারা যাহা যাহা নামরূপে প্রকাশমান দেখিতেছ, সে সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ব্রহ্মমাত্র হয়েন অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়াকার্য্য, ব্রহ্মই কেবল সত্য সর্ব্বব্যাপক হয়েন।

ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গ পূর্ব্বক যাহা লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সে কেমন অদ্বৈত-বাদী, যে কহে যে, রূপগুণবিশিষ্ট দেব-মনু-ষ্যাদি ও আকাশ-মন-অন্নাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় এবং তাহারা ব্রহ্মোদ্দেশে উপাস্য হয় না। ইহার উত্তর,—আমরা যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বিবরণ করিয়াছি, তাহাতে ইহাই পরিপূর্ণ আছে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, কোন বস্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্থিতি করে না, ব্রহ্মের উদ্দেশে দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষীরও উপাসনা করিলে ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা হয় এবং ঐ সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন্ কোন্ ব্যক্তি, ইহাও লিখিয়াছি। এ সকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লেখেন, ইহা

জ্ঞানবান্ লোকের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তবে যে আমরা কি দেবতার, কি মনুষ্যের, কি অন্নের, কি মনের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছি, সে কেবল বেদান্ত-মতানুসারে এবং বেদসম্মত যুক্তি দ্বারা। যেহেতু, ব্রহ্মের আরোপে যাবৎ মায়াকার্য্য নামরূপের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায়, মায়িক নামরূপাদি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কদাপি নহে।

"নেতরোঽনুপপত্তেঃ।"—বেদান্তসূত্রম্।

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎকারণ হয়েন না, যেহেতু জগতের সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে, এমত বেদে কহেন নাই।

"ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।"—বেদান্তসূত্রম্।

সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন, যেহেতু, সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তীর ভেদ-কথন বেদে আছে।

বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদর্শন দ্বারা ব্রহ্ম-সত্তাকে প্রমাণ করেন। তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তামাত্র, চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া, ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্মস্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থতঃ অনির্ব্বচনীয় হয়, তিনি কোন বিশেষণ দ্বারা নির্দ্ধারিতরূপে কথনযোগ্য হয়েন না।

"অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।"—বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

নানা প্রকার সগুণ নির্গুণ-স্বরূপে ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে, বাক্যের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না, যেহেতু, নামের দ্বারা কিংবা রূপের দ্বারা অথবা কর্ম্মের দ্বারা অথবা জাতির দ্বারা অথবা অন্য কোন গুণের দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন, কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মেতে ইহার কিছুই নাই; অতএব ইহা নহেন নহেন, এইরূপে বেদে তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করেন। কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহারা প্রত্যক্ষ হয় কিংবা মনের দ্বারা যাহার অনুভব হয়, সে ব্রহ্ম নহে, তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম, বিজ্ঞান ঘন ব্রহ্ম, আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে, সে উপদেশমাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায়। অতএব ব্রহ্ম এই সকল অদ্ভুত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন, এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ, ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ, তাহার মধ্যে যথার্থরূপ যে সত্য, তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন, তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ॥"
—তলবকারোপনিষৎ।

ব্রহ্মস্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে, এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর হয়, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। আর আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয়, সে ব্রহ্মকে জানে না।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "যদি মন্দির, মস্‌জিদ, গিরজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন, তবে কি সুঘটিত স্বর্ণ, মৃত্তিকা, পাষাণ, কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?" উত্তর,—মস্‌জিদ-গিরজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণ-মৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা, এ দুইয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন, সে অত্যন্ত অযুক্ত, যেহেতু, মস্‌জিদ-গিরজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা

ঐ মস্‌জিদ-গির্জাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্তু স্বর্ণ-মৃত্তিকা-পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা উহাকেই ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত-নিবারণার্থে বস্ত্র দেন, তাহার গ্রীষ্মনিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন, এই সকল ভোগ-শয়নাদি ঈশ্বর-ধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্‌জিদ, গির্জা, মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই, যেখানে চিত্তস্থির হয়, সেই স্থানেই উপাসনা করিবে।

"যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।"

—বেদান্তসূত্রম্।

যেখানে চিত্তস্থির হয়, সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবে, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "ইহাতে যদি কেহ কহে যে, বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম, ইহা কহিয়াছেন,তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য, কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য, কি গম্যা বা কি অগম্যা, যখন যাহাতে আত্মসন্তোষ হয়, তখন সেই কর্ত্তব্য, যাহাতে অসন্তোষ হইবে, সে অকর্ত্তব্য।" উত্তর,—যে ব্যক্তি এমত কহে যে, সকলই ব্রহ্ম, তাহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে, লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হইতেছে, তাহার বাস্তব সত্তা নাই, যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের,আর সেই ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া মৌলিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহাকে সেই সেইরূপে ব্যবহার করিতে হয়; যেমন এক অঙ্গ হস্তরূপে, অন্য অঙ্গ পাদরূপে প্রতীত হইতেছে, যে পাদরূপে প্রতীত হয়,তাহার দ্বারা গমন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যায়, আর যে হস্তরূপে প্রতীত হয়, তাহার দ্বারা গ্রহণরূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা যায়, আর যাহার দাহিকা-শক্তি দেখেন, তাহাকে দাহকর্ম্মে, আর যাহার শৈত্য-গুণ পায়েন, তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না। ভট্টাচার্য্যের মতানুযায়ীদিগের প্রতি এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে, যেহেতু, তাঁহারা জগৎকে শক্তিময় অথবা বিষ্ণুময় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহাদিগের, তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির প্রভেদ চক্রে অথবা পঙ্গতে করেন না এবং যে ব্যক্তি ধ্যানসময়ে পূজাতে যুগলের সাহিত্য সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং যাঁহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে, আমার আরাধ্য দেবতারা নানা প্রকার অগম্যাগমন করিয়াছেন এবং ঐ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি এক প্রকার অগম্যাগমনাদির আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে, বিধি-নিষেধের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বত্রব্যাপী, সর্ব্বদ্রষ্টা, সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখরূপ ফল দেন, সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাস প্রযুক্ত তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে, "এতাদৃশ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিতানুমানে বৈধ বহুপশুবধ স্থানের সিদ্ধপীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে বুচরখানার সিদ্ধপীঠত্ব কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে, তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতর স্ত্রী মাত্রেতে কিরূপ ব্যবহার করে, ইহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।" উত্তর,—যাহার পর নাই, এমত উপাসনা

বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতি এ প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক হয়। অতএব যে পক্ষে কল্পনা ব্যতিরেকে নির্ব্বাহ নাই, তাহাদিগের এ প্রশ্ন করা অতি আশ্চর্য্য।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে, "হে অগ্রাহ্য-নাম-রূপ অমুকেরা! আমরা তোমা-দিগকে জিজ্ঞাসি, তোমরা কি?" ইত্যাদি। উত্তর,—আমাদিগকে সোপাধি জীব করিয়া বেদে কহেন, ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না, এ কারণ তাঁহার জিজ্ঞাসু হই; সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি গর্ব্ব রাখি না এবং ভট্টাচার্যের উপকৃতি স্বীকার করি, যেহেতু, প্রত্যেক ব্যক্তি আপ-নার আপনি অতি প্রিয় হয়, এ নিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দেখিতে পাইতেছিলাম না, ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্রোধও বরতুল্য হয়।

যদি বল, আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন, তাহার সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না; অতএব সাকার উপাসনা সুলভ, তাহাই কর্ত্তব্য। উত্তর,—উপাসনার নিয়মের সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্ত্তব্য হয়, তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না, যেহেতু, তাহার নিয়মেরও সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য; অতএব অনু-ষ্ঠানে যথাসাধ্য যত্ন কর্ত্তব্য হয়। বরঞ্চ যজ্ঞাদি এবং প্রতিমার অর্চ্চনাদি কর্ম্মকাণ্ডে যথাবিধি দেশ, কাল, দ্রব্য-অভাবে কর্ম্ম সকল পণ্ড হয়, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা স্থলে ব্রহ্ম-জ্ঞান অর্জ্জনের প্রতি যত্ন থাকিলেই ব্রহ্মো-পাসনা সুসিদ্ধ হইতে পারে, কারণ, কেবল এই যত্নকরণের বিধি মনুতে প্রাপ্ত হই-তেছে।

"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ
যত্নবান্।"—মনুঃ।

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদা-ভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন।

আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনা-চারীর নিন্দা করেন অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসী হয়েন, আর গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্টরূপে ভোজন করে,আপনাকে কোন মতে সদাচারী দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে, তাহা অঙ্গী-কার করে, এ দুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বক-ধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়? এ প্রশ্নের কারণ এই যে, ভট্টাচার্য্য আমা-দিগকে বক-ধূর্ত্ত করিয়া বেদান্তচন্দ্রিকাতে কহিয়াছেন।

দ্বিতীয়, এক জন নিষিদ্ধাচারী, সে আপ-নাকে বিশ্বগুরু করিয়া জানে, আর এক জন নিষিদ্ধাচারী, সে আপনার অধমতা স্বীকার করে, এই দুইয়ের মধ্যে কাহার অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য হয়?

তৃতীয়, এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে, যাহা আমি বলি, এই শাস্ত্র, ইহাই নিশ্চয়

কর, তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ, আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান, আমার তুষ্টির জন্যে সর্ব্বস্ব দিতে পার, ভালই, নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক আমাকে দেও, আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আর এক জন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষা বিবরণ করিয়া লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে, আপনার অনুভবের দ্বারা এবং বেদসম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ, আর যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর, আর অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে ভয় এবং সম্মান কর। এ দুই-য়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়? এ প্রশ্নের কারণ এই যে, ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রি-কাতে আমাদিগকে স্বপ্রয়োজনপর করিয়া লিখিয়াছেন। এখন ইহার সমাধা বিজ্ঞ লোকের বিবেচনায় রহিল। হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে দ্বেষ,মৎসরতা, মিথ্যাপবাদে প্রবৃত্ত করাইবে না।

———

গোস্বামীর সহিত বিচার।

ওঁ তৎ সৎ।

অদ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী যে পরব্রহ্ম, তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ-নাসিকাদি অবয়ব-বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্য ভগবদ্‌গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামীজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে, বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন। প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রশ্ন করেন যে, "সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন, ইহার উত্তর বাক্য কি সংগ্রহ করিব, যেহেতু, এ কথা সকল দর্শনকারদিগের সম্মত, কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, ব্রহ্মেতে কোন উপাধি-দোষ স্পর্শ হইবে না অথচ বেদেরা প্রতিপন্ন করিতেছেন, তাহার প্রকার কি?" উত্তর,—বেদ সকল ব্রহ্মের সত্তাকে কিরূপে প্রতিপন্ন করেন, আর উপাধি-দোষ-স্পর্শ বিনা কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব-কথনে বেদেরা প্রবর্ত্ত হয়েন, ইহা জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে, পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশোপনিষৎ বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করেন, যদি চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে, তবে বেদান্তের বিশেষ অবলোকনের পরে এতাদৃশ প্রশ্নের পুনরায় সম্ভাবনা থাকে না। সংপ্রতি আমরাও এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কেনোপনিষৎ,—"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, ব্রহ্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন এবং ঘটপটাদি হইতে ভিন্ন অথচ অদৃশ্য যে পরমাণু, তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন। বৃহদারণ্যক,—"অথাত আদেশো নেতি নেতি।" এ বস্তু ব্রহ্ম নহে, এ বস্তু ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদিরূপে যাবৎ অন্য বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন, এই মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ বেদে করেন. কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ দেখিয়া আর জড়স্বরূপ শরীরের প্রকৃতি দেখিয়া এই সকলের কারণ যে পরব্রহ্ম, তাঁহার সত্তাকে নিরূপণ করেন। যদি এই প্রশ্নের উত্তরকে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশেষমতে কোন জ্ঞানীর নিকট আপনার জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে মুণ্ডকোপনিষদের শ্রুতি এবং গীতা-স্মৃতির অর্থের আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করিবেন। মুণ্ডকোপনিষৎ-শ্রুতিঃ,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বিনয় পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে। গীতাস্মৃতিঃ,—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" প্রণিপাত ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানীর নিকটে তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে। আপনি তৃতীয় পৃষ্ঠায় পুনরায় লিখেন যে, তোমাদের যদি কোন বেদান্ত-ভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার, এমত জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সে কুজ্ঞান। উত্তর,—কেবল ভগবৎ-পূজ্যপাদের ভাষ্যেই ব্রহ্মকে আকাররহিত করিয়া কহিয়াছেন, এমত নহে, কিন্তু তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মকে নামরূপের ভিন্ন করিয়া স্পষ্টরূপে এবং প্রসিদ্ধ শব্দে সর্ব্বত্র কহেন। এ সকল শাস্ত্র অপ্রাপ্য নহে, সুতরাং তাহাতে কাহারও প্রতারণার সম্ভাবনা নাই; অতএব তাহার কিঞ্চিৎ

লিখিতেছি। কঠবল্লী,—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।" পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধ,এই পাঁচ গুণ আছে, এ নিমিত্ত শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পৃথিবী হয়েন। জলেতে গন্ধগুণ নাই, এ প্রযুক্ত পৃথিবী হইতে জল সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ ভিন্ন চারি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন, আর তেজেতে গন্ধ ও রস এই দুই গুণ নাই, এ নিমিত্ত জল হইতে তেজ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ আর জিহ্বা ইহা ভিন্ন তিন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন, আর বায়ুতে রূপ, রস, গন্ধ, এই তিন গুণ নাই, এ নিমিত্ত তেজ হইতেও বায়ু সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ,জিহ্বা,চক্ষু এই তিন ইন্দ্রিয় ভিন্ন যে দুই ইন্দ্রিয়, তাহার গোচর হয়েন, আর আকাশেতে স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধ, এই চারি গুণ নাই, এ নিমিত্ত বায়ু হইতেও আকাশ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, এই চারি ভিন্ন কেবল এক শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন, অতএব এ পাঁচ গুণের এক গুণও যে পরমাত্মাতে নাই, তেঁহ কিরূপ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন,তাহা কি প্রকারে বলা যায়। মুণ্ডক,—"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং ইত্যাদি।" যে ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন, আর হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন এবং জন্মরহিত এবং চক্ষুঃশ্রোত্র-হস্তপাদাদি অবয়বরহিত হয়েন ইত্যাদি। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, "অদৃষ্ট-মব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্।" যেহেতু, ব্রহ্ম সর্ব্ববিশেষণ-রহিত হয়েন, এই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচর হয়েন না এবং ব্যবহারের যোগ্য তেঁহ হয়েন না, আর হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তেঁহ গ্রাহ্য হয়েন না এবং তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না এবং তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে, আর তেঁহ শব্দের দ্বারা নির্দেশ্য নহেন। "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ।" বেদান্তের ৩ অধ্যায়, ২ পাদ। ১৪ সূত্র। ব্রহ্ম কোন প্রকারেই রূপবিশিষ্ট নহেন, যেহেতু, নির্গুণ-প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বত্র প্রাধান্য হয়। অতএব এই সকল স্পষ্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধ যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহার জ্ঞানকে কুজ্ঞান করিয়া কহিতে তাঁহারাই পারেন, যাঁহাদের বেদে প্রামাণ্য নাই অথবা যাঁহারা প্রতারণার উদ্দেশে কিংবা পক্ষপাত করিয়া স্পষ্টার্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা করেন। পুনর্ব্বার তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে না। উত্তর,—যদ্যপি বেদ দুর্জ্ঞেয় বটেন, তত্রাপি বেদের অনুশীলন করা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম হইয়াছে; অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। শ্রুতিঃ—"ব্রাহ্মণেন নিঃকারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ ইতি।" ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম এই যে, ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন। ভগবান্ মনুঃ,—"আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।" ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থ-জ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের ঐহিক, পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই। এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ-সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে,এই নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মসংহিতাতে তাবৎ বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন। শ্রুতিঃ—"যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজম্।" যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন, তাহাই পথ্য, এবং বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তসূত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় করিয়াছেন এবং ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ঐ বেদান্তসূত্রের এবং দশোপ-

নিষদের ভাষ্যে তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন; অতএব বেদ দুর্জ্ঞের হইয়াও এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন, ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। ব্যাস-স্মৃতিঃ,—"বেদাৎ যোঽর্থঃ স্বয়ং জ্ঞাত-স্তত্রাজ্ঞানং ভবেদ্‌যদি। ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাম্‌॥" বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাতে যদি শঙ্কা জন্মে, তবে ঋষিরা যেরূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আর শঙ্কা হইতে পারে না। আর সেই পৃষ্ঠাতে আপনি লিখেন যে, পরমার্থ বিষয়ে প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে পারে না। ইহার উত্তর,—অনুমানাদি সকল প্রমাণের মূল যে প্রত্যক্ষ, তাহা প্রমাণ না হইলে তাবৎ বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্র যাহা প্রত্যক্ষ দেখি এবং প্রত্যক্ষ শুনি, তাহার অপ্রামাণ্য হইয়া সকল ধর্ম্ম লোপ হইতে পারে. আর প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিফল হয়, কিন্তু বেদ শাস্ত্রকে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ করিয়া লোককে জানাইলে নবীন-মতাবলম্বীদের উপকার আছে। যেহেতু, বেদের প্রামাণ্য থাকিলে তাহাদের স্বয়ং রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও ভাষা পয়ার সকল যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা লোকে মান্য হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষকে প্রমাণ স্বীকার করিলে জন্যকে নিত্য করিয়া ও অচেতনকে সচেতন করিয়া এবং একদেশ-স্থায়ীকে বিশ্বব্যাপক করিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না। সুতরাং নবীন-মতাবলম্বীরা বেদে এবং প্রত্যক্ষে অপ্রামাণ্য জন্মাইবার চেষ্টা আপন মতের স্থাপনের নিমিত্ত অবশ্যই করিবেন, কিন্তু বেদ যাহার বিচারণীয় না হয় ও প্রত্যক্ষ যাহার গ্রাহ্য নহে, তাহার বাক্য বিজ্ঞ লোকের গ্রাহ্য কি প্রকারে হইতে পারে? "বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্‌। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণম্‌॥" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদাদিতে যাহার প্রামাণ্য নাই, তাহার বাক্য কেহ প্রমাণ করে না, আর যে মতের স্থাপনের নিমিত্তে বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয়, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণকে অপ্রমাণ জানাইতে হয়, সে সত্য কি মিথ্যা, ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। আর চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখেন, বেদার্থ-নির্ণায়ক যে মুনিগণ, তাঁহাদের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে, এ কারণ বেদার্থনির্ণায়ক যে পুরাণ ইতিহাস, তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হইবে। উত্তর—বেদার্থ-নির্ণয়কর্ত্তা মুনিগণের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে, এ নিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় না হয়েন, তবে পরস্পর-বিরুদ্ধ যে ব্যাসাদি ঋষিবাক্য, তাহা কিরূপে বিচারণীয় হইতে পারে? অতএব এই যুক্তির অনুসারে পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি যাহা ঋষিবাক্য, তাহাও বিচারণীয় না হইয়া সকল ধর্ম্মের লোপাপত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ, এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, দুর্জ্ঞেয় নিমিত্ত বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হয়েন, তবে আপনারা গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশ সংস্কার প্রভৃতি বেদমন্ত্রে করেন, কি পুরাণ-বচনে করিয়া থাকেন? পুরাণাদিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে ইতিহাসচ্ছলে স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুদিগের নিমিত্ত ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন; সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র মান্য। কিন্তু পুরাণ ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদ নহেন, যেহেতু সাক্ষাৎ বেদ হইলে শূদ্রাদির শ্রোতব্য হইতেন না। এবং আপনার যে মতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন, সে মতে পুরাণাদি সাক্ষাৎ বেদ হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। তবে যে বেদের তুল্য

করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে বেদ হইতে গুরুতর লিখেন, আর আগমে আগমকে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন, সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র। যেমন "ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং" অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন, এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন, আর যেমন পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তর-শত নামের ফলে লিখিয়াছেন—"রাজানো দাসতাং যান্তি বহ্নয়ো যান্তি শীততাম্।" এই স্তবের পাঠ করিলে রাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হন, আর অগ্নি সকল শীতল হন। যদি এ বাক্য প্রশংসাপর না হইয়া যথার্থ হইত, তবে এ স্তব পাঠ করিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইত না। আর দ্বাদশীতে পুতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়,এমত স্মৃতিতে কহিয়াছেন, সে নিন্দা দ্বারা শাসনপর না হইয়া যদি যথার্থ ব্রহ্মহত্যা হয়, তবে পুতিকা-ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কেন না করে? এইরূপে ঐ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর, কোন স্থানে বা শাসনপর হয়। পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্য্য, তাহা ঐ পুরাণ ইতিহাসের কর্ত্তা তাহাতেই কহিয়াছেন। "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতাঃ।" স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ এ সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে পারেন না, এ নিমিত্ত ভারতের উপদেশে তাবৎ বেদের অর্থ স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন।"সর্ব্ববেদার্থ-সংযুক্তং পুরাণং ভারতং শুভম্। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতম্॥" সকল বেদার্থ-সংবলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন, তাহাকে স্ত্রী, শূদ্র, পতিত ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদব্যাস কহিয়াছেন। অতএব বেদ এবং বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলোচনাতে যাঁহাদের অধিকার আছে,তাঁহারা সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাতেই কৃতার্থ হইবেন। শ্রুতিঃ,—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" ইত্যাদি। সেই পরমাত্মাকে বেদবাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা করেন। মনুঃ,—"বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অর্থ যথার্থরূপে জানে এবং তাহার অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে থাকিয়া ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়। "যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥" বেদের বিরুদ্ধ যে যে স্মৃতি ও বেদবিরুদ্ধ তর্ক, তাহা সকলকে নিষ্ফল করিয়া জানিবে, যেহেতু, মনু প্রভৃতি ঋষিরা তাহাকে নরকসাধন করিয়া কহেন। ৫। আপনি ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার এবং তিনি যাহা জানিয়াছেন ও যাহা কহিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ, আর ইহার পোষক পুরাণের বচন লিখিয়াছেন। ইহার উত্তর,—এ যথার্থ বটে, এই নিমিত্তই ভগবান্ বেদব্যাস বেদের সমন্বয়ার্থ যে শারীরক সূত্র করিয়াছেন, তাহা বিশ্বের নিঃসন্দেহে মান্য হইয়াছে এবং স্ত্রীশূদ্রাদির নিমিত্ত যে পুরাণ ইতিহাস করিয়াছেন, তাহাও মান্য এবং অধিকারিবিশেষের উপকারক হয়, এ কথা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিয়াছি এবং বেদব্যাস ভিন্ন মনু প্রভৃতি ঋষিরা যাহা কহিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বপ্রকারে মান্য। পুনরায় সপ্তম পৃষ্ঠায় লিখেন যে, পুরাণের মধ্যে যে যে স্থানে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে, সে সাত্ত্বিক, আর ব্রহ্মাদির মাহাত্ম্য যাহাতে আছে,তাহা রাজস আর শিবাদির মাহাত্ম্য যে পুরাণে আছে, সে

তামস এবং গরুড়-পুরাণ বলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন। ইহার উত্তর,—তমোলেশ-রহিত যে মহাদেব, তাঁহার মাহাত্ম্য যে শাস্ত্রে থাকে, সে শাস্ত্র তামস হয়, ইহা মনু প্রভৃতি কোন শাস্ত্রে নাই, বিশেষতঃ মহাভারতে লিখেন,—"যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ।" যাহা মহাভারতে নাই, তাহা কুত্রাপি নাই। সে মহাভারতেও শিবমাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে তামস করিয়া কহেন নাই, বরঞ্চ মহাভারত শিবমাহাত্ম্যেতে পরিপূর্ণ হয়। তবে আপনি গরুড়পুরাণ বলিয়া যে সকল বচন লিখিয়াছেন, এরূপ বচন কোন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতীয় দানধর্ম্মে শিবের প্রতি বিষ্ণুর বাক্য,—"নমোঽস্তু তে শাশ্বতসর্ব্বযোনয়ে, ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষয়ো বদন্তি। তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ, ত্বামেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ॥" সর্ব্বদা একরূপ, সকলের উৎপত্তিকারণ, আর যাঁহাকে সাধু ঋষিরা ব্রহ্মার অধিপতি করিয়া কহেন, আর তপস্যা ও সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণের সাক্ষী যে তুমি, তোমাকে প্রণাম করিতেছি। "সদাশিবাখ্যা যা মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা।" সদাশিবাখ্যা মূর্ত্তির তমোলেশ নাই। ইত্যাদি বচনের দ্বারা মহাদেব সর্ব্বপ্রকারে তমোরহিত হয়েন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে কিরূপে তাঁহার মাহাত্ম্য তামস হইতে পারে? অতএব সমূলক এই সকল বচনের দ্বারা পূর্ব্ববচনের অমূলকত্ব বোধ হয়, আর মহাদেবের অংশাবতার নানা প্রকার রুদ্র ও ভৈরব হইতে কখন কখন তামস কার্য্য হইয়াছে, সে তমোদোষ মহাদেবে কদাপি স্পর্শ হয় না, যেমন বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারে বেদনিন্দা জন্য দোষ বুদ্ধতেই আশ্রয় করিয়াছে, কিন্তু সে দোষ বিষ্ণুতে স্পর্শ হয় নাই। যদিও গরুড়পুরাণে ঐ সকল বচন—যাহাতে শিবের মাহাত্ম্যকে তামস করিয়া লিখেন, তাহা পাওয়া যায়, তবে সেই পুরাণের প্রকরণ দেখা উচিত হয়, যেহেতু, মহাভারত-বিরুদ্ধ এবং শিবনিন্দাবোধক যে বচন, সে দক্ষযজ্ঞ-প্রকরণীয় বাক্য হইবে; অতএব শিব বিষয়ে দক্ষাদির নিন্দাবাক্য ও বিষ্ণুবিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। অধিকন্তু, এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি যে, রাজস-তামসাদিরূপ পুরাণেতে যে সকল শিবাদির মাহাত্ম্য এবং চরিত্র লিখিয়াছেন, তাহা সত্য, কি মিথ্যা? যদি মিথ্যা কহ, তবে বেদব্যাসের সত্যবাদিত্বে ব্যাঘাত হয়, আর আপনি যে কহিয়াছেন যে, বেদব্যাস যাহা কহিয়াছেন, সে প্রমাণ তাহারও বিরোধ হয়, আর যদি সত্য কহ, তবে পুরাণমাত্রেরই সমানরূপেই মান্যতা হইবে। আপনি অষ্টম পৃষ্ঠায় লিখেন যে, বেদান্তসূত্র অতি কঠিন, ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না পাইয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থস্বরূপ পুরাণচক্রবর্ত্তী শ্রীভাগবত মহাপুরাণ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে গরুড়-পুরাণের প্রমাণ লিখিয়াছেন। তদ্‌যথা,—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥" উত্তর,—শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন, এমত বিবাদ করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি, কিন্তু বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ শ্রীভাগবত নহেন, ইহাতে কি অন্যের, কি আমাদের সকলেরই নিশ্চয় আছে, তবে তাবদ্দেশের অশ্রুত নবীন বার্ত্তা এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সংপ্রতি উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহা স্থাপনের নিমিত্ত গরুড়পুরাণীয় কহিয়া ঐরূপ বচনের রচনা করিয়া-

ছেন, কিন্তু শ্রীভাগবত বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ নহেন, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা যাইতেছে। প্রথমতঃ, ঐ সকল বচন, যাহা আপনি লিখিয়াছেন, প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীধরস্বামী—যিনি ভাগবতকে লোকে পুরাণ করিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন, তিনিও এরূপ গরুড়পুরাণের স্পষ্ট বচন থাকিতে ইহা হইতে অস্পষ্ট বচন সকল ভাগবতের প্রমাণের নিমিত্ত আপন টীকার প্রথমে লিখিতেন না। তৃতীয়তঃ, আপনার লিখিত গরুড়পুরাণের বচনের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মহাভারত ও বেদার্থনির্ণায়ক যে বেদান্তসূত্র, তাহার অর্থকে শ্রীভাগবতে বিবরণ করিয়াছেন, আর পুরাণের মাহাত্ম্য-কথনে আপনি পূর্ব্বে লিখেন যে, পুরাণ সকল সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বেদার্থকে কহেন, ইহাতে আপনার পূর্ব্বাপর বাক্য-বিরোধ হয়, যেহেতু, ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, সম্পূর্ণ শ্রীভাগবত বেদ এবং বেদের বিবরণ ও পুরাণচক্রবর্ত্তী না হইয়া বেদার্থ যে মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র, তাহার বিবরণ হইলেন। চতুর্থ, এ দেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এবং সুলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণের ন্যায় বচনের রচনা হইতে পারে, এই অবসর পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে ভাষ্য করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড়পুরাণ বলিয়া বচন রচনা করিয়াছেন, আর দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্ম যাঁহাদের এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ, এমত নবীন নবীন ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত, ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন লিখেন, এইরূপ কোন কোন শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবতরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণীয় বচনের প্রকাশ করেন। তদ্‌যথা—"ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে। নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ। কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণবমানিনঃ। অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥" যে গ্রন্থেতে নানা অসুরবধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন, তাহাকে ভাগবত করিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবে। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থকারের অধৃত বচন সকলকে শুনিবামাত্র যদি পুরাণ করিয়া মান্য করা যায়, তবে পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এইরূপ শাক্তের কথিত বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং অর্থের অনির্ণয় ও ধর্ম্মের লোপ এককালে হইয়া উঠে। অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্ব্বসম্মত টীকা না থাকে, তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না। পঞ্চম, শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহেন। ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি সুব্যক্ত হইতেছে, যেহেতু, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অবধি "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এ পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচশত বেদান্তসূত্র সংসারে বিখ্যাত আছে। তাহার মধ্যে কোন্ সূত্রের বিবরণস্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে লিখিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপ গ্রন্থ শ্রীভাগবত বটেন কি না, তাহা অনায়াসে বোধ হইবে। তদ্‌যথা—দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে—"বৎসান্ মুঞ্চন্ কচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ, স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ। মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি, দ্রব্যালাভে স গৃহ-

স্ফুরিতো বাহ্যুপক্রোশ্য তোকান্‌” ॥ ২২ শ্লোক ॥ “এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ, স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকোহন্বমাস্তে ॥” ২৪ শ্লোক ॥ ২২ অধ্যায়ে ভগবানুবাচ। “ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ। অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ” ॥ ১২ শ্লোক ॥ ৩৩ অধ্যায়ে—“কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্‌। গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাম্বুলচর্ব্বিতম্‌” ॥ ১৪ শ্লোক ॥ কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়িয়া দিতেন, ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া দুর্ব্বাক্য কহিলে হাসিতেন, আর চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে সুস্বাদু দধি-দুগ্ধ, তাহা ভক্ষণ করিতেন, আর আপন খাদ্যদ্রব্য না পাইলে ক্রোধ করিয়া গোপবালককে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন ॥ ২২ ॥ এইরূপে পরিষ্কৃত গৃহের মধ্যে বিষ্ঠা-মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন, চৌর্য্য-কর্ম্ম করিয়াও সাধুর ন্যায় প্রসন্নরূপে থাকিতেন ॥ ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদের প্রতি কহিতেছিলেন—যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি, তাহা কর, তবে তোমরা হাস্যবদনে আমার নিকট ঐরূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর ॥১২॥ নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডলদ্বয়, তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন গণ্ড, সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পণ করিতেছেন, এমন যে কোন গোপী, তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিতেন ॥ ১৪ ॥ বেদান্তের কোন্‌ শ্রুতির এবং কোন্‌ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ব্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ হয়, ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন? অধিকন্তু, কৃষ্ণনাম আর তাঁহার অন্য অন্য প্রসিদ্ধ নাম ও তাঁহার রূপ ও গুণবর্ণনেতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু বেদান্তসূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কি কৃষ্ণের কোন প্রসিদ্ধ নামের লেশও নাই; সুতরাং তাঁহার রূপগুণবর্ণনের সহিত বিষয় কি? অতএব যাহার সামান্য বোধ আছে এবং পক্ষপাতে নিতান্ত মগ্ন না হইয়া থাকে, সে অবশ্যই জানিবে যে, যে গ্রন্থ যাঁহার উদ্দেশে হয়, তাহাতে সেই দেবতার অথবা সেই ব্যক্তির প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বর্ণন বাহুল্যরূপে অবশ্য থাকে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহার নাম-গুণ-বর্ণন হইতে শূন্য হয় না, অতএব সেই সকল বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, বেদান্তসূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্কমাত্র নাই। যদি বল, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কেহ কেহ কেবল ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, বেদান্তশাস্ত্রকে স্পষ্টাক্ষরে অন্যথা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপক্ষে এবং তাহার রাসক্রীড়াদি লীলাপক্ষে বিবরণ করিয়াছেন। উত্তর,—সেইরূপে শৈব সকল ঐ বেদান্তসূত্রকে ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা শিবপক্ষে ও তাঁহার কোচবধূর সহিত লীলা পক্ষে অক্ষর ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং এইরূপে বিষ্ণুপ্রধান শ্রীভাগবতকে কালীপক্ষে ব্যাখ্যা কোন শাক্তবিশেষে করিয়াছেন; অতএব এরূপ ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা প্রকরণকে এবং প্রসিদ্ধার্থকে ত্যাগ করিয়া এরূপ ব্যাখ্যার প্রামাণ্য করিলে কোন্‌ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য, তাহা স্থির না হইয়া শাস্ত্র সকল কদাপি প্রমাণ হইতে পারেন না। ষষ্ঠ, বেদান্ত ভিন্ন অন্য অন্য দর্শনকার আপন আপন দর্শনের ভাষ্য কেহ করেন নাই, কিন্তু তত্তুল্য আচার্য্য সকলে করিয়াছেন; অতএব এ রীতি দ্বারাও বুঝা যায় যে, আপন কৃত

বেদান্তসূত্রের অর্থ বেদব্যাস করেন নাই, কিন্তু তত্তুল্য ভগবান্ পূজ্যপাদ বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন। সপ্তম, শাস্ত্রের প্রমাণ শাস্ত্রান্তরও হয়েন; অতএব গোতম, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতি অন্য অন্য দর্শনকর্ত্তার যাঁহারা বেদব্যাসের সমকালীন এবং ভ্রমপ্রমাদরহিত ছিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের ভাষ্যকারেরা যখন আপন আপন গ্রন্থে বেদান্তমতকে উত্থাপন করিয়াছেন, তখন অদ্বৈতবাদ বলিয়া বেদান্তের মতকে কহিয়াছেন, কিন্তু আপনার মতে শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য সাকার গোপীজনবল্লভ যে পরিমিত রূপ, তেঁহ বেদান্তের প্রতিপাদ্য হয়েন, এমত কেহ কহেন নাই। অষ্টম, বেদার্থবিবরণকর্ত্তা যত মুনি, তাঁহাদের মধ্যে ভগবান্ মনু সকলের প্রধান। তাঁহার বাক্যের বিপরীত যে সকল বাক্য, তাহা অপ্রমাণ হয়, যেহেতু, বৃহস্পতি কহেন,—"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।" মনুর অর্থের বিপরীত যে ঋষিবাক্য,তাহা মান্য নহে; অতএব সেই ভগবান্ মনু বেদের অধ্যাত্মকাণ্ডের অর্থের বিবরণে বেদান্তসম্মত অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু ভাগবতীয় হস্তপাদাদিবিশিষ্ট পরিমিত বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন নাই। মনুঃ,—"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥" যে ব্যক্তি স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে দেখে, এমতরূপ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণ ন্যায়ে যাগাদি কর্ম্ম করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। "সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥" সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম করিয়া জানিবে, যেহেতু, তাবৎ ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং তাহার দ্বারাই মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, এবং উপসংহারে ভগবান্ মনু লিখেন, "এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা। স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥" যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বভূতে আত্মাকে সমতাভাবে জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। বরঞ্চ যেমন অন্য অন্য দেবতাকে এক এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, সেইরূপ বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাত্র করিয়া কহেন। তদ্‌যথা,—"মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরম্। বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্॥" মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, এইরূপ কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দিক্ হয়েন, পাদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও বলের অধিষ্ঠাতা হর এবং বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি, আর গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও সন্তান উৎপত্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি হয়েন, ইহাঁদের ঐ ঐ অঙ্গের সহিত অভেদরূপে ভাবনা করিবে। নবম, অন্য অন্য পুরাণ ইতিহাস করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ না হইলে পর শ্রীভাগবত করিলেন,এই আপনারা যে লিখেন, ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোন ঋষিবাক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ,পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্ব্বের গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই, এরূপ যুক্তির দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহ, তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম আর তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদব্যাস রচনা করেন, তবে ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীভাগবত করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচিলেন। শ্রীভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধ,—"ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ। শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্ব্বিংশতি শৈবকম্। দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং

পঞ্চবিংশতি॥" বিষ্ণুপুরাণে,—"ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।" ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্ব্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন। দশম, যদি বল, শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ হইতে শ্রীভাগবতকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। উত্তর,—কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্ব্বোত্তম করিয়া কহিয়াছেন, এমত নহে, বরঞ্চ প্রত্যেক পুরাণের শেষে ঐরূপে সেই সেই পুরাণকে অন্য হইতে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। শ্রীভাগবত,—"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥" অর্থাৎ শ্রীভাগবত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত,—"প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ। ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী। তথা সর্ব্বপুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ॥" অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। এইরূপ প্রশংসার দ্বারা অন্য অন্য পুরাণের অপ্রাধান্য তাৎপর্য্য হইলে পুরাণ সকল পরস্পর অনৈক্য হইয়া কোন পুরাণের প্রামাণ্য থাকে না; অতএব ইহার তাৎপর্য্য প্রশংসামাত্র, কিন্তু অন্য পুরাণের খণ্ডন তাৎপর্য্য নহে। অধিকন্তু এ স্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র কঠিন রচনা এবং দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত আপনার মতে অবিচারণীয় হয়েন, তবে শ্রীভাগবত—যাঁহাকে বেদ-বেদান্ত হইতেও কঠিন এবং দুর্জ্ঞেয় দেখা যাইতেছে, তেঁহ কিরূপে বিচারণীয় হইতে পারেন? আপনি পঞ্চম পত্রে লিখেন এই যে, 'ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরদ্বিষাম্।' ইত্যাদি অনেক বচন পরে আজ্ঞপ্ত ভগবান্ শিব শিবার প্রতি কহিয়াছেন। "বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি সম্যগুক্তং ময়াঽনঘে।" ইত্যাদি অনেক বচন পরে। "ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য মোহনায় কলৌ যুগে॥" এ সকল বচন দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অসুর-মোহনের নিমিত্ত ভগবান্ শিব নানা প্রকার পাশুপতাদি শাস্ত্র করিয়াছেন এবং কলিযুগে আপনি শ্রীমদাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভাষ্যাদি শাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মের পরংরূপ অর্থাৎ আকার নির্গুণ অর্থাৎ অলীক ইহা প্রতিপন্ন করিয়া জগতের আসুরস্বভাব লোক সকলকে মোহযুক্ত করিলেন; অতএব আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার কৃত ভাষ্য দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের যাথার্থ্য আচ্ছাদিত হয় কি না? ইহার উত্তর,—এ সকল বচন যদ্যপিও সমূল হয়, তথাপি ইহার দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কৃত ভাষ্য অলীক হয়, এমত কদাপি প্রতিপন্ন হইতেছে না; কিন্তু এইমাত্র প্রমাণ হয় যে, যদি বেদবাহ্য কোন শাস্ত্র ভগবান্ মহেশ্বর করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মস্বরূপকে যদি কোন স্থানে বেদোক্তের বিপরীত করিয়া কহিয়া থাকেন, তবে সে অসুরদিগের মোহনার্থ বটে। আর যদি ঐ বচনকে প্রমাণ করিয়া এমত বল যে, মহেশ্বর-কৃত তাবৎ শাস্ত্র অপ্রমাণ হয়, তবে তান্ত্রিক দীক্ষা—যাহা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে এ দেশে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিতেছেন, তাহা মিথ্যা হইয়া সম্যক্ প্রকারে ঐ উপাসনাকে নিরর্থক স্বীকার করিতে হয়, অথচ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, কলিতে তন্ত্রোক্ত মতে দেবতার উপাসনা করিবে। "আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।" যে হেতু, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-রহিত ব্যক্তিদের ঐরূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনার দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়। আর অমূলক কিংবা সমূলক ঐ বচনের অবলম্বন করিয়া শিবোক্ত তাবৎ শাস্ত্রকে মিথ্যা আর মহেশ্বরকে প্রতারক করিয়া যদি

বৈষ্ণবেরা কহেন, তবে তন্ত্র-বচনে নির্ভর করিয়া তান্ত্রিকেরা পুরাণসকলকে মিথ্যা এবং বিষ্ণুকে প্রতারক করিয়া কহিলে কি করা যায়? ইহাতে কেবল পুরাণ এবং তন্ত্রের পরস্পর বিরোধে কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না এবং শিব-বিষ্ণুর প্রতারকত্ব উপস্থিত হইয়া চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্ম-লোপ হয়। যথোক্তং কুলাবলীতন্ত্রে—"বেদা বিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা। হরের্নাম ন গৃহ্লীয়াৎ ন স্পৃশেত্তুলসীদলম্। ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চয়েৎ॥" এ সকল বচন যদিও সমূল হয়, তবে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এ সকল অধিদৈবত শাস্ত্র, ইহাতে যখন যে দেবতাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া কহেন, তখন সে দেবতার প্রাধান্য, আর অন্য দেবতার অপ্রাধান্য কহিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা কেবল প্রতিপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসামাত্র তাৎপর্য্য হয়। যথা বিষ্ণুমাহাত্ম্যে গীতা,—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" অর্থাৎ বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। দেবীমাহাত্ম্যে,—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" অর্থাৎ দেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। শিবমাহাত্ম্যে মহেশ্বরগীতা,—"প্রতিপাদ্যোহস্মি নান্যোহস্তি প্রভুর্জগতি মাং বিনা।" অর্থাৎ মহাদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। ইন্দ্র-মাহাত্ম্যে বৃহদারণ্যক,—"তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব বিজানীহি ইতি।" অর্থাৎ ইন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। প্রাণবায়ু-মাহাত্ম্যে প্রশ্নোপনিষৎ,—"এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ।" অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। গরুড়-মাহাত্ম্যে আদিপর্ব্ব,—"ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং ইতি।" অর্থাৎ গরুড় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। এইরূপে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া অন্যাপেক্ষা এক এক দেবতার প্রাধান্যরূপে বর্ণন করিলে অন্য দেবতা কদাপি হেয় হয়েন না। যদ্যপিও ভগবান্ আচার্য্যের কৃত ভাষ্যকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলেরই দুষ্কৃতের কারণ হয়, তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবে। যেহেতু, পূজ্যপাদ ভগবান্ ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য-প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন, সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন। আর শ্রীধরস্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্যশ্রেণীতে ছিলেন, তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে, কি অন্য সম্প্রদায়ে সর্ব্বথা মান্য এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন। আর সেই শ্রীধরস্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে,"ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের মত ও ভাষ্যের টীকাকারদিগের মতকে আলোচনা করিয়া যথামতি গীতা ব্যাখ্যা করি, এবং শ্রীভাগবতের টীকাতেও লিখেন যে, "সম্প্রদায়ানুসারেণ পূর্ব্বাপর্য্যানুসারত" ইত্যাদি। অতএব ভগবান্ আচার্য্যের মত মোহের কারণ হয়, এমত কহিলে চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়া স্বীকার করিতে হইবে, আর আচার্য্য-মতানুসারে যে সকল শ্রীধরস্বামীর টীকা, তাহারই বা কি প্রকারে মান্যতা হইতে পারে? অতএব আচার্য্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আর আমাদের প্রতি আচার্য্য-মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন, সে আমাদের শ্লাঘ্য; সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব? আপনি ছয়ের পৃষ্ঠায় লিখেন যে, ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণমূর্ত্তি হয়েন, কিন্তু সে আকার মায়িক নহে, কেবল আনন্দের হয়, আর সেই আকার কেবল ভক্তগণের চক্ষুগোচর হয়। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম

আকার-ভিন্ন হয়েন, তাহার প্রমাণ তাবৎ বেদান্ত এবং দর্শন সকল আছেন। ইহার প্রতিপাদক কথক শ্রুতি ও বেদান্তসূত্রে ও স্মৃতি প্রভৃতি পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে; অতএব তাহাকে এ স্থলে পুনরায় লিখিবার প্রয়োজন নাই এবং বেদসম্মত যুক্তি দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বস্তু সাকার, সে নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, ব্রহ্মস্বরূপ কদাপি হইতে পারে না, যেহেতু, প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতেছি যে, আকারবিশিষ্ট কোন এক বস্তু যদ্যপিও অতি বৃহৎ হয়, তথাপি আকাশের এবং দিক্ ও কালের অবশ্য ব্যাপ্য হইয়া থাকে, বিশ্বের ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং সেই বস্তু অবশ্যই পরিমিত ও নশ্বর হইবে এবং ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে কোন বস্তু চক্ষুগোচর হয়, সে কদাপি স্থায়ী নহে; অতএব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যে অস্থায়ী এবং পরিমিত, তাহাকে ব্যাপক এবং নিত্যস্থায়ী পরমেশ্বর কিরূপে কহা যায়? আর যাহা বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ, তাহাকে বেদে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে, সে কিরূপে মান্য করিতে পারে আর পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ভিন্ন কেবল আনন্দের আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদের চক্ষুগোচর হয়, আপনার এ কথা অত্যন্ত অসম্ভাবিত। যেহেতু পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তু ব্যতিরেক কোন্ আকার চক্ষুগোচর হইয়াছে, কিংবা হইবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ বিশ্বাস তাবৎ হইতে পারে না, যাবৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল পক্ষপাতের দ্বারা অবশ না হয়। যদি বল, পৃথিব্যাদি ভিন্ন আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার আছে, কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উত্তর,—শ্রুতি, স্মৃতি এবং অনুভব ও প্রত্যক্ষ ইহার বিরুদ্ধ আপনার এই কথা সেইরূপ হয়, যেমন বন্ধ্যা-পুত্র ও শশারুর শৃঙ্গ, ইহারও একটি একটি অপ্রাকৃত রূপ আছে, কিন্তু তাহা কেবল সিদ্ধপুরুষের দৃষ্টিগোচর হয়, আর আকাশ-পুষ্পেরও অপ্রাকৃত এক প্রকার গন্ধ আছে, কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের ঘ্রাণগোচর হয়। বস্তুতঃ আনন্দের হস্ত-পদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এ সকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কেবল হাস্যস্পদ হয়। কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি যে, অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে, আনন্দের রচিত হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন, তাঁহার বেশভূষা, বস্ত্র, আভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তী ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত বস্তু আনন্দের দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড হয় অথচ আনন্দের কিংবা ক্রোধাদির ব্রহ্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক, অদ্যাপি কেহ আনন্দাদি-রচিত কণিকাও দেখিতে পাইলেন না।' নবম পৃষ্ঠায় লিখেন যে, সাকার হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অস্থায়ী এবং পরিমিত হয় এবং আনন্দনির্ম্মিত অবয়বের অসম্ভব, এ দুই তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তর,—যেখানে যেখানে তর্কের নিষেধ আছে, সে বেদবিরুদ্ধ তর্ক জানিবে, কিন্তু বেদসম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্ব্বথা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য; অতএব শ্রুতি সকল পূর্ব্বে যাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি, পরমেশ্বরকে অরূপ, অদ্বিতীয়, অচিন্ত্য, অগ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়, সর্ব্বব্যাপী করিয়া কহিয়াছেন, আর ব্রহ্ম ভিন্ন যাবৎ বস্তুকে অল্প, নশ্বর, নিরানন্দ করিয়া কহেন। এই অর্থকে মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি এবং আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই যুক্তি দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন। তদনুসারে আমরাও সেই

অর্থকে ঐ বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিতেছি। বেদার্থকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিবে, ইহার প্রমাণ শ্রুতি। "শ্রোতব্যো মন্তব্য" ইত্যাদি। বেদবাক্যের দ্বারা পরমাত্মাকে শ্রবণ করিয়া যুক্তি দ্বারা নিশ্চিত করিবে। মনুঃ—"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মকে জানে, ইতরে জানে না। বৃহস্পতিঃ,—"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥" কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অর্থের নিশ্চয় করিবে না। যেহেতু, তর্ক বিনা শাস্ত্রার্থকে নির্ণয় করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। আপনি ষষ্ঠ পত্রে লিখিয়াছেন যে, গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণেতে সাকার-বিগ্রহ কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন; অতএব সাকার যে কৃষ্ণ, কেবল তেহোঁ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর,—আপনার এ কথা তবে গ্রাহ্য হইতে পারিত, যদি সাকার সকলের মধ্যে কেবল কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম করিয়া কহিতেন, কিন্তু আপনারা যেমন গোপালতাপনী শ্রুতি ও ভাগবতকে প্রমাণ করিয়া কৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহেন, সেইরূপ শাক্তেরা দেবীসূক্ত ও অন্য অন্য উপনিষৎকে প্রমাণ করিয়া কালিকাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া থাকেন এবং কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদ্রী ও শিবপুরাণ প্রভৃতি শ্রুতি-স্মৃতিতে মহেশ্বরকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন, এইরূপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মা, সূর্য্য, অগ্নি, প্রাণ, গায়ত্রী, অন্ন, মন, আকাশ ইত্যাদিকে ব্রহ্ম কহেন এবং পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তাররূপে বর্ণন করেন, সেইরূপ শিবপুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালীপুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে ও শাম্ব-পুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যকে বিশেষরূপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন এবং মহাভারতে ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব, তিনকেই ব্রহ্ম করিয়া কহেন। অতএব তাপনী ও ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এই প্রমাণের বলে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণবিগ্রহকে কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মানা যায়, তবে ব্রহ্মা, সদাশিব, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি যাঁহাদিগকে বেদে এবং পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া কেন না স্বীকার কর? যদি কহ, পুরাণাদিতে অনেক স্থানে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, আর অন্যকে বাহুল্যরূপে কহেন নাই, এ প্রযুক্ত কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর,—যাহাদের নিকট বেদ ও পুরাণ সকল প্রমাণ হয়, তাহারা এমত কহে না যে, বারংবার বেদে যাহাকে কহিবেন এবং যে বিধি দিবেন, তাহা মান্য, আর একবার দুইবার যাহা কহেন, তাহা মান্য নহে, যেহেতু, যাহার বাক্য প্রমাণ হয়, তাহার একবার কথিত বাক্যকেও প্রমাণ করিয়া মানিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অন্য অপেক্ষা করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুল্যরূপে কহিয়াছেন, এমত নহে, যেহেতু, দশোপনিষৎ বেদান্তের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতিঃ—"তদ্ধৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বো-বাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়ামেতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি।" অঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোন এক ঋষি, তেঁহ দেবকী-পুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ-যজ্ঞ বিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষ-যজ্ঞকে জানেন, তেঁহ মরণসময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন। পরে কৃষ্ণ ঐ ঋষি হইতে

বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিস্পৃহ হইলেন। এই শ্রুতির অনুসারে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১০ স্কন্ধে ৬৯ অধ্যায়ে—নারদ কৃষ্ণকে এইরূপ দেখিতেছেন। "কাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্মবাগ্‌যতম্। তথা ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্॥"১৯॥ কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন, কোথায় বা প্রকৃতির পর যে, ব্যাপক এক পরমাত্মা, তাঁহার ধ্যান করিতেছেন, এমত রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন। বরঞ্চ সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির বাহুল্যরূপে বেদে ব্রহ্ম করিয়া কথন আছে এবং কৃষ্ণপ্রতিপাদক গোপালতাপনী গ্রন্থ হইতে ও কৈবল্যোপনিষদ ও শতরুদ্রী প্রভৃতি শিবপ্রতিপাদক শ্রুতি সকল বাহুল্যরূপে প্রসিদ্ধ আছেন এবং মহাভারতেও কৃষ্ণমাহাত্ম্য-বর্ণন অপেক্ষা করিয়া শিবমাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে। পুরাণ ও উপপুরাণাদিতেও বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষ্ণমাহাত্ম্য অপেক্ষা করিয়া ভগবান্ শিবের এবং ভগবতীর বর্ণন অল্প হইবে না। যদি কহ, যাঁহাকে যাঁহাকে বেদে ও পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন; সুতরাং তাঁহাদের হস্ত-পাদাদিও ঐরূপ আনন্দ-নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর,—অবয়ববিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি সমুদায় শ্রুতির বিরোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ বেদসম্মত যুক্তির দ্বারাতেও এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ এক বিনা অনেক হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, বেদে যাঁহাকে যাঁহাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের আনন্দময় হস্ত-পাদাদি স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রকারে প্রত্যক্ষের বিপরীত হয়, যেহেতু, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, অন্ন যাঁহাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে, তাঁহাদেরও আনন্দের নির্ম্মিত শরীর স্বীকার করিতে হইবে এবং সূর্য্যের ও অগ্নির আনন্দময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা সুখানুভব হইতে পারিত। যদি বল, যে সকল দেবতাদের ব্রহ্মরূপে বর্ণন আছে, তাঁহারা অনেক হইয়াও বস্তুতঃ এক হয়েন। উত্তর,—পরমাত্মদৃষ্টিতে আব্রহ্ম স্তম্ব-পর্য্যন্ত কি দেবতা, কি অন্য সকলেই এক বটেন, কিন্তু নামরূপময় প্রপঞ্চদৃষ্টিতে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, একবক্ত্র, পঞ্চবক্ত্র, কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শরীরের ঐক্য স্বীকার করিলে ঘট, পট, পাষাণ, বৃক্ষ ইত্যাদিরও ঐক্য স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষকে এবং শাস্ত্রকে একবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। যদি বল, এইরূপে যত নামরূপবিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সে সকল শাস্ত্র কি অপ্রমাণ? উত্তর,—সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণ, যেহেতু, তাহার মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদান্তসূত্রে করিয়াছেন। "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।" ৪ অধ্যায়, ১ পাদ, ৬ সূত্র। নাম-রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মেতে নাম-রূপের আরোপ করিতে পারে না, যেহেতু, ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট হয়েন, আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে হইতে পারে, কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না, যেমন রাজার অমাত্যে রাজবুদ্ধি করা যায়, কিন্তু রাজাতে অমাত্যবুদ্ধি করা যায় না; অতএব নাম-রূপ সকল যে সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করা অশাস্ত্র নহে। এইরূপে নামরূপবিশিষ্ট সকলকে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করাতে কি জানি, ঐ সকলকে নিত্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করিয়া যদি লোকের ভ্রম হয়, এ নিমিত্ত ঐ

সকল শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্য এবং নশ্বর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, যেন কোন মতে এমত ভ্রম না হয় যে, উহাঁদের কেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম হয়েন। এ স্থলে তাহার এক উদাহরণ লিখা যাইতেছে, এইরূপে অন্যত্র জানিবেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণকে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া পুনরায় দানধর্ম্মে লিখেন,—"রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেণ জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা।" অর্থাৎ শিবভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। সৌপ্তিকে,—"প্রাদুর্ব্বাসন্ হৃষীকেশঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।" মহাদেব হইতে শত শত, সহস্র সহস্র হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন। দানধর্ম্মে,—"ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ।" ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর সকল দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু মহাদেব হয়েন। নির্ব্বাণ,—"গোলোকাধিপতির্দেবি স্তুতিভক্তিপরায়ণঃ। কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ॥" কালিকার স্তুতিভক্তিতে রত যে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণ, তেঁহ কালীপদ-প্রসাদেতে লোকের পালনকর্ত্তা হয়েন। ৭ পত্রে লিখিয়াছেন যে, "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥" এ বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সূক্ষ্মরূপের অর্থাৎ চিন্ময় চতুর্ভুজাদি আকারের ধ্যানের নিমিত্ত প্রতিমা করা যায় এবং "পাতালমেতস্য হি পাদমূলম্" ইত্যাদি ভাগবতের শ্লোক—যাহাতে বিশ্বসংসারকে পরমেশ্বরের কল্পিতরূপ কহিয়াছেন, সেই সকল শ্লোককে ইহার প্রমাণ দেন। উত্তর,—আশ্চর্য্য এই যে, আপনার বক্তব্য হইয়াছে এই যে, পাষাণাদি-নির্ম্মিত প্রতিমা, তাহা ঈশ্বরের কল্পিত রূপ হয়, ইহাই এ বচনের তাৎপর্য্য, কিন্তু প্রমাণ দেন যে, সমুদায় বিশ্ব পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ হয়; অতএব আপনার বক্তব্য এক প্রকার, আর প্রমাণ অন্য প্রকার হয়। কিন্তু ভাগবতের শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহা যথার্থ বটে, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যে বিশ্ব, তাহা প্রপঞ্চময় কাল্পনিক হয়, কেবল সদ্রূপ পরমাত্মার আশ্রয়ে সত্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, ঐ প্রপঞ্চময় বিশ্বের মধ্যে পাষাণাদি এবং পাষাণাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও যে যে শরীরের ঐ সকল মূর্ত্তি হয়, সে সকলেই ঐ কাল্পনিক বিশ্বের অন্তর্গত হয়েন। কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি কালে জন্মিতেছেন এবং কালে নষ্ট হইতেছেন। ইহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে বাহুল্যরূপে পাইবেন। আর এ স্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে, "চিন্ময়স্য" ইত্যাদি শ্লোকের প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে এই অর্থ স্পষ্টরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয়রহিত বিভাগশূন্য এবং শরীররহিত যে পরব্রহ্ম, তাঁহার রূপের কল্পনা উপাসকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন; কিন্তু ইহার কোন্ শব্দ হইতে চতুর্ভুজাদি আকার আপনি প্রতিপন্ন করেন? বিশেষতঃ শ্লোকের অর্থ এই যে, রূপরহিতের রূপ-কল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন। আপনি ব্যাখ্যা করেন যে, চতুর্ভুজাদি রূপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপ কল্পনা করিয়াছেন। অতএব যে সকল ব্যক্তি প্রথম অবধি আপনাদের মতে প্রবিষ্ট হইয়া পক্ষপাতে মগ্ন না হইয়া থাকে তাহারা এরূপ সর্ব্বপ্রকার বিপরীত ব্যাখ্যাকে কর্ণেও স্থান দেয় না। বাস্তবিক যে যে বচনে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, শতভুজ, সহস্রভুজ ইত্যাদি রূপেতে ব্রহ্মারোপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সেই সকল বচনের সহিত বেদান্তসূত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ ঋষিরা ও গ্রন্থকর্ত্তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, সেই সকল আকার-কল্পনা মাত্র যাবৎ পর্য্যন্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হয়, তাবৎ; ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়; কিন্তু

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পর কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু, সেই ব্যক্তি সকল বিশ্বের পূজ্য হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ,—"সর্ব্বে অস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।" ব্রহ্মনিষ্ঠকে সকল দেবতারা পূজা করেন। বৃহদারণ্যক,—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে।" ব্রহ্মনিষ্ঠের বিঘ্ন করিতে দেবতারাও সমর্থ হয়েন না। আর যদ্যপিও শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সাকারকে ব্রহ্ম করিয়া ভূরি স্থানে কহিয়াছেন, বস্তুতঃ পর্য্যবসানে অধ্যাত্ম-জ্ঞানকেই সর্ব্বত্র দৃঢ় করিয়াছেন, যেমন শ্রীভাগবতে ভগবান্ কৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিতে কহিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে, কি কৃষ্ণকে, কি যাবৎ চরাচরকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিবে; অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করে, সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্বে কেন বিপ্রতিপত্তি করিবে? দশমস্কন্ধের ৮৫ অধ্যায়ে বসুদেবের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য,—"অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্।" হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ বসুদেব! আমি ও তোমরা এবং এই বলদেব আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান, কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান, এমত নহে, কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদয় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান। অতএব যে ভাগবতে কৃষ্ণবিগ্রহকে ব্রহ্ম কহেন, সেই ভাগবতে ঐ ভগবান্ কৃষ্ণ বিধি দিতেছেন যে, যেমন আমাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে, সেইরূপ যাবৎ চরাচর নাম-রূপেতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে এবং নানা প্রকার দারুময় শিলাময় প্রভৃতি প্রতিমাপূজার বিধান ভাগবতে করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় ঐ ভাগবতে সিদ্ধান্ত করেন, তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে কপিল-বাক্য,—"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥" তাবৎ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার প্রতিমার পূজা বিধিপূর্ব্বক করিবে, যাবৎ অন্তঃকরণে না জানে যে, আমি পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করি। "অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥" আমি সকল ভূতে আত্মস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, এমতরূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাতে পূজার বিড়ম্বনা করে। "যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥" যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী আমি যে আত্মস্বরূপ ঈশ্বর, আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে, সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। অতএব পরমেশ্বরকে বিভু করিয়া যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার প্রতি প্রতিমাদিতে পূজার নিষেধ ঐ ভাগবতে করিয়াছেন। যদি এমন আশঙ্কা কর যে, শ্রীভাগবতে এবং মহাভারতে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বস্বরূপ আত্মা করিয়া কহিয়াছেন, অতএব তেঁহই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। তাহার উত্তর,—ভগবান্ কৃষ্ণ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিলও আপনাকে সর্ব্বব্যাপী, পরিপূর্ণস্বরূপ পরমাত্মারূপে কহিয়াছেন অথচ আপনারা এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন, আর কপিল ও কৃষ্ণ ইঁহারাই কেবল ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, এমত নহে, কিন্তু ইন্দ্র প্রতর্দ্দনের প্রতি এইরূপ আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন।—"মামেব বিজানীহি" ইত্যাদি। এইরূপ অন্য অন্য দেবতা এবং ঋষিরা ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন; অতএব ইহার মীমাংসা বেদান্তসূত্রে করিয়াছেন। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপ-

দেশো বামদেববৎ।" বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, সে শাস্ত্রানুসারেই কহিয়াছেন। যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য হইয়াছি। শ্রুতিঃ,—"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি।" অধিক কি কহিব, আমরাও আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিবার অধিকার রাখি, ইহার প্রমাণ—"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥" আপনি দশম পত্রে লিখেন যে, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" এই শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার না', ইহাতে বোধ হইতেছে যে, জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয় এবং ভক্তির দ্বারাও সাক্ষাৎ মুক্তি হয়। উত্তর,—যদ্যপিও এ শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই, তথাপি উপক্রম, উপসংহার এবং অন্য অন্য শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিয়া এবকারের যোগ বিদিত্বা শব্দের সহিত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কঠবল্লী,—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।" যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন, তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি অর্থাৎ নিত্যমুক্তি হয়, তদিতরের মুক্তি হয় না। কেন-শ্রুতিঃ,—"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনিষ্টিঃ।" যে সকল ব্যক্তি ইহ জন্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন, তাঁহাদের সকল সত্য হয় অর্থাৎ মুক্তি হয়, আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না জানেন, তাঁহাদের মহান্ বিনাশ হয়। ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির প্রশংসা বাহুল্যরূপে করিয়াও সিদ্ধান্তকালে এই কহিয়াছেন যে, জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না; কিন্তু সেই জ্ঞানের কারণ ভক্তি ও কর্ম্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার হয়। গীতা,—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যে মামুপযান্তি তে॥ তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা—যে সকল ভক্ত এইরূপে আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহাদিগকে সেই জ্ঞানরূপ উপায় আমি দিই, যাহার দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর সেই ভক্তদিগের অনুগ্রহ নিমিত্ত বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশময় জ্ঞানস্বরূপ দীপের দ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে নষ্ট করি। মনুঃ,—"সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥" এই সকল ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান পরম ধর্ম্ম হয়েন, তাঁহাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ জানিবে, যেহেতু, সেই হইতে মুক্তি হয়। ১১ পত্রে লিখেন যে, আমরা একস্থানে লিখিয়াছি যে, এ সকল যত কহিয়াছেন, সে ব্রহ্মের রূপকল্পনা মাত্র, আর অন্য অন্যত্র লিখি যে, এ প্রকার রূপকল্পনা কেবল অল্প কালের পরম্পরাদ্বারা এ দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; অতএব আমাদের দুই বাক্যের পরস্পর অনৈক্য হয়। উত্তর,—পূর্ব্বে যে সকল অধিকারী দুর্ব্বল ছিলেন, তাঁহারা মন স্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন, সেই রূপকে পরব্রহ্মপ্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন, কিন্তু সেই পরিমিত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্য এবং নিত্যধামবাসী, যাহা বেদ এবং যুক্তি এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয়, এমত জানিতেন না, পরন্তু সেই কাল্পনিক রূপকে বিভু, নিত্য ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা, ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এ দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর যে স্থলে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, এরূপ কল্পনা অল্পকাল হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত-কৃত নানা

প্রকার নবীন নবীন বিগ্রহ এ দেশে অল্প কাল অবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ইহা ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১৪ পৃষ্ঠে দৃষ্টি করিয়া দেখিবেন। পুনরায় ১১ পত্রে জিজ্ঞাসা করেন যে, এক বিষয়ের মানস-জ্ঞান হইয়া পরে অন্য বিষয়ের মানস-জ্ঞান হইলে পূর্ব্ববিষয়ের মানস-জ্ঞান ধ্বংস হয় কিংবা বিষয়ের ধ্বংস হয়। উত্তর,—সর্ব্বথা অনুভব-সিদ্ধ বিষয়েতে এরূপ জিজ্ঞাসা করা, এ অত্যন্ত আশ্চর্য্য। আপনার এ আশঙ্কা নিবৃত্তিকরণের পথ অতি সুগম আছে যে, আপনার কোন স্বজনের কিংবা অন্য কোন জনের মানস-জ্ঞান করিবেন। পুনরায় অন্য বিষয়ের মানস-জ্ঞান করিলে পূর্ব্বের মানস-জ্ঞান তৎক্ষণাৎ নাশকে পাইবে, কিন্তু সেই স্বজন কিংবা অন্য জন যদ্বিষয়ের মানস-জ্ঞান হইয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ নষ্ট না হইয়া পরে পরে কালে নষ্ট হইবে সেইরূপ এ স্থানেও জানিবেন যে, যাঁহার মনোময়ী মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া মনেতে রচনা করিবেন, মনের অন্য বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে সেই মনোময়ী মূর্ত্তি যাঁহার হয়, তেহোঁ কালের এবং আকাশাদির ব্যাপ্য সুতরাং তাঁহারাও কালে লোপ হইবে। তথাহি "ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ,—"যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।"" যে পরিমিত, সে অবশ্যই নষ্ট হইবে। যদি পুরাণেতে এমতরূপ বচন কোন স্থানে পাওয়া যায় যে, যাঁহার যাঁহার সেই সকল মনোময়ী মূর্ত্তি হয়, তাঁহাদের শরীর অপ্রাকৃত, তবে সে সকল বচনকে প্রশংসাপর করিয়া জানিবে, যেহেতু, পুরাণাদিতে বর্ণনের প্রণালী এইরূপ হয় যে, যখন কাহাকে অপ্রাকৃত কহেন, তখন তাহাকে সামান্য প্রাকৃত হইতে ভিন্ন করিয়া সংস্থাপন করা তাৎপর্য্য হয়। যেমন, "পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃতমানুষঃ।" পাঁচ জনেরও পোষণকর্ত্তা যে হয়, সে প্রাকৃত মনুষ্য নহে ইত্যাদি। অন্যথা পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ প্রাকৃত এই পঞ্চ ভূত ভিন্ন শরীর হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন এই উত্তরের সমাপ্তিতে নিবেদন করিতেছি যে, মহাশয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত; অতএব কোন্ ধর্ম্ম পরমার্থসাধন হয়, আর কোন্ ব্যবহার কেবল মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়াস্বরূপ হয়, ইহা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য বিবেচনা করিবেন।

চারি প্রশ্নের উত্তর।

ভূমিকা।

চৈত্র মাসের সংবাদ-লিপিতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না, তথাপি সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ চারি প্রশ্নের উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যে লিখিলাম, এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন সকলের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম, যেহেতু, ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী আপনাকে সর্ব্বজনহিতৈষী নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ চারি প্রশ্ন এবং তাহার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাষান্তরেও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবে।

সম্যগনুষ্ঠানানাক্ষম, তজ্জন্য মনস্তাপবিশিষ্ট।

পরমাত্মনে নমঃ।

কোন এক ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বজনহিতৈষী জানাইয়া চারি প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার প্রথম প্রশ্ন এই যে, "ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিবিশেষেরা এবং তদনুরূপ অভিমানী তৎসংসর্গী গড্ডলীকা বলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনিলোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এতাদৃশ সাধু সদাশয় বিশিষ্টসন্তান সকলের সহিত সংসর্গ যোগবাশিষ্ঠবচনানুসারে ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না? যথা—"সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোহস্মীতি বাদিনম্। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা।" উত্তর,—কি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী, কি অভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী, কি তাঁহার সংসর্গী যে কোন ব্যক্তি স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের সহিত সংসর্গ ভদ্রলোকের অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদের যোগবাশিষ্ঠ-বচনানুসারে এবং অন্য অন্য শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। কিন্তু এক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভাক্তকর্ম্মী উভয়েই স্ব স্ব ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশও অনুষ্ঠান না করিয়া পরধর্ম্মানুষ্ঠানেই বহুকাল ক্ষেপ করে, আর যদি তাহার মধ্যে ঐ ভাক্তকর্ম্মী সেই ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীকে আপন অপেক্ষাকৃত নিন্দিত জানিয়া তাহার সংসর্গে পাপ জ্ঞান করে, সে ভাক্ত কর্ম্মীর নিন্দা কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্তে এবং পাপের নিমিত্তে হয় কি না? যেহেতু, তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান এই দুইকে যদি সমানরূপে স্বীকার করা যায়, আর ঐ দুইয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দুই ব্যক্তি স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন না করে, তবে দুই ব্যক্তিকেই তুল্যরূপে স্বধর্ম্মচ্যুত পাপী কহা যাইবে। তাহাতে যদি ঐ দুইয়ের এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মচ্যুত কহিয়া নিন্দা ও তাহার গ্লানি করে, তবে সে এইরূপ হয়, যেমন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে অন্ধ কহিয়া এবং এক খঞ্জ অন্য খঞ্জকে খঞ্জ কহিয়া নিন্দা ও ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষপাতরহিত ব্যক্তি সকলে ঐ ব্যঙ্গকর্ত্তা অন্ধকে ও খঞ্জকে লজ্জাহীন এবং স্বদোষ-দর্শনে অপারগ জ্ঞান করিবেন কি না? যোগবাশিষ্ঠে ভাক্ত জ্ঞানীর বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে। যে ব্যক্তি সংসার-সুখে আসক্ত হইয়া, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, ইহা কহে, সে কর্ম্ম

ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট, অতএব ত্যাজ্য হয়। সেই-রূপ তাক্ত কর্ম্মীর প্রতিও বচন দেখিতেছি। মনুঃ—"শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্। শূদ্রাদ্বিদ্যাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥" অর্থাৎ শূদ্রের অন্ন-গ্রহণ শূদ্রের সহিত সম্পর্ক, শূদ্রাসনে বসা এবং শূদ্র হইতে কোন বিদ্যা শিক্ষা করা, ইহাতে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণও পতিত হয়েন। "উদিতে জগতীনাথে যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্। স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনম্"॥ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে, সে পাপিষ্ঠ কি প্রকারে কহে যে, আমি বিষ্ণু-পূজা করি। অত্রিঃ,—"আসনে পাদমারোপ্য যো ভুঙ্‌ক্তে ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ। মুখেন চান্নমশ্নাতি তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ॥" অর্থাৎ আসনের উপরে পা রাখিয়া যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে এবং হস্ত বিনা গবাদির ন্যায় কেবল মুখের দ্বারা ভোজন করে, সে ভোজন গোমাংসাহার তুল্য হয়। "উদ্ধৃত্য বামহস্তেন যত্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ। সুরাপানেন তুল্যং স্যাদ্মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥" অর্থাৎ বামহস্ত-করণক পাত্র উঠাইয়া জলপান করিলে সুরাপান তুল্য হয়, ইহা মনু কহিয়াছেন। অতএব জ্ঞান-সাধনে কোন অংশে ক্রটি হইলে সে সাধক ত্যাজ্য হয়, এমত যে জ্ঞান করে, অথচ কর্ম্মানুষ্ঠানে সহস্র সহস্র অংশে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াও আপনাকে পবিত্র ও অন্যকে ত্যাজ্য জানে, সে স্বধর্ম্মচ্যুত ও স্বদোষ-দর্শনে অন্ধকে কি কহিতে পারা যায়? যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশঃ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে, সে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নিজে ম্লেচ্ছের চাকরী করিয়াছে, তাহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত ও ত্যাজ্য কহে, তবে তাহাকে কি কহি? যদি এক ব্যক্তি যবনের কৃত মিসি প্রায় দিনে দন্তে ঘর্ষণ করে ও যবনের চোয়ান গোলাব ও আতর এ সকল জলীয় দ্রব্য সর্ব্বদা আহারাদিকালে ও অন্য সময়ে শরীরে গ্রহণ করে, কিন্তু অন্যকে কহে যে, তুমি যবন স্পর্শ করিয়া থাক, অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত, ত্যাজ্য হও, এরূপ বক্তাকে কি কহা যায়? এক ব্যক্তি নিজে যবন ও ম্লেচ্ছের নিকটে যাবনিক বিদ্যার অভ্যাস করে ও মনু-মহাভারতাদির বচনকে সমাচার-চন্দ্রিকা ও সমাচার-দর্পণ—যাহা সে ব্যক্তির জ্ঞাতসারে অনেক ম্লেচ্ছে লইয়া থাকে, তাহাতে ছাপা করায়, কিন্তু অন্যকে কহে যে, তুমি যবন-শাস্ত্র পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করাইয়াছ; সুতরাং স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যাজ্য হও, তবে তাহাকে কি শব্দে কহিতে পারি? যদি এক ব্যক্তি শূদ্র স্বস্থানে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে ও স্বতন্ত্র আসন প্রদান না করিয়া আপনার আসনে বসাইয়া সেই ব্রাহ্মণের পাতিত্য জন্মায়, কিন্তু সে অন্য শূদ্রকে কহে যে, তুমি ব্রাহ্মণকে মান না, তবে তাহাকেই বা কি কহি? আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছ-সেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায়-দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনা পূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে, সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে, তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও, অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও, তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়? বিশেষতঃ, দুই স্বধর্ম্মচ্যুতের মধ্যে এক জন আপনার ক্রটি স্বীকার ও আপনাকে সাপরাধ অঙ্গীকার করে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনাকে পবিত্র জানিয়া অন্যকে প্রাগল্ভ্য পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-রাহিত্য-দোষ দেখাইয়া ত্যাজ্য কহে, তবে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি কি শব্দ প্রয়োগ কর্ত্তব্য হয়? যদি ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে, পূর্ব্বোক্ত বচন সকল অর্থাৎ শূদ্রান্ন-গ্রহণ ইত্যাদি দোষে জ্বলন্ত

ব্রাহ্মণও পতিত হয় ও সূর্য্যোদয়ানন্তর মুখ প্রক্ষালন করিলে সে পাপিষ্ঠের পূজাধিকার থাকে না। আর আসনে পা রাখিয়া ভোজন করিলে গোমাংস-ভোজন হয়। আর বাম হস্তে পাত্র উঠাইয়া জলপান করিলে সুরাপান হয়, এ সকল নিন্দার্থবাদ মাত্র। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূদ্রান্ন-গ্রহণাদি করিবে না। তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী যোগবাশিষ্ঠের এই বচন যে; সংসার-বিষয়ে আসক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহে, সে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাজ্য হয়। তাহাকে নিন্দার্থবাদ না কহিয়া কি প্রকারে যথার্থবাদ কহিতে পারেন? সংসারের বিষয়ে আসক্ত হওয়া এবং আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গীকার করা জ্ঞাননিষ্ঠের জন্যে নিষিদ্ধ হয়, ইহা কেন না ঐ বচনের তাৎপর্য্য হয়? এ কথা যদি কহেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনকে নিন্দার্থবাদ না কহিলে তাঁহার নিজের নিস্তার হয় না, আর যোগবাশিষ্ঠের বচনকে যথার্থ-বাদ না মানিলে জ্ঞানীদের প্রতি নিন্দা করিবার উপায় দেখেন না, তবে তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং আমরা কি কহিতে পারি। বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠের যে শ্লোক ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী লিখিয়াছেন, তাহার অর্থবিশেষরূপে যোগবাশিষ্ঠের শ্লোকান্তরের দ্বারা অবগত হওয়া উচিত। তথাচ যোগবশিষ্ঠে,—"বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥" অর্থাৎ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট, মনেতে সংকল্প ত্যাগ আর বাহিরেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া ও মনেতে অকর্ত্তা জানিয়া হে রামচন্দ্র! লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। অতএব জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয়-ব্যাপারযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুই অনুভব হইতে পারে। এক এই যে, মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছে; দ্বিতীয় এই যে, আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাপার করিতেছে। যেহেতু, মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্বরই জানেন, তাহাতে দুর্জ্জন ও খল ব্যক্তিরা বিরুদ্ধ পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ কহিবেন যে, আসক্তি পূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে, আর সজ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উত্তম পক্ষকেই গ্রহণ করেন, অর্থাৎ কহিবেন যে, এ ব্যক্তি জ্ঞান-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তবে বুঝি যে, আসক্তি-ত্যাগ পূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে, যেমন জনকাদির রাজ্যশাসন ও শত্রুদমন ইত্যাদি বিষয়ব্যাপার দেখিয়া দুর্জ্জনেরা তাঁহাদিগকে বিষয়াসক্ত জানিয়া নিন্দা করিত এবং ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে অর্জ্জুন জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং রাজ্য করিলে পর দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে রাজ্যাসক্ত জানিয়া নিন্দিতরূপে বর্ণন করিত, ইহা পূর্ব্বে পূর্ব্বেও দৃষ্ট আছে। এ উদাহরণ দিবার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, জনকাদির ও অর্জ্জুনাদির তুল্য এ কালের জ্ঞানসাধকেরা হয়েন অথবা ইদানীন্তন জ্ঞানসাধকের বিপক্ষেরা তাঁহাদের মহাবলপরাক্রম বিপক্ষের তুল্য হয়েন। তবে এ উদাহরণের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বকালেই দুর্জ্জন ও সজ্জন আছেন, আর দুর্জ্জনের সর্ব্বকালেই স্বভাব এই যে, কোন ব্যক্তির প্রতি দোষ ও গুণ এই দুয়েরই আরোপ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে কেবল দোষেরই আরোপ করে, আর সজ্জনের স্বভাব তাহার বিপরীত হয়, অর্থাৎ দোষ গুণ দুইয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বে গুণেরই আরোপ করিয়া থাকেন। ঐ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত যোগবাশিষ্ঠবচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত হয়, আর কহে যে, আমি ব্রহ্মকে জানি, সুতরাং সে ত্যাজ্য, কিন্তু ইহা বিবেচনা কর্ত্তব্য যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ কদাপি এমত কহে না, যে, ব্রহ্মকে আমি জানি; অতএব যে এমত

কহে, সে অবশ্যই কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়-ভ্রষ্ট এবং ভাক্ত কর্ম্মীর ন্যায় অধম হয়। কেন-শ্রুতি,—"অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মের অগোচর স্বরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই কহেন যে, ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয় আমাদের নহে, আর যাঁহারা ব্রহ্মকে না জানেন, তাঁহারা কহেন যে, ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হয়েন। তবে দুর্জ্জন ও খলে অপবাদ দেয় যে, তুমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহিয়া অভিমান কর, এ পৃথক্ কথা। কোন এক বৈষ্ণব, যে আপন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করে না ও বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে যদি কোন শাক্তের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত-শাক্ত কহে ও ব্যঙ্গ করে এবং কোন ব্রহ্ম-নিষ্ঠের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও নিন্দিত কহে, কিন্তু আপনাকে ভাক্ত বৈষ্ণব না মানিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বজনহিতৈষী বলিয়া অভিমান করে, তাহাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত করিয়া জানিবেন কি না? জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইকে সমানরূপে স্বীকার করিয়া এই পূর্ব্বের পঙ্‌ক্তি সকল লেখা গেল, বস্তুতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞান এ দুইয়ের অত্যন্ত প্রভেদ, যেহেতু, কর্ম্মের সম্যক্ অনু-ষ্ঠায়ী হইলেও জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে অপ্রতিষ্ঠিত যে ব্যক্তি, তাহার তুল্যও সে হয় না। তথাচ মুণ্ডকশ্রুতিঃ,—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যে-ঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি।" অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞরূপ কর্ম্ম, তাহা সকল বিনাশী হয়, ঐ বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মজরা-মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। "অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাঃ বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ, তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥" অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে নিযুক্ত থাকিয়া অভিমান করে যে, আমরা কৃতকার্য্য হই, সে অজ্ঞান লোকেরা কর্ম্ম-ফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান জানিতে পারে না; অতএব সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্মফল-ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। আর অপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীর বিষয়ে ভগবদ্গীতা কহেন,—"অর্জ্জুন উবাচ। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ। অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি। অপ্র-তিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥" অর্জ্জুন কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধা-ন্বিত হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, পশ্চাৎ যত্ন না করে এবং জ্ঞানাভ্যাস হইতে বিরক্ত হইয়া বিষয়াসক্ত হয়, সে ব্যক্তি জ্ঞান-ফল যে মুক্তি, তাহা না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হইবে? সে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ প্রযুক্ত দেবস্থান পাইল না এবং জ্ঞানের অসি-দ্ধতা প্রযুক্ত মুক্তিকে না পাইয়া নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হইবে কি না? ভগবান্ কৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন,— "ভগবানুবাচ। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। ন হি কল্যাণকৃত কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।" তথা,—"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্। যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥" হে অর্জ্জুন! সেই ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য ও পরলোকে নরক হয় না, যেহেতু, শুভকারী ব্যক্তির দুর্গতি কদাপি হয় না। সেই জ্ঞান-

অষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মীদের প্রাপ্য যে স্বর্গলোক সকল, তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া শুচি, ধনবান্ ব্যক্তিদের গৃহে জন্ম লয়, পরে ঐ জন্মের পূর্ব্বদেহাভ্যস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা মুক্তির প্রতি অধিক যত্ন করে। মনুঃ,—"সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥" এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম কহা যায়, যেহেতু, সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ যে আত্মজ্ঞান, তাহা হইতে মুক্তি হয়। অন্যের সংসর্গাধীন জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্তে যত্ন করিলে তাহাকে গড্ডলিকা বলিকার ন্যায় লিখিয়াছেন, অতএব ইহার প্রয়োগস্থান বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যেমন অগ্রগামী মেষ দেখিয়া পশ্চাতের মেষ ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়া তাহার অনুগামী হয়, সেইরূপ যুক্তি ও শাস্ত্র বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তির ধর্ম্ম ও ব্যবহার অনুষ্ঠান যদি কোন ব্যক্তি করে, তবে তাহার প্রতি ঐ গড্ডলিকাপ্রবাহ শব্দের প্রয়োগ পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন, কিন্তু এ স্থলে দুই প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি। এক এই যে,বেদ ও বেদ-শিরোভাগ উপনিষৎ, তাহার সম্মত মনু প্রভৃতি, তাবৎ স্মৃতি-সম্মত এবং মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র সকল শাস্ত্র-সম্মত আত্মোপাসনা হয়, ইহা জানিয়া আর ইন্দ্রিয়ব্যাপ্য যে যে বস্তু এবং বিভাগযোগ্য যে যে বস্তু, সে সকল নশ্বর ; অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া অন্য অন্য নশ্বর মনঃকল্পিত উপাসনা হইতে বিরত হইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরের সত্তাকে তাঁহার কার্য্যের দ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, তাহার প্রতি গড্ডলিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ করা উচিত হয়, কি যে ব্যক্তি এমত কোন কল্পিত উপাসনা, যাহা বেদ ও মন্বাদি স্মৃতি এবং মহাভারত ইত্যাদি সর্ব্বসম্মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোন মতে প্রাপ্ত হয় না, কেবল অন্য অন্য কেহ কেহ করিতেছে, এই প্রমাণে তাহা পরিগ্রহ করে এবং যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদিত করিয়া দুর্জ্জয় মানভঙ্গ-যাত্রা ও সুবল-সংবাদ এবং বড়াই-বুড়ীর উপাখ্যান যাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয়, তাহাকে পরমার্থ-সাধন করিয়া জানে ও আপন ইষ্ট-দেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করায়, কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে, এমত ব্যক্তির প্রতি গড্ড্‌লিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ উচিত হয়, এ দুয়ের বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন।

আর ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী প্রথম প্রশ্নে লিখেন যে, "ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীরা এবং তাহার সংসর্গীরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়াছেন ?" উত্তর,—প্রণব, গায়ত্রী, উপনিষৎ, মন্বাদি স্মৃতি এই সকল শাস্ত্র নিগূঢ় হউক, কি অনিগূঢ় হউক, উহারই প্রমাণে তাঁহারা জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু বেদ-বিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও দুটি ভাই ও তিন প্রভু এই সকলের সাধকেরা কোন্ শাস্ত্র-প্রমাণে অনুষ্ঠান করেন, জানিতে বাসনা করি।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, "যাঁহারা বেদ-স্মৃতি পুরাণাদ্যুক্ত স্ব স্ব জাতীয় সদাচার-সদ্ব্যবহার-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন, অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন, তাঁহাদিগের তবে অনাদরপুরঃসর যজ্ঞসূত্র-বহন কেবল বৃদ্ধব্যাঘ্র-মার্জ্জার তপস্বীর ন্যায় বিশ্বাসকারণ; অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিদিগের স্বাস্ত ও মহাভারত-বচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা—"সদাচারে হি সর্ব্বার্হে"

নাচারাদ্বিযুতঃ পুনঃ। তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা॥ দুরাচাররতো লোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ।” তথাচ— “সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্র ইতি নির্দ্দিশেৎ॥” উত্তর,—ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সদাচার-সদ্ব্যবহার-হীন অভিমানীর যজ্ঞোপবীত-ধারণ নিরর্থক হয় লিখিয়াছেন, এ স্থলে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা তাঁহার কি তাৎপর্য্য, তাহা স্পষ্ট বোধ হয় না। প্রথমতঃ, যদি ইহা তাৎপর্য্য হয় যে, তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর যে আচার-ব্যবহার, তাহাই সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় এবং তাহা না করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি তাবৎ উপাসকের ও অধিকারীর আচার ও ব্যবহার করিয়া থাকেন কি না অর্থাৎ বৈষ্ণবের আচার যে মৎস্য-মাংসত্যাগ এবং অধীনতা ও পরনিন্দা-রাহিত্য ইত্যাদি ধর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করেন কি না এবং তত্তৎকালে কৌলের ধর্ম্ম যে নিবেদিত মৎস্য-মাংসাদি-ভোজন ও মৎস্য-মাংস যে আহার না করে, তাহার প্রতি পশু শব্দ প্রয়োগ, ইহাও করিয়া থাকেন কি না? আর ব্রহ্মনিষ্ঠের ধর্ম্ম যাহা মনু কহিয়াছেন যে,—জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞান চক্ষুষা॥” তথা—“যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥” অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, তাঁহারা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা জানিতেছেন যে, পঞ্চযজ্ঞাদি সকল জ্ঞানাত্মক হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদয় [illegible] পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্ম-জ্ঞানে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে, প্রণব-উপনিষদাদি বেদের অভ্যাসে যত্ন করিবেন। এই সকলেরও অনুষ্ঠান ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী করিয়া থাকেন কি না? এই তিন পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আচার, যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, তাহা করিয়া থাকেন, এমত কহিতে ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বুঝি সমর্থ হইবেন না, যেহেতু, ধর্ম্ম বুঝিতে মৎস্য-মাংস-ত্যাগ ও মৎস্য-মাংস-গ্রহণ এবং গ্রহণাগ্রহণে সমান ভাব এই তিন ধর্ম্ম কোন মতে এক কালে এক ব্যক্তি হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব যদি সকল উপাসকের আচার ও ব্যবহার ইহাই সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর তাৎপর্য্য হইল, তবে তাঁহার ব্যবস্থানুসারে সদাচার-সদ্ব্যবহারের অনুষ্ঠানে অক্ষমতা হেতু যজ্ঞোপবীত-ধারণ তাঁহারই আদৌ বৃথা হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি আপন আপন উপাসনা-বিহিত যে সমুদায় আচার, তাহাই সদাচার-সদ্ব্যবহার শব্দে ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর অভিপ্রেত হয়, তবে তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানি যে, তিনি আপন উপাসনার সমুদায় আচার করিয়া থাকেন কি না? যদি শাস্ত্র-বিহিত সমুদায় আচার করিয়া থাকেন, তবে যথার্থরূপে তিনি অন্য ব্যক্তি যে আপন উপাসনার সমুদায় ধর্ম্ম না করিতে পারে, তাহাকে ত্যাজ্য কহিতে পারেন এবং তাহার যজ্ঞোপবীত বৃথা, ইহাও আজ্ঞা করিতে পারেন। আর যদি তিনি আপন উপাসনা-বিহিত ধর্ম্মের সহস্রাংশের একাংশও না করেন, তবে তাঁহার এই যে ব্যবস্থা স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞোপবীত-ধারণ বৃথা হয়, ইহার অনুসারে অগ্রে আপন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া যদি অন্যকে কহেন যে, তুমি স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান করিতে পার না; অতএব

কেন বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারণ কর, তবে এ কথা শোভা পায়। তৃতীয়তঃ, সদাচার-সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা আপন আপন উপাসনানু-বিহিত ধর্ম্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করা ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর যদি অভিপ্রেত হয় ও যে যে অংশের অনুষ্ঠানে ত্রুটি হয়, তন্নিমিত্ত মন-স্তাপ এবং স্বধর্ম্ম-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে করে, তাহার যজ্ঞসূত্র-ধারণ বৃথা হয় না, তবে এ ব্যবস্থানুসারে কি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর, কি অন্য ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইল? চতুর্থতঃ, যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে, মহাজন সকল যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহার নাম সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয়, ইহাতে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করি যে, মহাজন শব্দে কাহাকে স্থির করা যায়? যেহেতু, দেখিতে পাই যে, গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এবং কবিরাজ গোঁসাই ও রূপদাস, সনাতন দাস জীবদাস প্রভৃতিকে গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মহাজন কহিয়া তাঁহা-দিগের গ্রন্থানুসারে পরম্পরায় আচার করিতে উদ্যুক্ত হয়েন এবং শাক্ত-সম্প্রদায়ের কৌলেরা বিরূপাক্ষ ও নির্ব্বাণাচার্য্য এবং আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও তাঁহাদের গ্রন্থানু-সারে আচার করিতে প্রবৃত্ত আছেন। সেই-রূপ রামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা রামানুজ ও তৎশিষ্য-প্রশিষ্যকে মহাজন কহিয়া তাঁহা-দিগের ব্যবহার ও আচারকে সদাচার-সদ্ব্যবহার জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে এ পর্য্যন্ত যত্ন করিতেছেন যে, শিবলিঙ্গ দর্শনকে পাপ কহিয়া শিবমন্দিরে প্রবেশ করেন না এবং নানকপন্থী ও দাদূপন্থী প্রভৃতিরা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিকে মহাজন জানিয়া তাঁহাদের ব্যবহার ও আচারানুসারে ব্যবহার ও আচার করিতে যত্ন করেন এবং শাস্ত্রেও অধিকারিবিশেষে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান লিখিয়াছেন,—"অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যু-ক্তান্যশেষতঃ।" কিন্তু একের মহাজনকে অন্যে মহাজন কি কহিবে, বরঞ্চ খাতকও কহে না এবং ঐ সকল মহাজনের অনু-গামীরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মসংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষীর এরূপ তাৎপর্য্য হইলে সদাচার-সদ্ব্যবহারের নিয়মই রহে না; সুতরাং একের মতে অন্য সদাচার-সদ্ব্যবহারহীন ও বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী হয়েন। পঞ্চমতঃ যদি ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ইহা তাৎপর্য্য হয় যে, আপন পিতৃপিতামহাদি যে আচার করিয়া-ছেন, সে সদাচার হয়, তথাপিও সদা-চারের নিয়ম রহিল না। পিতা পিতামহ অযোগ্য কর্ম্ম করিলে সে ব্যক্তি অযোগ্য কর্ম্ম করিয়াও আপনাকে সদাচারী কহিতে পারিবে এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর মতে পিতৃ-পিতামহের মতানুসারে সেই অযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তার যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়। বস্তুতঃ আপন আপন উপাসনানুসারে শাস্ত্রে যাহাকে সদাচার কহিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রের অবহেলা পূর্ব্বক পরিত্যাগ যে করে অথবা বাধক প্রযুক্ত তাহার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে ত্রুটি, মনস্তাপ ও তত্তৎশাস্ত্র-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে না করে, তাহার যজ্ঞোপবীত ব্যর্থ হয় এবং যে আপনি স্বধর্ম্মহীন হইয়া অন্য স্বধর্ম্মহীনকে বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী বলে, এমতরূপ নিন্দকের এবং স্বদোষ-দর্শনে অন্ধের যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথাও হইতে পারে। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ ব্যাঘ্র, বিড়াল-তপস্বীর যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন, তাহা কাহার প্রতি শোভা পায়, ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তি সকলে বিবেচনা করুন। নাসিকাতে সবিন্দু তিলক, যাহার সেবাতে প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরিকাল হস্তে মাল—যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শ-বিচার নাই এবং

লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয়, পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্য্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্ব্বদা এই ভাব দেখান, যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলেন ও যাহেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্ব্বদা মুখে নির্গত হয়; কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্য বিনা আহার হয় না। আর এক ব্যক্তি মহানির্ব্বাণের এই বচনে নির্ভর করেন,— "যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥" অর্থাৎ যে যে উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়, তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য, এই ধর্ম্ম সনাতন হয় এবং তদনুসারে বাহে কোন প্রতারকতা, কি বেশে, কি আলাপে, কি ব্যবহারে, যাহাতে হঠাৎ লোকে ধার্ম্মিক ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহা না করিয়া অন্তের বিরুদ্ধ চেষ্টা না করে এবং তন্ত্রাদি-বিহিত মৎস্য-মাংসাদি-ভোজন—যাহা দেখিলে অনেকের অশ্রদ্ধা হয়, তাহাও স্পষ্টরূপে করিয়া থাকে, এই দুইয়ের মধ্যে কে বিড়াল-তপস্বী হয়, ইহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই সুবোধ লোকেরা জানিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর তৃতীয় প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবৈধ হিংসা করণ কোন্ ধর্ম্ম, বিশেষতঃ সর্ব্বভূতহিতে রত, অহিংসক, পরম-কারুণিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানীদের আত্মোদর-ভরণার্থে পরম হর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদি-ছেদন-করণ কি আশ্চর্য্য, এতাদৃশ সাধু সদাচার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণ-বচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়? যথা,— "যো জন্তুনাত্মতুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্ত তস্যেহ নামুত্রাপি সুখং কচিৎ॥" উত্তর,—ধর্ম্মাধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য শাস্ত্র-বিহিত হইয়াছে। দেখ, পূজার্থে কুন্দ,সেফালিকা, জবা মহাদেবকে দান করিলে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ প্রযুক্ত পাতক হয়, আর দেবতাকে রুধির-প্রদানেতেও পুণ্য হয়, যেহেতু, শাস্ত্রে বিধি আছে, সেই শাস্ত্রে কহিতেছেন,—"দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্॥" মনুঃ,—"নাত্তা দুষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি। ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোঽত্তার এব চ॥" "অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্য-মাংসাদিকঞ্চন॥" অর্থাৎ দেবতাও পিতৃলোককে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষভাগী হয় না ও ভক্ষ্য প্রাণী সকলকে প্রতিদিন ভোজন করিয়া তাহার ভোক্তা দোষপ্রাপ্ত হয় না, যেহেতু বিধাতাই একেকে ভক্ষক, অপরকে ভক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং মৎস্য-মাংসাদি কোন দ্রব্য নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না। অতএব বিহিত মাংসাদি ভোজনে ছাগলাদির হনন ব্যতিরেকে মাংসের সম্ভাবনা হইতে পারে না, যেহেতু, অপ্রোক্ষিত মৃত পশু খাদ্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কিরূপে জানিয়াছেন যে, অনিবেদিত ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ কেহ করিয়া থাকেন, তাহার বিশেষ লিখেন নাই। তিনি কি ছাগহননকালে বিদ্যমান থাকিয়া নৃত্য কিংবা উৎসাহ করিতে দেখিয়াছেন, কি ভোজনকালে বসিয়া স্ব স্ব উপাসনার অনুসারে অনিবেদিত ভোজন করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন? দোষোল্লেখ করিবার জন্য ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সত্যকে এককালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যাঁহারা পরমেশ্বরের জন্ম, মরণ, চৌর্য্য, পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন, তাঁহারা যে কেবল অনিবেদিত ভোজনের অপবাদ মনুষ্যকে দিয়া ক্ষান্ত থাকেন, ইহাও আহ্লাদের বিষয়। মহানির্ব্বাণ—"বেদোক্তেন বিধানেন আগ-

যোঽক্তেন বা কালৌ। আম্নাতৃপ্তঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ॥" জ্ঞানে যাঁহার নির্ভর, তিনি সর্ব্বযুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত কিংবা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন; অতএব আগম-বিহিত মাংস-ভোজন স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে নিবেদন পূর্ব্বক করিলে অধর্ম্মের কারণ হয় ও গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবের স্বহস্তে মৎস্য বধ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া খাইলেও ধর্ম্ম হয়, ইহা যদি ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর মত হয়, তবে তিনি অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী হইবেন। মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়! লোকে কেন খায়, কেন সুখে কালযাপন করে, ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়। মাংস-ভোজন যদি শাস্ত্রে অবিহিত, ইহা যদি না কহিতে পারে, অন্ততঃ লোকের নিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবে যে, নিবেদন করিয়া খায় না কিংবা আচমনে অধিক জল কি অল্প জল লইয়াছিল, কিন্তু মৎসরের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্রবিহিত আহার ও প্রারব্ধ-নির্ম্মিত ভোগ পরিত্যাগ করে? ইহাতে মৎসরের অদৃষ্টে যে দুঃখ, তাহা কে নিবারণ করিতে পারিবে?

চতুর্থ প্রশ্ন। অনেক বিশিষ্ট-সন্তান যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোকলজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, যবন্যাদি-গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল- দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। তত্তৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের কালিকাপুরাণ-মৎস্যপুরাণ-মনুবচনানুসারে কি কর্ত্তব্য? যথা,—"গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা ছিনত্তি যঃ কেশান্ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥" তথাচ,—"যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ, মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। তপোপহা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ॥" অপিচ,—"যস্তু কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ। তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥" তথাচ,—"চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রীয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি। অন্ত্যা ম্লেচ্ছযবনাদয় ইতি কুল্লূকভট্টঃ॥" উত্তর,—যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতা প্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, যবন্যাদি গমন করেন, তাঁহারা বিরুদ্ধকারী; অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন। সেইরূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন, এ নিমিত্ত ধন ও প্রভুতা নাই, কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান ও যবন্যাদিগমন করেন, তাঁহারাও শাসনযোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্ত্যজ-রচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সংবিদা, যাহা সুরাতুল্য হয়, তাহার পান এবং স্বভৃত্য, যবন-স্ত্রী ও চণ্ডালিনী বেশ্যা ভোগ করেন, সে সে ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্হ হয়েন। যেহেতু, পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কি পর্য্যন্ত অসৎপ্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবে? ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জানা উচিত যে, প্রয়াগ ও পিতৃবিয়োগ ব্যতিরেকে বৃথা কেশচ্ছেদ করিবে না, ইহা নিষেধ আছে, অতএব বৃথা শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক কেশচ্ছেদের নিষেধ ইহাতে বুঝায় না। বিশেষতঃ বৃথা কেশচ্ছেদ, অভিকচ্ছ পরিধান ও হাঁচি হইলে 'জীব' ইহা না বলা এবং ভূমিতে পতিত হইলে 'উঠ' এ শব্দ প্রয়োগ না করা, যাহাতে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়, এরূপ ক্ষুদ্র দোষে মহাপাতক-প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে

আছে, তাহার ক্ষয়ের নিমিত্তে ঐরূপ অন্নদান-সাধ্য অন্ন-হিরণ্যাদি-দানরূপ উপায়ও আছে। "ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপমন্নদানাৎ প্রণশ্যতি।" সংবর্ত্তঃ,—"হিরণ্যদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ। নাশযন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতক-জান্যপি॥" কুলার্ণবে—"ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনম্। তৎসর্ব্বপাতকং মঞ্জেৎ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥" অর্থাৎ অন্নদান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ নষ্ট হয়। স্বর্ণদান, গোদান, ভূমিদান, ইহাতে মহাপাতকও নষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও জীব এই দুই-য়ের অভেদচিন্তা ক্ষণমাত্র করিলেও যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যায়, তদ্রূপ সকল পাতক নষ্ট হয়। অতএব সাধারণ দোষের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরাই লিখিয়াছেন। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বচন লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হয়েন এবং অন্য স্মৃতি-বচনেও কলিতে ব্রাহ্মণের মদ্যপান নিষিদ্ধ দেখিতেছি, এ সকল সামান্য বচন, যেহেতু, ইহাতে বিশেষ-বিধি দেখিতে পাই। শ্রুতিঃ,—"সৌত্রামণ্যাং সুরাং গৃহ্নীয়াৎ।" সৌত্রামণী যজ্ঞে সুরাপান করিবে। ভগবান্ মনুঃ,—"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে॥" অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইলে যে প্রকার মদ্যপানে ও মাংসভোজনে এবং স্ত্রী-সংসর্গে বিধি আছে, তাহা করিলে দোষ নাই। কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র—"কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। শুনং স্যাৎ পশুনং স্যাৎ পশুনং স্যাৎ মমাজ্ঞয়া॥ অতএব দ্বিজাতীনাং মদ্যপানং বিধীয়তে। নিষ্টারঃ কুলধর্ম্মাণাং বারুণীনিন্দকাশ্চ যে। শ্বপচা অধমা জ্ঞেয়া মহাকিল্বিষকারিণঃ॥" কলিকালে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা কদাপি পশু হইবে না, এই হেতু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মদ্যপান বিহিত হয়। যে সকল ব্যক্তি কুলধর্ম্মের দ্বেষ এবং মদিরার নিন্দা করে, সে সকল মহাপাতকী চণ্ডাল হইতেও অধম হয়। পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি-বচনে সামান্যতঃ সুরাপানে নিষেধ বুঝাইতেছে, আর পশ্চাতে লিখিত শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্র-বচনে বিশেষ বিশেষ অধিকারে সুরাপানে বিধি প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব দুই শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইল, তাহাতে ভগবান্ মহেশ্বর আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"অসংস্কৃতঞ্চ মদ্যাদি মহাপাপকরং ভবেৎ॥" অর্থাৎ সংস্কারহীন যে মদ্যাদি, তাহার পান-ভোজনে মহাপাতক জন্মে। অতএব সংস্কৃত মদ্য ভিন্ন যে মদ্য, তাহার পানে ঐ স্মৃতি-বচনানুসারে অবশ্যই মহাপাতক হয়, আর সংস্কৃত মদিরা-পানে পাপ কি হইবে, বরঞ্চ তাহার নিন্দকের মহাপাতক জন্মে, পূর্ব্বোক্ত বচন ইহার প্রমাণ হয়। এইরূপ বিরোধ যখন বেদে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ এক বেদে কহিয়াছেন যে, কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না, আর অন্য বেদে কহেন যে, বায়ু-দেবতার নিমিত্তে শ্বেত ছাগল বধ করিবে, এমত স্থলে মীমাংসকেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে যে হিংসাতে বিধি আছে, তদ্ভিন্ন হিংসা করিবে না। যেহেতু, এক শাস্ত্রের কিংবা এক শ্রুতির অমান্যতা করিলে কোন শাস্ত্র এবং কোন শ্রুতি সপ্রমাণ হইতে পারেন না। মদ্যপান বিষয়ে পরিসংখ্যা-বিধি অর্থাৎ অধিক নিবারণও দেখিতেছি। যথা—"অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্। সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত ন পঞ্চতোলকাধিকম্॥ মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায় চ। অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং লোলুপো নরকং ব্রজেৎ॥ পানে ভ্রান্তির্ভবেৎ যস্য সিদ্ধিস্তস্য ন জায়তে। গোপনং কুলধর্ম্মস্য পশোর্বে নিবারণম্॥ পশুভোজনং দেবি নিরয়ং পানসঙ্কটে॥" কুলার্ণবে।

মহানির্ব্বাণ—কুলবধূর মদ্যপান স্থানে আঘ্রাণমাত্র বিহিত হয়। আর গৃহস্থ সাধকেরা পঞ্চপাত্রের অধিক গ্রহণ করিবে না। পাঁচ তোলার অধিক পানপাত্র করিবে না। মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্যপান করিবে, লোলুপ হইয়া করিলে নরকে যায়। যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয়, এমত পান করিলে সিদ্ধি হয় না। কুলধর্ম্মের গোপন ও পশুর বেশ ধারণ এবং পশুর অন্ন ভোজন প্রাণসঙ্কটে জানিবে। অতএব আপন আপন উপাসনানুসারে সংস্কৃত ও পরিমিত মদ্য পান করিলে হিন্দুর শাস্ত্র যাঁহারা মানেন, তাঁহারা শাসন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন না। যদিস্যাৎ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী স্বীয় মৎসরতার আলাতে যবন-শাস্ত্রের কিংবা চৈতন্য-মঙ্গলাদি পয়ারের অবলম্বন করেন, যাহাতে কোন মতে মদিরা-পানের বিধি নাই, তবে শাসনের ক্ষমতা হইলে বৈধ মদ্যপানে দোষ কহিয়া শাসন করিতে পারগ হইবেন। কিন্তু যাঁহাদের উপাসনাতে মদ্য ও মাদক দ্রব্য বিন্দুমাত্রও সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হয়, তাঁহারা যদি লোকলজ্জা ও ধর্ম্মভয় ত্যাগ করিয়া মদ্য কিংবা সংবিদা কি অন্য মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে, তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর লিখিত বচনের বিষয় তাঁহারা হইয়া পাতকগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হইবেন। যবনী কি অন্য জাতি পরদারমাত্র গমনে সর্ব্বদা পাতক এবং সে ব্যক্তি দস্যু ও চণ্ডাল হইতেও অধম, কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের ন্যায় অবশ্য গম্য হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবামাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে, এমত নহে, বরঞ্চ দেখিতেছি, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী, সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্ত্রকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্র-প্রমাণে হয়, গো-শরীরের সাক্ষাৎ রস যে দুগ্ধ, সে শাস্ত্র-বিহিত হইয়াছে, অতএব খাদ্য হইল, আর গৃঞ্জনাদি যাহা পৃথিবী হইতে জন্মে অথচ স্মৃতিতে নিষেধপ্রযুক্ত স্মার্ত্ত-মতাবলম্বীদের তাহা ভোজনে পাপ হয়, সেইরূপ স্মৃতির বচনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের কন্যা বিবাহ করিয়াও সন্তান জন্মাইয়াও পাতকী হইতেন না, সেইরূপ সাক্ষাৎ মহেশ্বর-প্রোক্ত আগম-প্রমাণে সর্ব্বজাতি শক্তি শৈবোদ্বাহে গ্রহণ করিলে পাতক হয় না, এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ। যথা,—"বয়োজাতিবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ।" মহানির্ব্বাণ। শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই, কেবল সপিণ্ডা না হয়, তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবে। কিন্তু যাঁহারা স্মার্ত্তমতাবলম্বী ও যাঁহাদের উপাসনা-মতে শৈব শক্তিগ্রহণ হইতে পারে না অথচ যবনী কিংবা অন্য অন্ত্যজ স্ত্রীতে গমন করেন, তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি-বচনের বিষয় হয়েন, অর্থাৎ সেই সেই জাতি প্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত।

অনুক্রমণিকা।

সংসারের গতি বিচিত্র! সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, যোগ ও বিয়োগসংঘটন সকলই চক্রের ন্যায় পরিভ্রামিত হইতেছে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, শান্তির পর অশান্তি, অশান্তির পর শান্তি, যোগের পর বিয়োগ, বিয়োগের পর যোগ, সংসারে চিরদিনই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আজি যে ব্যক্তি মোহমায়ায় আবৃত হইয়া, অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ হইয়া আপনার শান্তি-পথে চলিতে সক্ষম হইতেছে না, কালি হয় ত কালচক্রের বিঘূর্ণনে, বিবেকের উদয়ে তাহার হৃদয় হইতে বিষম অজ্ঞানান্ধকার এককালীন দূরীভূত হইয়া যায়। আজি দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুরধ্যবসায় যাহার নিত্যসহচর, দুই দিন পরে হয় ত সেই ব্যক্তি বীতস্পৃহ ও সদধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া আত্মনির্বৃতি লাভ করিতেছে। আজি যে ব্যক্তি অসন্তোষে ও নিরানন্দে কালযাপন করিতেছে, কালি হয় ত তাহাকেই আবার নিত্যসন্তোষ ও চিরানন্দে আনন্দিত দৃষ্ট হয়। কালের গতিই এইরূপ। সংসারের এ নিয়ম চিরদিন পর্য্যায়ক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

ফল কথা, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে একবার উত্থান ও একবার পতন হইয়া থাকে। চরমোন্নতি হইলেই তাহার পতন স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে ও সভ্যতায় যে দেশ বা যে জাতি উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করে, কালবশে সে দেশের ও সে জাতির পতন অনিবার্য্য। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসী আর্য্যজাতিকেও কতবার উন্নতিশিখরে আরূঢ় হইতে এবং আবার কালবশে অধঃপতিত হইতে হইয়াছে। আর্য্য ভারতীয়গণের হিন্দুধর্ম্মেরও এইরূপে বহুবার উত্থান ও পতন দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

যে দেশের যখন অধঃপতন আরম্ভ হয়, তখন সে দেশের শোচনীয় অবস্থার পরিসীমা থাকে না; যে বিষয় দৃষ্টি করা যায়, তাহাই যেন শোচনীয় দশার মলিন তমসায় সমাচ্ছন্ন বোধ হয়। বাঙ্গালা ১১০০ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের তাদৃশী শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল। লোকের হৃদয় হইতে প্রকৃত ধর্ম্ম তখন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মের ব্যপদেশে অনেকের বাটীতে প্রতিমা-পূজা হইত বটে, কিন্তু তাহাতে সাত্ত্বিকভাবের কোন লক্ষণই লক্ষিত হইত না; পশু বলিদান, অশ্লীল গান, যাত্রা, কবি, তরজা ও আড়ম্বরপূর্ণ ভোজ, এই সকলই সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল। দেবমূর্ত্তির নিকট কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারিত হইত বটে, কিন্তু বাটীর কর্ত্তা বা অন্যান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, পুরোহিত স্বয়ং সেই সকল মন্ত্রের অর্থ বুঝিতেন কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। ফল কথা, দেশের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞানতিমিরে সমাবৃত ছিল।

ঐ সময়ে শুভঙ্করী, ধারাপাত, শিশুবোধকের দাতাকর্ণের উপাখ্যান, প্রহ্লাদ-চরিত্র ও গুরুদক্ষিণা এই পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত

হইলেই লোকে বিদ্যাশিক্ষার শেষ চূড়ায় আরোহণ করিলেন, সকলে ইহাই বিবেচনা করিত। তৎপরেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ, চাশরথি রায়ের পাঁচালী, বিদ্যাসুন্দর, কাশিদাসের মহাভারত এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়াই তাঁহারা সমাজে বাহাদুরী লইতেন। কচিৎ কোন কোন গ্রামে মোক্তবখানা দৃষ্ট হইত, কেহ কেহ তথায় যৎকিঞ্চিৎ পারস্য বা আরব্য ভাষা শিক্ষা করিতেন। জ্ঞানালোচনা বা উচ্চশিক্ষা সাধারণের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত ছিল।

যে দেশের শিক্ষার অবস্থা এইরূপ, সে দেশের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার, তাহা সহজেই বোদ্ধব্য। তাস-খেলা, পাশা-খেলা, দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা—বৃদ্ধেরা এই সকল লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। অশ্লীল যাত্রা, গান, পণ রাখিয়া ঘুড়ী উড়ান, কৃষ্ণপ্রেম-লীলাবিষয়ক অশ্রাব্য কুৎসিত সংগীত—যুবকেরা এই সকল আমোদেই দিনরাত্রি উন্মত্ত থাকিতেন। কিসে জাতির বা জীবনের উন্নতি হয়, কিসে সমাজের সংস্কার সংসাধিত হয়, সে দিকে ভ্রমেও কাহারও দৃষ্টি নিপতিত হইত না।

বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক ইঁহাদের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন সে দেশের স্ত্রীজাতির অবস্থা যে কত দূর শোচনীয়, তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। স্ত্রীশিক্ষার নাম কর্ণপথে প্রবেশ করিলে তৎকালীন পুরুষেরা দাবাগ্নির ন্যায় ক্রোধে জলিয়া উঠিতেন। তাঁহাদের বিবেচনায় স্ত্রীশিক্ষা সংসারে সমূহ অনিষ্টের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। ফল কথা, নারীজাতি চিরদিন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পুরুষদিগের ক্রীড়াপুত্তলীরূপে দাসীর ন্যায় সংসারে জীবনযাপন করিত।

তৎকালে আরও এক লোমহর্ষণ অত্যাচার সৃষ্ট হইত, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সে অত্যাচার—কৌলীন্য-প্রথা ও বহুবিবাহ। যাঁহার দশন গলিত, কেশ পলিত, চরণ স্খলিত, তাদৃশ অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত নবকুমারী—এমন কি, সপ্তমবর্ষীয়া বালিকাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া সমাজ কৌলীন্যের মর্য্যাদা রক্ষা করত খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিতেন; দুই দিন পরে সেই সংসারজ্ঞানবিহীনা অবলা বালার অদৃষ্টে যে কি ভীষণ শোচনীয় দশা ঘটিবে, একবার ভ্রমেও—স্বপ্নেও কেহ তাহা চিন্তা করিতেন না। যে বৃদ্ধের কৃতান্তপুরে আতিথ্যগ্রহণের আর বিলম্ব নাই, তিনি সপ্তম বা অষ্টমবর্ষীয়া অবোধিনী বালিকাকে অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া সুখশয্যায় শয়ান, আর হয় ত তাঁহারই গৃহপার্শ্বে তাঁহারই কন্যা—পতিবিয়োগবিধুরা, মলিনাম্বরা, কঠোর-ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী, কমলকোরকসদৃশী নব-যুবতী হৃদয়ভেদী করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া অশ্রুসলিলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে। এইরূপ এবং অন্য নানাবিধ অত্যাচারে তৎকালে রমণীকুলকে যে কত অসহনীয় যাতনা ভোগ করিতে হইত, তাহা স্মরণ করিলে পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়।

ব্রাহ্মণেরাই তখন হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন; অধিক কি, সমাজ তাঁহাদিগকে দেবতাজ্ঞানে সমাদর ও পূজা করিত। ব্রাহ্মণকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই লোকের স্বর্গের পথ নিষ্কণ্টক হইত। ব্রাহ্মণ যাহার উপর অসন্তুষ্ট হইতেন, সে সমাজচ্যুত হইয়া ম্লানমুখে ঘৃণিতভাবে কালযাপন করিত। সমাজে কেহই তাহার জল গ্রহণ করিতেন না; অধিক কি, তাহার 'ধোবা'-নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত। যে গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণপদবাচ্য হয়, যাদৃশী শক্তি ও যাদৃশ প্রভাব থাকিলে ব্রাহ্মণ হইবার উপ

যুক্ত হয়, তৎকালে সে গুণ, সে শক্তি ও সে প্রভাব থাকুক বা না থাকুক, গলদেশে উপবীতধারী হইলেই সে সমাজে যার পর নাই সমাদৃত, সম্মানিত ও সম্পূজিত হইত। 'ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে ব্রাহ্মণ হয়,' তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা এ কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল, ধর্ম্ম ও নীতি তাহাদিগের ছায়াও স্পর্শ করিত না। নীতিবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবে, ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিবে, ইহাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু তাহারা তাহা ভুলিয়া কেবল স্বার্থসাধনোদ্দেশে—আপনাদের কালকূট-পুরিত উদর-গহ্বর পরিপূরণার্থে কেবল শূদ্রের শিরোদেশে পদধূলি দিয়া তদ্বিনিময়ে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে চরিতার্থ করিত।

বেদপাঠ দূরে থাকুক, কোন শাস্ত্রপাঠেই শূদ্রেরা অধিকারী ছিল না। বেদ স্পর্শ করিলেও শূদ্রদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে, ব্রাহ্মণেরা পদে পদে এই ব্যবস্থা ও উপদেশ প্রদান করিতেন; তাহারাও অবনতমস্তকে সেই আদেশ ও সেই শিক্ষা শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারেই চলিত। বস্তুতঃ তৎকালে শূদ্রগণ সকল প্রকার সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়া এক প্রকার দাসভাবেই জীবন যাপন করিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সমাজে কোনরূপ বৈষম্য ঘটিলে এক শ্রেণীর লোক যার পর নাই নিগৃহীত ও প্রপীড়িত হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালীন সমাজের অবস্থাও তদ্রূপ। সেই সকল নিগৃহীত ও প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগকে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ভগবানের এমনই বিচিত্র নিয়ম, এমনই কৌশল, এমনই কৃপা যে, সেই সময় অকস্মাৎ কোথা হইতে সেই অত্যাচার-উৎপীড়ন নিবারণের উপায় সমুদ্ভাবিত হইয়া থাকে। সেই শোচনীয় দশাগ্রস্ত সমাজের মধ্য হইতে এমন এক গুণবান্ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় যে, তাঁহার নিকট তৎকালীন সেই সমাজ পরাভূত, বিধ্বস্ত ও পদদলিত হইয়া পড়ে। সেই মহাপুরুষ তখন সমাজের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না, ভ্রূক্ষেপও করেন না; বরং নিজ গরীয়সী শক্তি ও প্রতিভার বলে সমস্ত অত্যাচার, সমস্ত উৎপীড়ন পদদলিত করিয়া হীনাবস্থ শ্রেণীর উন্নতি বিধান করিয়া থাকেন। তখন সেই মহাপুরুষের নিকট অত্যাচারিগণ ভয়-বিকম্পিত হইয়া আপনার মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। যে সকল নিগৃহীত প্রপীড়িত লোক এত দিন অত্যাচাররূপ অমানিশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া কেবল নীরবে অশ্রুপাত ও ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতেছিল, এই মহাপুরুষ স্বকীয় শক্তিপ্রভাবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া তাহাদের সকল ক্লেশ, সকল যন্ত্রণা, সকল প্রপীড়ন বিদূরিত করিয়া দেন। উৎপীড়িত দুর্ব্বল জাতি তখন সেই মহাপুরুষের বিজয়বৈজয়ন্তীর মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করে।

বঙ্গসমাজে যখন ঘোরতর বৈষম্য সমুপস্থিত; আত্মাভিমানী স্বার্থপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের অক্ষুণ্ণ প্রতাপে সমাজ যখন জর্জ্জরীভূত, সেই সময়েই উপরিকথিতরূপ মহাপুরুষ রামমোহন রায় ভারতে অবতীর্ণ হইয়া পীড়িত দুর্ব্বল জাতির একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন।

বাল্য-জীবন।

১১৮১ বঙ্গাব্দে খৃষ্টীয় ১৭৭৪ অব্দে মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। হুগলীর অন্তর্গত রাধানগর তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে জনৈক কর্ম্মচারী

ছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ যে বৎসর ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেলের পদে অধিরূঢ় হন, সেই বৎসরেই রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তৎকালে পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষাই সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। কারণ, পারস্য ভাষাতেই আদালতের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কেহ রাজসরকারে কোনরূপ কর্ম্মপ্রার্থী হইলে পারস্য ভাষা না জানিলে তাহার প্রার্থনা ফলবতী হইত না। সুতরাং রামমোহনকেও পারস্য ও আরব্য ভাষা-শিক্ষা করিতে হইল। উক্ত দুইটি ভাষায় সুশিক্ষা-লাভের জন্য তিনি পাটনায় গমন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৯ বৎসর মাত্র। তিন বৎসরে তাঁহার উক্ত দুইটি ভাষা-শিক্ষা পরিসমাপ্ত হয়; এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি উক্ত ভাষাদ্বয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া বিশেষ সুখ্যাতি উপার্জ্জন করেন। কেবল তাহাই নহে, ঐ তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি আরব্য ভাষার অরিষ্টটেল, গ্রীসদেশীয়াদি দার্শনিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থরাজি ও কোরাণও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

তৎপরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার অনুরাগ জন্মে। তিনি সেই অভিলাষ সুসিদ্ধ করিবার জন্য বারাণসীধামে প্রস্থান করেন। বিশেষ যত্ন, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শবৎসর মাত্র।

মহৎকার্য্যসাধনোদ্দেশে ধরাতলে যাঁহাদিগের জন্ম হয়, সংসারের শত সহস্র ঘোর আবর্ত্তনে পড়িলেও তাঁহারা স্বকীয় লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত বা পরিভ্রষ্ট হয়েন না। রামমোহন রায়ও সেই প্রকৃতির মহাপুরুষ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্ম্মের প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন। প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশ অধ্যয়ন করাই তাঁহার নিত্য ব্রতমধ্যে গণনীয় ছিল; সে ব্রত সমাপন না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না। অভিনিবেশ সহকারে সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা, বিবিধ শাস্ত্রানুশীলন ও গভীর গবেষণার ফলে ক্রমে পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার অনাস্থা জন্মিল। পৌত্তলিক ধর্ম্মের সহিত প্রকৃত বৈদিকধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল।

রামমোহন রায়ের বয়ঃক্রম যখন ষোড়শ বৎসর, তৎকালে তিনি প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রমাণ-প্রয়োগ প্রদর্শন পূর্ব্বক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের নাম—"হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালী।" রামমোহনের পিতা পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিলক্ষণ আস্থাবান্ ছিলেন, তিনি পুত্রের এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

পিতৃপরিত্যক্ত হইয়াও রামমোহন রায় মুহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম হন নাই। তিনি পিতৃগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালীন ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি তাঁহার ঘৃণার উদ্রেক হয়। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি সেই স্পৃহা ফলবতী করিবার উদ্দেশে দুরারোহ হিমাচল অতিক্রম করিয়া তিব্বতদেশে সমুপস্থিত হন।

তিব্বতে তাঁহাকে যেরূপ ভীষণ দুস্তীর্য্য বিপদ্‌সাগরে নিপতিত হইতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে। সে সময়ে তিব্বত কুসংস্কারে ও উপধর্ম্মে সমাকুল ছিল; রামমোহন রায় তাহার প্রতিবাদ করেন। এই কারণে তিব্বতীয়গণ তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হয়, তাঁহার প্রাণ-

সংস্কারে সমুন্নত হয়। কোমলহৃদয়া দয়াবতী রমণীগণের যত্নে সে যাত্রা তাঁহার জীবন-রক্ষা হইয়াছিল। তদবধিই রমণীকুলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ভাবোদয় হয়। সে কৃতজ্ঞতা চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল, মুহূর্তের জন্যও তিনি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

এইরূপে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া চারি বৎসর অতিবাহিত হয়। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ, তখন আবার তিনি পিতার স্নেহলাভ করেন; পিতা পুনরায় তাঁহাকে আহ্বান ও সাদরে গৃহে গ্রহণ করেন। অতঃপর রামমোহন সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষায় পুনঃ প্রবৃত্ত হন। দৃঢ় অধ্যবসায়, অলৌকিক পরিশ্রম ও প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে তিনি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাসনা ফলবতী না হইবে কেন? অত্যল্প দিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন, পারস্ত, আরব্য, উর্দ্দু, হিন্দী প্রভৃতি নানা ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর রামমোহন রায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে একটি সামান্য কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত রঙ্গপুর জেলায় গমন করেন। তৎকালে ডিগ্‌বি সাহেব রঙ্গপুরের কালেক্টর ছিলেন। রামমোহন রায়ের কার্য্যদক্ষতা, সুশীলতা, অসাধারণ পরিশ্রম ও গরীয়সী প্রতিভা দর্শনে কালেক্টর সাহেব পরম সন্তোষ লাভ করেন এবং তাঁহাকে কেরাণীর পদ হইতে উন্নীত করিয়া দেন। রামমোহন দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন।

কিছু দিন দক্ষতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া রামমোহন রায় রামগড়ে স্থানান্তরিত হন; তথা হইতে অল্প দিন পরে পুনরায় ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপে তিনি নানা স্থানে কর্ম্ম করিয়া সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

যে কারণে রামমোহন রায় ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জ্ঞানোদয় হইয়া অবধি যে বাসনা তাঁহার হৃদয়ে অহরহঃ জাগরূক ছিল, তখন তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেই চিরাভীপ্সিত সিদ্ধির অভিলাষে যত্নবান্ হইলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় আসিয়া সেই অভিলষিত-সিদ্ধির উদ্যোগে প্রাণপণ যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যত্নের ফলেই তিনি ভারতে অবিনশ্বর চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মধ্যজীবন।

তৎকালীন সমাজের অবস্থা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন মহাপুরুষ রামমোহন রায় দৃঢ়সংকল্প হইলেন যে, যাহাতে সমাজের অজ্ঞানকালিমা পরিমার্জ্জিত হয়, সমাজ তিমির-গর্ভ হইতে দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়, সমাজের দূষিত বায়ু নিরাকৃত হইয়া বিমল সমীরণ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়; মানবজন্ম ধারণ করিয়া যদি তাহা করিতে সমর্থ না হইলাম, তবে মানবদেহ ধারণে ফলে কি, জন্মগ্রহণই বিফল। অনিত্য দেহ ধারণ করিয়া যদি বিলাসভোগে ও আত্মোদরপূরণেই চরিতার্থ হইতে হইল, তাহা হইলে পুরুষকারে ধিক্! পুরুষনামেও ধিক্! বিশেষতঃ তদানীন্তন বঙ্গমহিলাগণের শোচনীয় দশা দর্শনে পরিতাপে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিসে নারীজাতির মঙ্গল সাধিত হয়, কিসে নারীজীবন, নারীজন্ম সার্থক হইতে পারে, কিসে নারীগণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া গৃহিণীপদবাচ্য হইয়া সংসারের অলঙ্কারস্বরূপ হয়, তৎসংসাধনেও তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া তদা-

[illegible] প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতায় [illegible] [illegible] উদ্যোগ হইতে লাগিল।

সেই সময়ে সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল। পতিবিয়োগে পতির সহিত জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি করিয়া কোমলপ্রাণা রমণীগণ অকালে ইহ-সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিত। কি নৃশংস কাণ্ড! কি দারুণ নিষ্ঠুরতার মর্ম্মভেদী চিত্র! কেহ কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক পতির সহ সহমরণে গমন করিত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু অনেক স্থলে লোকলজ্জাভয়ে, সামাজিক নিন্দার আশঙ্কায় অনিচ্ছা সত্বেও অনেক কুলমহিলা ঐরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিতেন, সন্দেহ নাই। সতীদাহ পুণ্যকর্ম্ম ও শ্লাঘার বিষয় বলিয়া তৎকালে সমাজে পরিগণিত হইত। সহমরণে কুণ্ঠিত বা ভীত হইলে সমাজে সেই রমণীর ঘৃণা, গ্লানি ও নিন্দার পরিসীমা থাকিত না। কি ভীষণ দৃশ্য! এক দিকে জলন্ত চিতানলে অভাগিনী কুসুমপেশলা রমণী আর্ত্তনাদে নভস্তল বিদীর্ণ করিতেছে, অন্যদিকে তদীয় স্বজনগণ জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া বাদ্যবাদনের তাণ্ডবরবে চারিদিক্ আনন্দপূরিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর আবার ভীষণ অত্যাচার;—যদি অবলা যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া চিতাগ্নি হইতে ভয়ে বহির্গত হয়, এই আশঙ্কায় বৃহৎ দুইখানি বংশখণ্ড দ্বারা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখা হইত। এই সকল বীভৎস মর্ম্মভেদ নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া রামমোহন রায়ের অন্তর ব্যাকুল হইল, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তিনি ১৮১৮ ও ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে "নিবর্ত্তক" ও "প্রবর্ত্তক" নামে দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহা সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে লিখিত প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। তৎপাঠে [illegible] এই কুপ্রথা-নিবারণের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সেই আইনবলে, সহমরণপ্রথা ভারতবর্ষ হইতে উঠিয়া যায়।

তৎকালে সমাজ এতদূর বিশৃঙ্খল ও সামাজিক লোকেরা এতদূর অনভিজ্ঞ ছিল যে, সহমরণ রহিত হওয়ায় প্রায় দেশবাসী সকলেই রামমোহন রায়ের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সকলেই তাঁহাকে নাস্তিক, ভণ্ড, বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু উদার-প্রকৃতি রামমোহন রায় কিছুতেই বিচলিত হইলেন না; দেশের মঙ্গলসাধনে সমভাবে দৃঢ়-ব্রতী রহিলেন। বরং লোকের নিন্দাবাদে তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

রামমোহন রায়ের সময় এ দেশে শিক্ষার প্রচলন একেবারেই ছিল না। কেবল চাকরী-প্রত্যাশী কতিপয় মাত্র ব্যক্তি পার্শী ভাষা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিত। কারণ, বিচারালয়ে তৎকালে ঐ ভাষারই প্রচলন ছিল। গবর্মেণ্ট সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা দান করেন। বারাণসীধামে একটি সংস্কৃত পাঠাগার ও কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ইহা ব্যতীত কলিকাতাতেও একটি সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছিল; কিন্তু রামমোহন রায় উহার পরিবর্ত্তে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য ইংরাজী বিদ্যালয়-স্থাপনের পক্ষপাতী হইয়া যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রখানিতে এরূপ সুন্দর যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, গবর্মেণ্ট বিলক্ষণরূপে ইংরাজী-শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যকতা

[illegible] করিয়াছিলেন। সেই আবেদনের ফলেই ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে হিন্দু-কলেজ স্থাপিত হয়। পরন্তু সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব একেবারে রহিত হয় নাই। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ঐ সময়ে ডেভিড্ হেয়ার ও স্যর এডোয়ার্ড হাইড্ ইষ্ট সাহেব রামমোহন রায়ের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইলে, তাহার তত্ত্বাবধানের ভার ডাক্তার উইলসন সাহেবের উপর সমর্পিত হইল, রামমোহন রায়ও উক্ত কলেজ-কমিটীর সভ্যপদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই তাঁহার শত্রু-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রামমোহন রায়ের প্রাণপণ পরিশ্রম, দৃঢ় অধ্যবসায় ও আন্তরিক যত্নের ফলে এখন যাঁহারা বড় বড় উপাধিধারী ও কৃতবিদ্য বলিয়া সর্ব্বজন-বিদিত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহেরাই ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন রহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া রামমোহন রায়ের শত্রুতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে মহাপুরুষ কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে. তিনি সমাজকে দৃক্পাত না করিয়া দেশের মঙ্গলসাধনে প্রাণপাত করিতে লাগিলেন।

রামমোহন রায় যে কোন পুস্তক বা প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন, ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেসে তাহা মুদ্রিত হইত। কিন্তু কার্য্যসূত্রে মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষ ও অন্যান্য মিশনারীগণ তাঁহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। তিনি খৃষ্টের উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন।' উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে উভয় পক্ষে তর্ক-বিতর্ক হয়। মিশনারীরা রামমোহনকে খৃষ্টধর্ম্ম-বিদ্বেষী বোধে তাঁহার পুস্তকাদি মুদ্রণে অসম্মত হইলেন। অগত্যা রামমোহন রায় স্বয়ং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই মুদ্রাযন্ত্রের নাম হয়—"ইউনিটেরিয়ান প্রেস।"

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন, উচ্চশিক্ষা-বিধান, গঙ্গায় পুত্র-বিসর্জ্জনের প্রতিকূলে আন্দোলন, সতীদাহ-নিবারণ, এই কয়েকটি মহদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া রাজা রামমোহন রায় যে মহান্ মঙ্গল-বৃক্ষ রোপিত করিয়া গিয়াছিলেন, অধুনা আমরা তাহার সুফল ভোগ করিতেছি

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের দাসস্বরূপে থাকিয়া শাস্ত্রাধিকারে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, উন্নতির আশা তাহাদের পক্ষে সুদূর-পরাহত। ইহা দেখিয়া রামমোহন রায়ের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া সকলকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে উৎপীড়িত নিগৃহীত বন্ধুগণ! কেন তোমরা অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়াছ? কেন দীন-হীনের ন্যায় অমূল্য জীবন ক্ষয় করিতেছ? কেন সত্য-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছ? আইস, সকলে ভ্রাতৃবন্ধনে সংবদ্ধ হইয়া সেই পরব্রহ্মের পূজা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হই। এ ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই, দরিদ্র-অদরিদ্রভেদ নাই, যুবা-বৃদ্ধের প্রভেদ নাই, নরনারীর প্রভেদ নাই, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-প্রভেদ নাই। এ ধর্ম্ম গগনবৎ স্বচ্ছ ও প্রশস্ত। ভয় নাই, সকলে আইস, কায়মনে পরমপথের পথিক হই।'

এই শুভবাণী দেশময় বিঘোষিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল; এক দুই করিয়া ক্রমে শত শত ব্যক্তি আসিয়া রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এ দিকে পণ্ডিতাগ্রণী শঙ্কর শাস্ত্রী, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী এবং মিশনারী মার্শম্যান, টাইটলর প্রভৃতি সাহেবদিগের সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল; কিন্তু শাস্ত্রবীর রামমোহন রায়ের নিকট একে একে সকলকেই পরাভূত হইতে হইল; রামমোহনের বিজয়-বৈজয়ন্তী গগনমার্গে সমুড্ডীন হইল।

অতঃপর রামমোহন রায় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকের হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশে ব্রাহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থসকল প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে অনুষ্ঠান, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, ব্রহ্মোপাসনা, বেদান্তসূত্র, বেদান্তসার, গায়ত্রীর অর্থ, পঞ্চোপনিষৎ, ব্রহ্মসংগীত, প্রার্থনাপত্র, আত্মানাত্মবিবেক এই কয়খানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামমোহন রায়ের উপদেশে আড্যাম নামক এক মিশনারী সাহেব ইউনিটেরিয়ান হইয়া 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটী' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। সপুত্র, সশিষ্য রামমোহন রায় প্রত্যহ ঐ সভায় ঈশ্বরোপাসনা করিতে যাইতেন। তৎপরে এক জন শিষ্যের কথায় তিনি ব্রাহ্মসভা সংস্থাপন করেন। ১৭৫০ শকে ৬ই ভাদ্র ঐ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক, রায় কালীনাথ মুন্সী, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে চিৎপুর রোডে আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৭৫১ শকে ১১ই মাঘ হইতে এই সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের বন্ধুবান্ধবগণ-প্রদত্ত চাঁদা দ্বারাই এই বাটী নির্ম্মিত হয়। এই সমাজ সংস্থাপিত হইবার অব্যবহিত পরেই সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে ও নেতৃত্বে ইহার বিরুদ্ধে হিন্দুদিগের 'ধর্ম্মসভা' সংস্থাপিত হয়। মতিলাল শীল, দেওয়ান রামকমল সেন প্রভৃতি বড় বড় লোক এই ধর্ম্মসভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিকূলে ও বিরুদ্ধে ঐ সভার কার্য্য কতরূপ আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইত, তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু রাজা রামমোহন রায় সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থা লঙ্ঘন করিয়া, সত্যধর্ম্মের জয়-ঘোষণা করিয়া প্রাণপণ যত্নে যে কীর্ত্তি রক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন কালেই বিধ্বস্ত বা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

অন্ত্যজীবন।

ইউরোপের পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য কিরূপ, তত্রত্য অধিবাসীদিগের আচারব্যবহার কি প্রকার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থাই বা, কিরূপ, এই সকল বিষয় জানিবার ও দেখিবার বাসনা রামমোহন রায়ের অন্তঃকরণে বাল্যাবধিই বলবতী ছিল; কিন্তু আশু সে বাসনা চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইতে পারে, ইহাই মহান্ অন্তরায়। বিশেষতঃ তৎকালে বিলাতগমন বহুব্যয় ও বহুসময়সাপেক্ষ ছিল। অন্যূন পাঁচ মাসের ন্যূন সময়ের মধ্যে তথায় উপনীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। নচেৎ জাতিলোপের ভয়ে বা সমাজের ভয়ে তিনি দৃক্‌পাতও করিতেন না।

সাধুর সদাসনা কদাচ বিফলবতী হয় না। রামমোহন রায়ের অভীষ্টসিদ্ধির এক মহান্ সুযোগ উপস্থিত হইল। দিল্লীর সম্রাটের যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা হ্রাস করিয়া দেন। এই জন্য সম্রাট্ ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট আবেদন করিবার জন্য রামমোহন রায়কে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে তিনি 'আলবিয়ান' নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংলণ্ড-যাত্রা করেন। রামহরি দাস, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রাজারাম নামক আর তিন ব্যক্তিও তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিলাত-গমনের আরও দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, সতীদাহ-নিবারণের বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রিভি কৌন্সিলে আপীল করিয়াছিল, এই জন্য স্বয়ং তিনি তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রতিবাদ করিবেন। দ্বিতীয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ-গ্রহণ উপলক্ষে পার্লামেণ্টে যে বিচার হইবে, তদ্দ্বারা ভাবী ভারতশাসনের শুভাশুভ ও ভারতবাসীদিগের প্রতি গবর্মেণ্টের ব্যবহার বহুদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে, উহাতেও তাঁহার উপস্থিতি আবশ্যক। এই দুই উদ্দেশ্যে তিনি সমুদ্রযাত্রা করিয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল লিভারপুলে সমুপস্থিত হন।

রামমোহন রায় বিলাতে পৌঁছিবামাত্র দলে দলে অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে তথায় তাঁহার উদারতা, বিদ্যাবত্তা ও সুখ্যাতি বিঘোষিত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডের যে কোন প্রদেশে যখন গমন করিয়াছেন, তখনই তথায় পরম সমাদরে সম্ভ্রান্ত-সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর জ্ঞানবত্তা ও মহত্ব দর্শনে তত্রত্য অভিজ্ঞমণ্ডলী যার পর নাই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানগণ প্রকাণ্ড সভার অধিবেশন করিয়া তাঁহার সম্মানবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তিনি রাজা চতুর্থ উইলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ইংলণ্ডেশ্বরও তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। তদীয় অভিষেককালে বিদেশীয় দূতবৃন্দের সহিত রাজা রামমোহন রায়ের আসন প্রদত্ত হইয়াছিল।

মাতৃভূমির মঙ্গলসাধনের জন্যই রামমোহন রায় নিরন্তর ব্রতী ছিলেন। তৎকালে ভারতে ভারতবাসীকে উচ্চতন রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত না। যাহাতে তাহা হয়, তদ্বিষয়ে তিনি সুন্দর যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক ১৮৩১—৩২ খৃষ্টাব্দে হাউস অব্ কমন্স-গঠিত কমিটীতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কেবল ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, ভারতে কৃষীবলের উন্নতি, দেওয়ানী ও রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। তদ্বিষয়ে তাঁহার অদর্শী অভিজ্ঞতা দেখিয়া তত্রত্য সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে সুচারুরূপে সকল কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে শরৎ ঋতুতে তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। তত্রত্য সম্রাট লুই ফিলিপের নিকট তিনি যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সকলের ভাগ্যে সচরাচর সংঘটিত হয় না। ফিলিপের সহিত একত্র ভোজনের সম্মান পর্য্যন্ত তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত হন এবং হেয়ার সাহেবের ভ্রাতৃগণের গৃহে কিছু দিন বাস করিয়া তৎপরে ব্রিষ্টলে মিস্ ক্যাসেলের গৃহে অবস্থিতি করেন।